বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

অহঙ্কার

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

অহঙ্কার

গোলাম মাওলা নঈম

ধাওয়া: অকৃতজ্ঞ দুই আউটলর পিছনে ধাওয়া করেছে জন ক্যালকিন—কত ধানে কত চাল বুঝিয়ে দেবে! ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে এরা, অথচ কয়েকদিন আগে এদেরকেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও...

রক্ষা: ট্রেইল ড্রাইভে রাইডার হিসাবে কাজ করতে গিয়ে হীন এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করল ড্যান ফ্লোরেক, অসহায় এক মেয়ের গরুর পাল চুরি করেই ক্ষান্ত হয়নি ওর মালিক, মেয়েটার ভাইকে খুনও করেছে। ড্যান শপথ নিল রুখে দাঁড়াবে...

ক্যালকিন: মেক্সিকোয় জন ক্যালকিনের দারুণ রোমাঞ্চকর এক অভিযান, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল...

অহঙ্কার: অসহায় একটা পরিবারকে সাহায্য করতে গিয়ে উল্টো বিপদে পড়ে গেল রেঞ্জার জন ওয়েস, ট্রেইলে ওর লাশ ফেলে দেওয়ার পাঁয়তারা করছে শত্রুরা...

প্রতিরোধ: একসময়কার প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার বুড়ো টম কেলার অসুস্থ হয়ে পড়তে চারদিক থেকে ছুটে এল হায়েনার দল, খাবলা বসাতে শুরু করল তার র‍্যাঞ্চে। প্রতিরোধ করবে কি, তার নিজের ছেলে আর ফোরম্যানই হাত মিলিয়েছে শয়তানের দোসরদের সঙ্গে।

টানটান উত্তেজনা আর রোমাঞ্চে ঠাসা এমনি সাতটা ভিন্ন স্বাদের বড়গল্প...আজই সংগ্রহ করুন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

অহঙ্কার

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8247-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপুব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net
Web Site: www.amcbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

AHANGKAR
Western Stories
By: Golam Mawla Naeem

চৌত্রিশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at baighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

সূচি

ধাওয়া	৫
রক্ষা	২৭
অহঙ্কার	৫৬
প্রতিরোধ	৮১
ক্ষিপ্তঘাতক	১০৯
অপয়া মেসা	১৩৪
ক্যালকিন	১৫৩

ওয়েস্টার্ন

অহঙ্কার

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ; ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা। **আবু মাহদী:** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস। **সুস্ময় আচার্য:** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মান:** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

SUVOM

ধাওয়া

জন ক্যালকিন যখন পানির কাছে পৌঁছল, ততক্ষণে প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা ওর। শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁট ফেটে গেছে। রোদপোড়া মুখের চামড়া তপ্ত রোদে টকটকে লাল হয়ে গেছে।

মনটা সজাগ ওর, তবে শরীর এত বিপর্যস্ত যে নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে গেছে। অন্তস্তলে প্রাণপ্রবাহ অটুট রয়েছে, নিষ্ঠুর মরুভূমিও হারাতে পারেনি। সন্দেহ নেই ওকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে ব্রায়ান জ্যাকসন আর হার্ভে বেন্টন। চিন্তাটা স্বস্তি ছড়িয়ে দিল ওর মনে, অস্বাভাবিক হলেও আমোদ অনুভব করল জন। দূর থেকে পাখির ডানা ঝাপটানি আর ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল ও। বিকারগ্রস্ত মানুষের মত পা ফেলছিল এতক্ষণ, নেহাত মনের জোরে। হাঁটু শরীরের ওজন ধরে রাখতে পারছে না, কাঁপছে থরথর করে। আড়ষ্ট ঘাড়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল জন।

বিস্তীর্ণ বেসিনের কোন কিছুই নতুন মনে হচ্ছে না, বিশ মিনিট আগে একশো গজ দূর থেকে যা দেখেছিল–তা-ই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু তলাটা দেখতে পাচ্ছে। ওর ডান পাশে ধারাল গ্র্যানিটের কিনারা, আরও পিছনে পাহাড়ী চাতাল।

যাত্রা পথে এ-ধরনের ডজন খানেক বেসিন চোখে পড়েছে ওর, তবে একটু পার্থক্য রয়েছে এটার সঙ্গে। মরুভূমিতে নামমাত্র যে গুল্ম দেখা যায়, তারচেয়ে গাঢ় দেখাচ্ছে রঙটা–ক্ষীণ সবুজ। তবে পাখির ডাক না শুনলে হয়তো চোখ এড়িয়ে যেত ওর। এর তাৎপর্য একটাই–কাছাকাছি কোথাও পানি আছে।

মাথায় লাগাতার যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। দপদপ করছে চাঁদি।

জ্যাকসনদের কথা মনে পড়তে এত কষ্টের মধ্যেও ক্ষীণ হাসল জন। বেঁচে থাকার সমস্ত সরঞ্জাম ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল ওরা। সোনা তো নিয়েছেই; অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যান্টিন, খাবার এবং পানি–কিছুই রেখে যায়নি।

সামনে কী আছে, অন্য যে-কারও চেয়ে বেশিই জানে জন। জ্যাকসনরা চলে যাওয়ার পর প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করেছে ও, তবে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করেনি। ক্যাম্পের লাগোয়া গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ পড়ে থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, পরিকল্পনা করেছে। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পরপরই রওনা দিয়েছে, লম্বা পা ফেলে এগিয়েছে, মাইলের পর মাইল জমি পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

জনের সঙ্গে দুটো জিনিস রেখে গিয়েছিল ওরা, ভাবেনি ওগুলোই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। লণ্ডভণ্ড ক্যাম্পের এক পাশে, আবর্জনার মধ্যে পড়ে ছিল সোনা তোলার জন্য গোল্ডপ্যান আর ঝড় ঠেকানোর জন্য এক টুকরো ক্যানভাস।

অন্ধকার জাঁকিয়ে বসার আগেই আট মাইল পথ পিছনে ফেলে এসেছে জন। থেমে বালির বুকে ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি করল ও, মাটির বুকে বসিয়ে দিল প্যানটা। এবার প্যানের উপর ক্যানভাস ছড়িয়ে দিল, সবশেষে রাখল কয়েক সারি বড়সড় পাথর। তৈরি হয়ে গেল শিশির আটকানোর ফাঁদ। ব্যস, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে মাত্র এক চামচ পানি জমল, কিন্তু সেটাই দারুণ সন্তুষ্টির সঙ্গে পান করল ও। সূর্য রিজ ছাড়িয়ে বিস্তৃত মরুভূমিতে উঁকি দেওয়ার আগে আরও তিন মাইল পথ পিছনে ফেলে দিল। দুই বোল্ডারের মাঝখানে মরে যাওয়া একটা সেডার দেখতে পেয়ে থামল জন, ক্যাম্প তৈরি করল।

দ্বিতীয় দিন দুপুরের পর একটা ব্যারেল ক্যাকটাস খুঁজে পেল ও। ওটার আগা কেটে নিয়ে মুচড়ে সবুজাভ পাল্প বের করল, কিছুক্ষণের মধ্যে পানিতে পরিণত হলো পাল্প। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতেও একই ভাবে শিশিরের ফাঁদ তৈরি করল জন, প্রতিবার অন্তত

এক চুমুক পানি পেল।

এখন, পাখির ডাক শুনে প্রথমে মনে হলো ভুল শুনেছে, শ্রুতিভ্রমের শিকার ওর ক্লান্ত স্নায়ুগুলো; শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছল–চেষ্টা করেই দেখা যাক। দিক বদলে খাঁজকাটা রিজের দিকে এগোল জন। কয়েকবারই হুমড়ি খেয়ে পড়ার দশা হলো। রিজের কিনারায়, কয়েকটা উইলোর মাঝখানে চার ফুট চওড়া ছোট্ট পানির গর্ত দেখতে পেল···কিন্তু ওটায় পড়ে আছে মৃত একটা কয়োটি।

মাতালের মত দুলছে জন, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল মৃত কয়োটি ও দূষিত পানির দিকে। আর এক পাও এগোনোর সামর্থ্য নেই ওর। পানি পেতেই হবে। কিন্তু এই পানি খেলে নির্ঘাত উদরাময়ে আক্রান্ত হবে। সেক্ষেত্রে দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়বে শরীর। দেহে যে ক্লান্তি, আরও পানিশূন্যতার কারণে নির্ঘাত খুন হয়ে যাবে। যে-কাজটা মরুভূমি বা জ্যাকসনরা করতে পারেনি, তাই করবে পানি ও লবণের ঘাটতি।

যত কষ্টই হোক, এই পানি পান করা যাবে না। বুনো এলাকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানে ও, জানে কী থেকে কী হতে পারে।

যে দুর্জয় মানসিকতা নিয়ে চল্লিশ মাইল মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে, তার তাড়নায় কাজ শুরু করে দিল জন। মৃত কয়োটিকে টেনে সরিয়ে আনল পানি থেকে। তারপর কিছু শুকনো কাঠি যোগাড় করে আগুন জ্বালাল। কয়লা তৈরি হওয়ার পর, গোল্ড প্যানে পানি তুলে নিল গর্ত থেকে। পানিতে কয়লা ফেলতে শুরু করল, প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু হওয়ার পর ক্ষান্ত হলো। আগুনে নতুন কাঠি যোগ করল, কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটতে শুরু করল পানি।

দ্রুত অন্ধকার নামছে। উইলো শাখা আর লাগোয়া পাথরের পৃষ্ঠে উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছে আগুনের শিখার প্রতিবিম্ব। আগুন থেকে ওঠা ধোঁয়া হারিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। ধোঁয়ার সঙ্গে ছোট ছোট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠে যাচ্ছে কিছুদূর, তারপর উধাও হয়ে যাচ্ছে।

চ্যাপ্টা একটা কাঠি দিয়ে পানির উপর থেকে চারকোল আর লেইয়ের ঘন স্তর সরিয়ে ফেলল জন। আরও চারকোল যোগ করে ফুটাল আবার। দ্বিতীয়বার ছাঁকার পর কিছুটা পানি সরিয়ে রাখল ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য।

আধ-ঘণ্টা বাদে সানন্দে পানি খেল ও। এর মিনিট কয়েক পরই অনুভব করল, যাদুর মত কাজ দেখিয়েছে পানি। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, চিন্তা করছে সুস্থিরভাবে। এ-মুহূর্তে মরুভূমির মাঝামাঝি আছে ও, চেনা একটা গন্তব্যে পৌঁছার ইচ্ছে। র‍্যাঞ্চ আছে ওখানে। ঠাণ্ডা, সুপেয় ও পরিষ্কার পানি পাওয়া যাবে র‍্যাঞ্চে, ঘোড়া বা অস্ত্রও ধার নিতে পারবে।

আরও পানি লাগবে, জানে ও।

মন থেকে পানির চাহিদা তাড়িয়ে দিল জন, পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাতে গিয়ে টের পেল পরস্পরের সঙ্গে লেগে খসখসে শব্দ করছে ঠোঁট, জিভ শুকনো কাঠির মত শক্ত খটখটে হয়ে গেছে। ক্লান্ত চোখজোড়াকে বিশ্রাম দিতে চোখ বুজল ও, মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। নিবিষ্ট মনে শব্দ শুনছে, যেন কোন কয়েদী গভীর মনোযোগে পানি পড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনছে।

ঘণ্টা খানেক পর আশ ভরে পানি পান করার সুযোগ হলো ওর। এক চুমুক নিয়ে মুখে রাখল অনেকক্ষণ, পানির শীতলতা সজাগ করে তুলছে পিপাসার্ত কুঁচকে যাওয়া টিস্যুকে। ধীরে ধীরে গলা দিয়ে পানি নামিয়ে দিল জন, গলা আর খাদ্যনালীতে স্বস্তিকর একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট এক চুমুক পানি, কিন্তু মনে হচ্ছে ওর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

সময় নিয়ে ঠোঁট আর মুখ ধু'লো ও। শেষে আরও এক চুমুক পানি পান করল।

একটু পর, পাথুরে জমিতে প্রাকৃতিক ছোট্ট একটা বেসিন আবিষ্কার করল ও, প্রায় এক ফুট চওড়া ওটা, ছাঁচ হিসাবে ওটাকে

ব্যবহার করে প্যানটাকে বসিয়ে গোলাকার একটা পাথর দিয়ে চাপ দিল সতর্কতার সঙ্গে। ধীরে ধীরে ছোট্ট বালতির আকৃতি পেল ওটা।

ফিরে এসে বালতিতে চারকোল মেশানো পানি আগুনে চড়িয়ে দিল ও, পানি সিদ্ধ হওয়ার পর বেসিনে জমা করল। কয়েকবারই পানি ফুটাল এভাবে। পানিতে আরও কিছু চারকোল মিশিয়ে পাথরের কাছে এসে শুয়ে পড়ল; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। জানে যে, সকালে পরিষ্কার এবং সুপেয় হয়ে যাবে পানি।

ভোরে ঘুম থেকে ওঠা বহুদিনের অভ্যাস। আজও ব্যতিক্রম হলো না। সূর্যোদয়ের অনেক আগেই জেগে গেল ও, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি আকাশে। বেশ ঠাণ্ডা, শরীরে শীতের কামড় অনুভব করছে। দ্রুত আগুন জ্বালাল জন, আগুনের উষ্ণতায় শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর পানি পান করল ও, কয়েকবার। শেষে মরুভূমিতে নজর চালাল।

মাংসল একটা ফল জন্মেছে ওঅটর হোলের কাছাকাছি—ইয়ক্কা ওটার নাম। কয়েকটা সংগ্রহ করল জন। কাঁচা একটা নির্দ্বিধায় খেয়ে ফেলল, তারপর সেগু লিলি সহকারে অন্যগুলোকে সেদ্ধ করল। খাওয়া শেষে স্যান্ডস্টোনের সরু এক টুকরো নিয়ে ওঅটর হোল থেকে পানি তুলতে শুরু করল। সামান্য পানি থাকলেও, আধ-ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল ওঅটর হোল।

থেমে বিশ্রাম নিল জন। সঙ্গে তামাক আছে এখনও, সিগারেট রোল করে আয়েশ ভরে ধূমপান করল। প্যানের তৈরি বালতিতে যথেষ্ট পানি আছে, মোটামুটি চলে যাবে ওর; তবে অন্যদের কথা ভাবছে। কেউ যদি এখানকার বিষাক্ত পানি পান করে, নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়বে। পানিতে যথেষ্ট চারকোল ফেলেছে, জন নিশ্চিত নয় যে তাতে পানিতে মিশ্রিত বিষ প্রশমিত হবে কি না; হলেই মঙ্গল। সবার জন্যই মঙ্গল। মরুভূমিতে যে-কোন পানির উৎস হচ্ছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিস, যে-কারও এর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

চ্যাপ্টা পাথরের সাহায্যে ওঅটর হোলের পানিশূন্য তলা খুঁচিয়ে চলল ও, কাদার বড়সড় চাঙড় তুলে ফেলছে। ভিতর থেকে চুইয়ে পানি উঠতে শুরু করল, একসময় বড় হয়ে গেল প্রবাহটা। মাটির যে-চেরা দিয়ে পানি উঠছে, ওটা বড় করে ফেলল জন। আগুনের কাছে এসে অবশিষ্ট খাবারের দিকে মনোযোগ দিল, শেষে আয়েশ ভরে পানি পান করল।

গর্তে ধীরে ধীরে পানি জমা হচ্ছে। রাতের মধ্যে ভরে যাবে পুরোটা। রাতটা বিশ্রামের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। সকালে ঝরঝরে শরীরে যাত্রা করতে পারবে।

তিনদিন পর পরিচিত র‍্যাঞ্চ থেকে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করল জন ক্যালকিন। স্যাডলের স্ক্যাবার্ডে রয়েছে উইনচেস্টার, আর কোমরের বেল্টের নীচে গোঁজা রয়েছে একটা বহুল ব্যবহৃত হতশ্রী চেহারার কোল্ট। তবে চেহারা যতই খারাপ হোক, জিনিসটার কার্যকারিতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই জনের মনে।

র‍্যাঞ্চে ওর পরিচিতরা চেয়েছিল আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিক ও, জোরাজুরিও করেছিল, কিন্তু একটা দিনও নষ্ট করতে নারাজ জন। ওর সোনা নিয়ে ভেগে গেছে জ্যাকসন আর বেন্টন, মরার জন্য ওকে ফেলে এসেছিল মরুভূমিতে; তবে এও ঠিক যে প্রতিশোধের ইচ্ছা নিয়ে ফের মরুভূমিতে প্রবেশ করেনি ও। কিংবা ওর দুর্ভোগের দায় দুই চোরের উপরও চাপাতে পারছে না, যদিও স্বেচ্ছায় ক্যাম্পে তাদের জায়গা দিয়েছিল জন। ওরা যখন এসেছিল, ক্ষুৎপিপাসায় প্রায় অর্ধমৃত ছিল। যে অবর্ণনীয় কষ্ট করতে হয়েছে ওকে, মেনে নিয়েছে জন, মরুভূমিতে জীবনযাত্রার একটা অংশ বলে ধরে নিয়েছে। তবে সোনার ব্যাপারে ছাড় দিতে নারাজ ও। ওসব ফেরত চাই ওর।

জন ক্যালকিন দীর্ঘদেহী, সুঠামদেহী যুবক। কঠিন জীবনে অভ্যস্ত। মরু ও পাহাড়ী অঞ্চলে বহু বছর কেটেছে বলে দৃঢ় প্রত্যয়,

কষ্টসহিষ্ণুতা আর দুর্জয় মানসিকতা তৈরি হয়েছে ওর মধ্যে; তবে ভিতরের কোমল মনটাও নষ্ট হয়ে যায়নি। তাই বলে দয়া দেখাতে নারাজ জন। যার যা প্রাপ্য, সেটা পেতেই হবে। নিজের কষ্টার্জিত টাকায় অন্য কেউ ফুর্তি করবে, মেনে নেওয়াকে স্রেফ কাপুরুষত্ব মনে করে ও।

জ্যাকসন বা বেন্টনের পরিকল্পনা অনায়াসে অনুমান করতে পারছে জন। সরাসরি টুকসনে যাবে ওরা।

যথেষ্ট দূরত্ব। তবে হুইস্কি আর মেয়েমানুষ আছে ওখানে। তা ছাড়া, মরু অঞ্চল হলেও ওখানকার খাবারের মান বেশ ভাল।

রৌদ্রোজ্জ্বল এক সকালে ক্লান্ত চেহারার বাকস্কিনে চড়ে টুকসনে প্রবেশ করল জন ক্যালকিন। কয়েকটা শ্যাক ছাড়িয়ে মূল রাস্তা ধরে এগোল ও, ঝগড়াটে কুকুরের দল কিছুক্ষণ খেঁকিয়েছে ওর উদ্দেশে, কিন্তু অপরপক্ষের অনীহা টের পেয়ে ক্ষান্ত দিয়েছে উৎসাহে। শ্যাকের ধারে-কাছে খেলছে প্রায় নগ্ন কয়েকটা মেক্সিকান বাচ্চা, পুরুষদের বেশিরভাগই নিরানন্দ ও নিস্পৃহ চেহারায় একনজর দেখল ওকে, ধরে নিয়েছে আরও একজন ভবঘুরে এল শহরে। ছয় ফুট দীর্ঘ ছিপছিপে দেহ, পঁচিশ ছুঁইছুঁই করছে বয়স, রোদপোড়া চামড়া; পোশাকও মামুলি–সাধারণ ট্রাউজার, বাকস্কিন জ্যাকেট, জীর্ণ নিচু ব্রিমের হ্যাট। কোনটাই কারও চোখ কাড়ার মত নয়।

শূ ফ্লাই রেস্তোরাঁর সামনে এসে স্যাডল ছাড়ল জন, টাই রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভিতরে ঢুকে পড়ল। পরিচ্ছন্ন বিশাল কামরা, পাইনের টেবিলে সুদৃশ্য টেবিলক্লথ বিছানো। এ-ধরনের রেস্তোরাঁয় বছরে বড়জোর দু'বার বসার সুযোগ হয় ওর, তবে এ-মুহূর্তে খাওয়াটাই বড় ব্যাপার, কোথায় খাচ্ছে সেটা বড় কিছু নয়।

ফরমাশ দিল না ও, কারণ এখানে ফরমাশ দেওয়ার নিয়ম নেই। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাবার পরিবেশন করা হয়। আজকের মেন্যুতে রয়েছে গরুর মাংস, ফ্রিয়ল, টম্যাটো, খেজুরের স্টু (ইদানীং ট্রেনে বেশ কয়েকবার রেইড করেছে অ্যাপাচিরা, তাই হার্মোসিলো

থেকে তাজা ফলের যোগান পাওয়া গেছে) এবং কফি। কফি আর স্টু ছাড়া সবকিছুতে বাড়তি মরিচ যোগ করা হয়েছে। আরও একটা জিনিস অবশিষ্ট আছে এখনও–সীমান্তের ওপারে টা জুয়ানা র‍্যাঞ্চে উৎপাদিত মধু।

খাবারে মনোযোগ দিল জন, তবে কান সজাগ রেখেছে। সারা কামরায় লোকজন গিজগিজ করছে, খাবারের সময় বরাবর তা-ই হয়, প্রায় সবাই কথা বলছে। টেবিল পরিষ্কার করতে আসা কমবয়সী একটা ছেলের দিকে ফিরল জন, জানতে চাইল এলাকায় প্রসপেক্টিং করতে গিয়ে কেউ সাফল্য পেয়েছে কি না। মাথা নাড়ল ছেলেটা, এ-ধরনের কোন খবর তার জানা নেই; কিন্তু পাশের টেবিলের এক লোক চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে, কাঁটাচামচ থেমে গেছে তার।

'কনগ্রেস হলে এক লোককে দেখলাম সোনার গুঁড়ো দিয়ে হুইস্কির দাম মেটাচ্ছে,' বলল সে। 'লোকটা নিজেই বলল গিলা ক্রসিঙে নাকি ক্লেইম করেছে ও।'

'ব্লন্ড চুলের বিশালদেহী?' জানতে চাইল বারের প্রান্ত থেকে এক লোক। 'দেখেছি ওকে। চেনা চেনা লাগল। সান্তা ফেয় ওর মত একজনকে ঘোড়া চুরির জন্য ধাওয়া করেছিলাম আমরা। ধরতে পারিনি।'

কাঁটাচামচ দিয়ে মাংসের শেষ টুকরো তুলে নিয়ে মুখে পুরল জন, চিন্তিত মনে চিবাল। থালা থেকে এক টুকরো পাউরুটি তুলে নিয়ে মুখে পুরল এরপর। কফি গিলে টেবিলে খাবারের দাম রেখে উঠে দাঁড়াল ও।

বর্ণনাটা মিলে যায় হার্ভে বেন্টনের সঙ্গে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল জন। বাইরের উজ্জ্বল রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। থেমে চোখ সইয়ে নিল ও, তারপর সাইডওঅক ধরে এগোল কনগ্রেস হলের দিকে।

সেলুনের পোর্চে উঠে এসে পিস্তলটা পরখ করল, সুবিধাজনক

অবস্থানে নিয়ে এল ওটাকে, তারপর ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে পা রাখল। চট করে দরজা থেকে একপাশে সরে গেল ও। দুপুর বলে তেমন ভিড় নেই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লোকজন। একটা টেবিলে খেলা চলছে, খেলোয়াড়দের চেহারা দেখে বোঝা গেল রাত থেকে চলছে। বারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। এদের একজন বিশালদেহী, মাথায় স্টোভপাইপ হ্যাট, পরনে কালো কোট। তাকে চেনে জন। জো ম্যাটক্লাফ। সাবেক টাউন মার্শাল, এখন অবশ্য ডাকবিভাগের ইন্সপেক্টর, তবে পিস্তলে ওর জুড়ি খুব কমই আছে এখানে।

চারপাশে নজর চালাল জন। ব্রায়ান জ্যাকসনের চিহ্নও নেই তবে হার্ভে বেন্টনের সোনালি-চুলো মাথাটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। পোকার খেলছে সে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো জিতছে।

বারে, ম্যাটক্লাফের পাশে এসে দাঁড়াল জন। ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিল, মাথা নেড়ে সাবেক ল-ম্যানের দিকে ইশারা করল। 'জো-র জন্যও এনো একটা।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ম্যাটক্লাফ।

'শিগ্‌গিরই কিছু গোলাগুলি হতে পারে এখানে,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'তুমি এর বাইরে। কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়, তাই আগেই বলে রাখছি তোমাকে।' মাথা সামান্য নেড়ে বেন্টনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'বন্ধুকে নিয়ে আমার ক্যাম্পে এসেছিল ওরা। মরে মরে ছিল অবস্থা। পানি আর খাবার দিলাম ওদের। দ্বিতীয় দিন আমাকে কব্জা করে ফেলল ওরা, বেঁধে রেখে আমার সমস্ত জিনিস নিয়ে কেটে পড়ল। তিন থলে সোনার গুঁড়োর কথা নাই-বা বললাম, এক ফোঁটা পানিও রেখে আসেনি।'

'সোনার গুঁড়ো দেখেছি ওর কাছে। তখনই সন্দেহ হয়েছিল, কারণ ওকে মাইনার বলে মনে হয়নি আমার।' ঘাড়ের উপর দিয়ে পোকার টেবিলের দিকে তাকাল জো ম্যাটক্লাফ। 'তুমি বরং এই দান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। চারটে বিবি আছে ওর হাতে।'

ড্রিঙ্কের গ্লাস তুলল জন, কৃতজ্ঞতা এবং অনুমোদনের ভঙ্গিতে নড করল সাবেক ল-ম্যান। নীরবে চুমুক দিল ওরা।

বারের একপ্রান্তে চলে এল জন। দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষায় রইল, খেলা দেখছে। ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন ওর চাহনি। চার বিবি নিয়ে জিতে গেল হার্ভে বেন্টন, টেবিলের উপর স্তূপীকৃত সব টাকা নিজের দিকে টেনে নিতে উদ্যত হলো।

তখনই চোখ তুলতে জনকে দেখতে পেল।

নড়তে গিয়েও জায়গায় জমে গেল সে। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে, মুখটা অসুস্থ মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

অন্য এক খেলোয়াড় বেন্টনের মুখের পরিবর্তন খেয়াল করেছে, ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল সে, আঁচ করতে পারল ঝামেলা হতে পারে। খুব সতর্কতার সঙ্গে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে, সরে গেল একপাশে। একে একে তাকে অনুসরণ করল অন্যরা।

'আমার টাকায় ওই টাকা জিতেছ তুমি বেন্টন,' বলল জন। 'সুতরাং টাকাটা যেখানে আছে, ওখানেই রেখে দাও। এই টাকা তোমার না নেওয়াই ভাল।'

পলকে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল হার্ভে বেন্টন। বিশাল হাত দুটো চেয়ারের হাতলের উপর পড়ে আছে শিথিলভাবে, পিস্তল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। এক খেলোয়াড় কী যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু জো ম্যাটক্লাফ নিরস্ত করল তাকে। 'এটা ওর একার শো,' শীতল দৃষ্টিতে লোকটাকে বিদ্ধ করল ইন্সপেক্টর। 'এই ভদ্রলোক আসলে চোর।'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজাল বেন্টন। 'দেখো, আমি...

'তোমাকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার,' তার মুখের কথা কেড়ে নিল জন, আলাপী সুরে বলে গেল: 'কিংবা জ্যাকসনকেও খুন করতে চাই না। আমার আউটফিট আর সোনা নিয়ে কেটে পড়েছ তোমরা, আমাকে ফেলে এসেছ মরার জন্য। যাক্‌গে, সোনা এবং

আউটফিট হলেই চলবে। আর কিছু চাই না। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াও, তারপর সবক'টা পকেট খালি করো।'

টেবিলের উপর পড়ে থাকা টাকার দিকে তাকাল বেন্টন, তারপর জনের দিকে। আচমকা কঠিন হয়ে গেল চোয়াল, জ্বলে উঠল চোখজোড়া। চাহনিটা কুৎসিত। উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো সে। 'নিকুচি করি তোমার...!' পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

ততক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্রায়ান জ্যাকসন, কেউ দেখেনি তাকে। চোখের পলকে ড্র করল সে, গুলিও করল সঙ্গে সঙ্গে। হাতের চাপড়ে পিস্তলের হ্যামার টানল জন, ওই মুহূর্তে পিছন থেকে ওকে আঘাত করল বুলেট। কেঁপে উঠল ওর দেহ, দুলে উঠল বার দুয়েক, তারপর ভূপতিত হলো মেঝেয়।

উঠে দাঁড়িয়েছে হার্ভে বেন্টন, হাতে পিস্তল, তবে একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি ওটা থেকে। জনের দিকে তাকাল সে। পুরো কামরার সবাইকে পিস্তলে কাভার করে রেখেছে জ্যাকসন। অসমাপ্ত কাজটা এবার শেষ করতেই হয়, সক্ষোভে ভাবল বেন্টন, পড়ে থাকা মানুষটার দিকে পিস্তল তুলল।

'ওই কাজটা কোরো না,' বলে উঠল জো ম্যাটক্লাফ। 'নইলে এই রুমের প্রতিটি লোককে খুন করতে হবে তোমার।'

দৃষ্টি সরিয়ে তার দিকে তাকাল বেন্টন, দ্বিধা ফুটে উঠল চাহনিতে।

'বোকামি কোরো না,' পরামর্শ দিল ব্রায়ান জ্যাকসন। 'সব টাকা তুলে নাও। এই শহরে আর থাকছি না আমরা।'

মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে জিতে গেল জন ক্যালকিন। ভিয়েনিজ এক ডাক্তারের আন্তরিক চিকিৎসার পরও পুরো দুই সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকতে হলো ওকে। আর ঠিক একমাস পর ঘোড়ার পিঠে চড়ার মত সুস্থ হলো।

স্টেবলের সামনে বাকস্কিনে স্যাডল পরাচ্ছে জন। পাশে

দাঁড়িয়ে আছে জো ম্যাটক্লাফ। 'পরেরবার কথা বলতে যেয়ো না ওদের সঙ্গে,' উপদেশ দিল সে। 'আগে গুলি করার পর প্রশ্ন কোরো।'

হাসায়েম্পায় পৌঁছার পর জ্যাকসন আর বেন্টনের ট্রেইল খুঁজে পেল জন, ওখান থেকে দু'দিন পর ডেট ক্রীকে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছল। ওর বর্ণনা শুনে মাথা ঝাঁকাল ফিফথ ক্যাভালরির ক্যাপ্টেন হার্লে, বলল: 'এখানে এসেছিল ওরা। ব্যাটাদের চেহারা দেখে ভাল লাগল না, তাই চলে যেতে বললাম। ক্যাম্প গ্রান্টের কাছাকাছি অ্যাপাচিদের কাছে লিকার বেচত বলে বদনাম আছে জ্যাকসনের। ওদের মত লোক কাছাকাছি থাকা একেবারে না-পছন্দ আমার।'

বাকস্কিনের সঙ্গে একটা জেব্রা ডান মাসট্যাঙ বদল করে নতুন উদ্যমে ট্রেইলে উঠে এল জন।

ড্রিপিং স্প্রিং-এ থেমে স্যাডল ছাড়ল ও। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল উৎফুল্ল হোসে মোরালেস। একসময় নিউ মেক্সিকোয় রাইড করেছিল ওরা। জনের প্রশ্নের জবাবে নড করল সে। 'দুই সপ্তাহ আগে দেখেছি ওদের,' বলল মোরালেস। 'পাত্তা দেইনি। সাদা একটা বে ঘোড়ায় রাইড করছিল বিশাল লোকটা। অন্যজনের ছিল অ্যাপালুসা। ওটার ঘাড়ের কাছে সাদা ছোপ ছিল। প্রেসকটের দিকে গেছে ওরা।'

কেবিনে ঢুকে ঠাণ্ডা বীয়ার পান করল দুই পুরানো বন্ধু।

'অ্যাপাচিদের ব্যাপারে সাবধান থেকো,' বিদায়ের সময় ওকে সতর্ক করল মেক্সিকান। 'মহা শয়তান ওরা। কখন যে হামলা করবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ-পর্যন্ত সাতাশজন হতভাগাকে এখানে কবর দিয়েছি আমি।'

এগিয়ে চলল জন, ঘোড়ার দম অটুট রাখতে হালকা চালে ছুটছে। চলার পথে ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির কোন নমুনা চোখে পড়ল না ওর।

প্রেসকটে এসে জানল এখানে হপ্তা খানেকের বেশি ছিল জ্যাকসনরা। তারপর পশ্চিমে রওনা দিয়েছে। যেখানেই গেল, সবাই ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে সতর্ক করল ওকে। জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে হিংস্র অ্যাপাচিরা, হুয়ালাপাই আর মোহাভেরাও রেইড করার সুযোগ পেলে ছাড়ছে না। চারদিকে গুজব, শিগ্‌গিরই ডেট ক্রীক ক্যাম্পে হামলা করবে ইন্ডিয়ানরা।

পশ্চিম সম্পর্কে বেন্টন বা জ্যাকসন, কারও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নেই, জানে জন। লুটপাটের আগে, ক্যাম্পে পুরো একটা দিন দু'জনকে দেখেছে ও। মিসৌরি থেকে পশ্চিমে এসেছে ওরা। কঠিন, বিপজ্জনক ও বেপরোয়া মানুষ। কিন্তু পোড়খাওয়া বা বিচক্ষণ নয়।

প্রেসকট ছেড়ে আসার দু'দিন পর ট্রেইলে দুটো ইন্ডিয়ান পনি দেখতে পেল জন। নির্মমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ওগুলোকে, তাজা ঘোড়া পাওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পনি দুটোকে ধরে সঙ্গে নিয়ে চলল ও। মাথায় একটা পরিকল্পনা গজিয়েছে।

তৃতীয় দিন দুই আউটলকে স্পট করতে সক্ষম হলো। ইচ্ছে করেই ধুলো ওড়াল ও, ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে বামদিকে ধুলোর মেঘ তৈরি করল। রাতে জেব্রা ডানের বদলে একটা পনিতে চাপল, অন্যটাকে নিয়ে এগিয়ে চলল জ্যাকসনদের ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্প ছাড়িয়ে ট্রেইল ধরে এগিয়ে গেল ও, তারপর দারুণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে ট্রেইলের চার জায়গায় আড়াআড়ি ট্র্যাক তৈরি করল।

শেষে সন্তর্পণে, নিঃশব্দে ক্যাম্পের দিকে এগোল ও। ছোট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বেন্টন, কাছাকাছি বসে আছে জ্যাকসন। ইন্ডিয়ানদের মত নিরলস ধৈর্য ধরে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল জন, শেষ পর্যন্ত সুযোগ এল। পা টিপে টিপে এগোল ক্যাম্পের দিকে, একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ঝিমাচ্ছে জ্যাকসন। কোনদিকে খেয়াল নেই।

একটা জুনিপারের ডালের সঙ্গে পানির তিনটা ক্যান্টিন ঝুলিয়ে রেখেছে ওরা। রাইফেল সামনে নিয়ে এল জন, দারুণ সতর্কতার

সঙ্গে ক্যান্টিনের দড়ির ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল রাইফেলের মাজল। তারপর নিঃশব্দে সরিয়ে আনল ওটা। ইচ্ছে করলে তিনটাই হাতে পেতে পারে, কিন্তু একটাতে সন্তুষ্ট ও। পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল, তারপর ইচ্ছে করেই ছোট্ট একটা নুড়িপাথরে লাথি হাঁকাল। ফিরে তাকাতে দেখল, চমকে উঠে দাঁড়িয়েছে ব্রায়ান জ্যাকসন, দ্রুত সরে গেল আগুনের কাছ থেকে।

পরিকল্পনার প্রথম ধাপ এটা।

সকালে দূর থেকে ওদের ক্যাম্প গুটিয়ে যাত্রা করতে দেখল জন, প্রথম সারি ট্র্যাকের কাছে পৌঁছে শঙ্কিত হয়ে উঠল দুই আউটল। নালহীন ঘোড়ার ছাপ মানেই ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতি, ধারণাটা যে-কারও হতে পারে। বিশ্বাসটার উপযুক্ত কারণও রয়েছে। মাঝে মধ্যে নালঅলা ঘোড়ায় চড়ে ইন্ডিয়ানরা, কিংবা সাদা সেটলারদের ঘোড়াও চুরি করে, কিন্তু সাদা মানুষ কখনোই নালহীন ঘোড়ায় চড়ে না।

দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে ঘোড়ার তাজা ট্র্যাক। মনে যাই থাকুক, ট্র্যাক দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত বদলে উত্তরে এগিয়ে চলল জ্যাকসনরা। সামনে কী ধরনের এলাকা রয়েছে জানে জন, সন্তুষ্ট বোধ করল।

পরবর্তী চার রাতে ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি গেল জন, অন্তত দু'বার এমন শব্দ করল যাতে ভড়কে যায় দুই আউটল। প্রতিবার সামনের ট্রেইল আর ক্যাম্পের ধারে-কাছে পনির ট্র্যাক রেখে এল। অদৃশ্য ইন্ডিয়ানদের এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টায় লাগাতার উত্তরে এগিয়ে চলেছে ওরা।

মনে শঙ্কা ওদের; অনুমান করেছে কাছাকাছি রয়েছে ইন্ডিয়ানরা। সঙ্গে মাত্র একটা ক্যান্টিন রয়েছে এখন। একটা রাতও শান্তিতে কাটানোর উপায় নেই। প্রায় সারাক্ষণই সজাগ থাকতে হচ্ছে। যদি ঘুমায়ও, ভূতুড়ে শব্দে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। স্নায়ুর উপর চাপ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। একসময় দেখা গেল এ-নিয়ে প্রায়ই তর্ক

করছে ওরা, ক্যাম্পের কাছাকাছি ব্লাফ বা পাথরের পিছন থেকে অন্তত দু'বার দু'জনকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে শুনতে পেয়েছে জন।

পরদিন সকালে, দু'জনের আগে ট্রেইলের এক জায়গায় আগুন জ্বালাল জন। এটা একটা সঙ্কেত। কম্বল দিয়ে ধোঁয়া আটকে রেখে ইচ্ছেমত ছেড়ে ইন্ডিয়ানদের মত অবিকল সঙ্কেত দিতে শুরু করল; তারপর দক্ষিণে কয়েক মাইল সরে এসে একইভাবে স্মোক সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল।

দুই আউটল এখন এরেনবার্গের বেশ উত্তরে, হার্ডিভিল ওদের গন্তব্য। সন্ধ্যার সময় আরও দুই জায়গায় স্মোক সিগন্যাল তৈরি করল জন, শেষে সন্তর্পণে এগোল ওদের ক্যাম্পের দিকে।

ওজন হারিয়েছে হার্ভে বেন্টন, গর্তে বসে গেছে চোখ। খিটখিটে হয়ে গেছে জ্যাকসন, যে-কোন কথায় খেপে যাচ্ছে। কফি তৈরি করার জন্য ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল ওরা, অপেক্ষায় থাকল জন। কফির পানি ফুটছে, এসময় রাইফেল নিয়ে তৈরি হয়ে গেল ও।

জ্যাকসন পটের দিকে হাত বাড়িয়েছে, তখনই গুলি করল। পরপর তিনবার, দ্রুত। প্রথম শটে আগুন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কয়লার স্ফুলিঙ্গ, দ্বিতীয় গুলিতে ফুটো হয়ে গেল কফিপট। পাত্রের একপাশ থেকে পানি বেরিয়ে এসে আগুনে পড়তে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে, দেখল জন। জ্যাকসন যে-গাছের গুঁড়িতে বসে আছে, তৃতীয় গুলি বিঁধল ওটায়।

ভৌতিক নীরবতা নেমে এল। গোলাগুলির কারণে থমকে গেছে দুই আউটল, নড়ার সাহস পাচ্ছে না। কারও কাছাকাছি রাইফেল নেই। একটু পাশে সরে এল জন, দু'জনের উপর নজর রাখল—পুরোপুরি শিথিল এবং আয়েশী ভঙ্গিতে। এদের কারণে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে ওকে, এবং এখন সোনা পুনরুদ্ধার করবে। সেটা করতে, সম্ভব হলে খুনোখুনি এড়িয়ে যেতে ইচ্ছুক।

যদিও ওকে খুন করার পাকা পরিকল্পনা করেছিল ওরা, জো

ম্যাটক্লাফ আর সেলুনে উপস্থিত লোকজনের কারণেই বেঁচে গেছে জন। করুণা নয়, বরং দুই চোরের সম্ভাব্য পরিণতির কারণেই সতর্ক করেছিল সাবেক ল-ম্যান। ঠিকই করেছে সে। জনকে খুন করলে হয়তো ওই সেলুনেই খুন হয়ে যেত জ্যাকসন আর বেন্টন।

তবে এসব গ্রাহ্য করছে না জন। সোনার জন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে ওর, বেগার খেটেছে। পোকারে যা-ই জিতুক ওরা, পকেটে ওর টাকা ছিল বলেই জিতেছে। দুর্ভোগ বা এই দীর্ঘ ধাওয়ার ধকল হিসাবে টাকাগুলো ওর প্রাপ্য বটে।

গম্ভীর, মেঘে ভারী আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠল। বাতাস ভেজা। বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যাম্প গুটাচ্ছে দুই আউটল, ধীর গতিতে–নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন। তিক্ত, দুর্বিষহ মানসিক ধকলের মধ্যে রাতটা কেটেছে ওদের। সারারাতে এক সেকেন্ডের জন্যও বেডরোলের কাছে যেতে পারেনি কেউ।

সেদিন দু'বার দূর থেকে ওদের উদ্দেশে গুলি করল জন। ইচ্ছে করেই মিস্ করল। মাথার উপর দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা। জ্যাকসন আর বেন্টনকে ভড়কে দেওয়ার শেষ পালা এটা।

দু'বার ক্যান্টিনের পানি নিয়ে ওদের তর্ক করতে শুনতে পেল জন। একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। জানে যে সোনার গুঁড়ো সঙ্গে রেখেছে ওরা, আপসে ওগুলো পুনরুদ্ধার করতে পারবে না; তবে ভিন্নভাবেও নেওয়া যেতে পারে।

সেদিন রাতে ওদের একটা ঘোড়া চুরি করল জন।

ভোরে, নির্বিঘ্ন ও নিরবিচ্ছিন্ন ঘুমে রাত কাটানোর পর জেগে উঠল ও। সব ঘোড়া ক্যাম্পের লাগোয়া পাথরের স্তূপের আড়ালে নিয়ে এল, তারপর বড়সড় একটা পাথরের উপর উঠে এল জ্যাকসনদের ক্যাম্প জরিপ করার জন্য।

ইতোমধ্যে তর্ক শুরু হয়ে গেছে। একটা ক্যান্টিন, একটা ঘোড়া আর ত্রিশ পাউন্ড সোনা; কিন্তু মানুষ দু'জন।

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল জন। একটু পর কী ঘটবে,

এখনই বলে দিতে পারে। গত কয়েকদিন আতঙ্ক আর শঙ্কায় নির্ঘুম কেটেছে ওদের, অদৃশ্য শত্রু বারবার হামলা চালিয়েছে, ক্যাম্পের এটা-সেটা চুরি করেছে, যাত্রার ধকল তো ছিলই, তার উপর ছিল পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস; এবং একা সব সোনার মালিক হওয়ার লোভ–সব মিলিয়ে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ওরা। এবার মুখোমুখি হওয়ার পালা। ফয়সালা করে নিতে হবে কে হবে ঘোড়া বা সোনার মালিক। এখান থেকে পালাতে সক্ষম হওয়া মানেই চূড়ান্ত সাফল্য। সেটা একজনের হবে। মাত্র একজন পৌঁছবে গন্তব্যে।

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে হার্ভে বেন্টন। সোনার থলে তুলে নিয়ে স্যাডলের পিছনে বাঁধতে শুরু করল, মনে হলো কাজটা করতে কষ্ট হচ্ছে, একটু বেশিই লাগছে সময়। ধাপ্পাটা ধরতে ব্যর্থ হলো জ্যাকসন, সঙ্গীর ছায়া দেখে বাজি ধরেছে, ঝটিতি হোলস্টারে ছোবল মারল সে।

ঘুরেই গুলি করল বেন্টন।

টলে উঠল জ্যাকসন, এক পা পিছিয়ে এল; তারপর উন্মাদের মত তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কী যেন। কথাগুলো পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। চার হাত-পার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল সে। দোস্তের করুণ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় নেই বেন্টন, লাফিয়ে স্যাডলে চড়ল, তুফান বেগে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটা।

ওভাবেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকল জ্যাকসন।

আয়েশ ভরে সিগারেটে টান দিল জন, বেন্টনকে চলে যেতে দেখল, উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছে। স্মিত হেসে উঠে দাঁড়াল ও, ঘোড়ার কাছে চলে এল। বাকস্কিনে চড়ে অন্য তিনটাকে লীড করে জ্যাকসনের কাছে এল।

মরেনি সে, কর্কশ স্বরে নিঃশ্বাস ফেলছে।

দ্রুত সক্রিয় হলো জন। সেডারের ছায়ায় নিয়ে এল জ্যাকসনকে, শার্ট ছিঁড়ে জখমটা দেখল। কোমরের হাড়ের একটু

উপরে বিঁধেছে গুলিটা। গুলির ধাক্কায় পড়ে গেছে সে, এবং কিছু সময়ের জন্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে। মাংসে গভীর গর্ত তৈরি করেছে বুলেট, সমানে উগ্‌রে দিচ্ছে তাজা রক্ত।

পানি গরম করে জখমটা পরিষ্কার করল জন। ক্রিয়োসোট ঝোপের পাতা দিয়ে একটা পুলটিশ তৈরি করে জখমে বসিয়ে দিল। অ্যান্টিসেপটিক হিসাবে কাজ করবে ওটা। শেষে ব্যান্ডেজ করল।

জ্ঞান ফিরে পেল জ্যাকসন, পলকহীন চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। 'তুমি···ভুল দেখছি না তো?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছ।'

'আমরা তো মনে করেছিলাম তোমাকে খসিয়ে দিতে পেরেছি।'

'এত সহজ!'

'কেন এত কষ্ট করছ আমার জন্য?'

পিছিয়ে এসে বালির উপর বসে পড়ল জন। চুরি করা ঘোড়াটার দিকে ইশারা করে বলল, 'ওটা আর একটা ক্যান্টিন রেখে যাচ্ছি তোমার জন্য। একটু চাঙা হলে চলে যাবে এখান থেকে। ফের যদি দেখি তোমাকে, খুন করে ফেলব।'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল জন। পিছন থেকে ওকে দেখছে জ্যাকসন, এক কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার প্রয়াস পেল, সফলও হলো। 'একটা অস্ত্র দেবে না আমাকে?'

'না।'

'ইনজুনরা খুন করে ফেলবে আমাকে!'

স্মিত হাসল জন। 'ভাগ্যটা হয়তো ভালও হতে পারে তোমার।'

বেন্টনের ট্রেইল ধরে এগোল ও। স্রেফ হাঁটছে ঘোড়াটা। তাড়া বোধ করছে না জন। সামনে কলোরাডো ক্যানিয়ন। শিগ্‌গিরই থামতে বাধ্য হবে বেন্টন। জীবনে বহু সময় মরুভূমিতে কাটিয়েছে জন। নিষ্ঠুর মরু শিক্ষাও দেয়, যার প্রথমটাই হচ্ছে ধৈর্য ধরতে জানা। যেটা নেই বেন্টনের। পালাতে পারবে না সে।

গত কয়েকদিনে জনের তৎপরতা আর স্মোক সিগন্যালের

কারণে ক্রমে উত্তরে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে দুই আউটল। সামনে গন্তব্যহীন অঞ্চল, বক্স ক্যানিয়নের সঙ্গে তুলনা করা চলে; বেরোনোর উপায় একটাই–ফিরতি পথ। ব্যাপারটা জানা নেই হার্ভে বেন্টনের। অযথা পথের হদিশ খুঁজে হয়রান হয়ে যাবে সে।

তপ্ত রোদ্দুরে এক দুপুরে ধাওয়ার পালা শেষ হলো। মাথার উপর সূর্য যেন আগুন ঢালছে বালিময় মরুতে, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে, এক ফোঁটা বাতাস নেই। কাছাকাছি পাথর আর সেডার ভরা পাহাড়ের কিনারায় ঠিকরে পড়ছে রোদ। এমনকী শকুনও নেই আকাশে, ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে ওরা, মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, গরম বাতাসে ফুলে উঠছে পাঁজর।

দুনিয়ার আতঙ্ক পেয়ে বসেছে হার্ভে বেন্টনকে। এ-পর্যন্ত যেদিকেই গেছে, আকাশচুম্বী গ্র্যানিটের দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পথে। ক্রমে উঠে এসেছে উঁচু থেকে উঁচুতে। ক্যানিয়নের তলায় পানি দেখতে পেয়েছে, কিন্তু বহু নীচে। এত নীচে নামা সম্ভব হবে না। ক্যান্টিনে বোধহয় আর কয়েক ফোঁটা পানি আছে। ঘোড়াটার অবস্থা আরও খারাপ। ক্লান্ত, পর্যুদস্ত, যে-কোন সময়ে হয়তো পড়ে যাবে ওটা। আর উঠবে না।

স্যাডল ছেড়ে মাটিতে নামল সে, শক্ত পাথুরে জমিনে পা রাখল। তারপর রিজের কিনারে এসে নীচে বিশাল ক্যানিয়নের দিকে তাকাল।

ফাঁদে আটকা পড়েছে…সাতবার নতুন পথ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু প্রতিবার ক্লিফে এসে শেষ হয়েছে পথ। সাতবারের চেষ্টা সাতবারই বিফলে গেছে। বুঝে গেছে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঘুরে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। এতক্ষণ যেন ওর অগোচরে পড়ে যেতে লজ্জা পাচ্ছিল ওটা, হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল হঠাৎ, তারপর একপাশে গড়ান খেল। প্রচণ্ড রাগে খিস্তি করল বেন্টন, সরোষে লাথি হাঁকাল ঘোড়ার পাঁজরে। কিন্তু উঠল না ওটা। উঠতে পারবেও না।

ঘোড়ার আশা বাদ দিয়ে বরং সব সোনা নিয়ে ক্লিফ বেয়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তিক্ত মনে ভাবল হার্ভে বেন্টন। দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল সে, বাঁধন খুলে তুলে নিল সোনার থলেগুলো। রাইফেল তুলে নিতে গিয়েও আনমনে শ্রাগ করল, নিয়ে কী হবে? কোন কাজেই আসবে না ওটা। শুধু শুধু ওজন বাড়ানো হবে।

থলে তিনটা কাঁধের উপর চাপাল সে, হেঁটে ক্লিফের কিনারায় চলে এল। যে-জায়গায় এসেছে, ওখান থেকে নামার উপায় নেই, খাড়াভাবে নেমে গেছে পাথুরে দেয়াল। ঘুরে এগোল ও, পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন। তার বগলের নীচে একটা উইনচেস্টার।

কিছুই বলল না বেন্টন, বলতে পারল না। স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়। নীরব, নিথর, একাকী।

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজাল সে। ডান কাঁধে রয়েছে সোনার থলে। আড়চোখে রাইফেলের দিকে তাকাল, উঁহুঁ, অনেক দূরে আছে ওটা। তবে রাইফেল নেই তো কী হয়েছে? ভাবল সে, কিছুটা দূরত্ব বটে, কিন্তু পিস্তলে দিব্যি কাজ সারতে পারবে…

কোমরের কাছ থেকে গুলি করল জন। বেন্টনের হাত থেকে ছিটকে পড়ল সোনার থলে। এক পা এগিয়ে এল ও, ইতোমধ্যে ড্র করেছে আউটল। তাড়াহুড়োয় গুলি করল সে, নিশানা করার ঝামেলায় গেল না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা…

ফের গুলি করল জন। বাহুতে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল বেন্টন। এক পা পিছিয়ে গেল সে, আবার গুলি চালাল। কিন্তু এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, টার্গেট থেকে বেশ বাম দিকে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল সীসা।

রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল জন। পাথরকুচি এসে পড়ল বেন্টনের মুখে। ঝট করে পিছনে তাকাল সে, আতঙ্কের কারণে মুঠি থেকে আলগা হয়ে গেছে পিস্তল, গড়িয়ে ক্লিফের কিনারায় চলে গেল

ওটা, একটু পর একেবারে ক্যানিয়নের তলায় গিয়ে পড়ল।

বহু নীচে, পানিতে পিস্তলটা আছড়ে পড়ার শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল পাথুরে দেয়ালে।

কিছুই বলল না জন। রাইফেলের লিভার টেনে অপেক্ষায় থাকল। ফের এগিয়ে এল বেন্টন, পায়ের কাছে জনের পাঠানো বুলেট বালি চটকাতে আঁতকে পিছিয়ে গেল।

রিজের কিনারা···বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল জন, পরপর তিনবার। গুলির তুবড়িতে পাথরকুচির ফোয়ারা ছুটল বেন্টনের পায়ের কাছে, ওগুলোর আঘাতে ছড়ে গেল তার গাল। রিজের কিনারা বড়জোর আর ছয় ফুট দূরে!

'উঁহুঁ, লাফ দেব না আমি!' রাগে চেঁচাল হার্ভে বেন্টন। 'ভেবেছ লাফ দেব? কক্ষনো না!'

মিনিট খানেক অপেক্ষা করল জন, তারপর দ্রুত এগিয়ে এসে সোনার থলেগুলো তুলে নিল। কাজ শেষে পিছিয়ে গেল ও, থলে তিনটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে গুলি করল আবার। পয়েন্ট সেভেন থ্রি উইনচেস্টারে এগারোটা বুলেট রয়েছে এখনও।

বেন্টনের গালে চুমো দিয়ে চলে গেল গুলিটা, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত।

মৃত অ্যাপালুসার কাছে চলে গেল জন, স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। বাতাসে কয়েক চক্কর খেয়ে কিছুক্ষণ বাদে ক্যানিয়নের তলায় আছড়ে পড়ল ওটা।

এবার সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল হার্ভে বেন্টন। মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে মনে। কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। বিস্ফারিত চোখে, মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। সোনার থলে তুলে নিয়ে পিছিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল জন, স্যাডলের পিছনে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর জেব্রা ডানের স্যাডলে চাপল।

ইন্ডিয়ান একটা পনির লাগাম হাত থেকে ছেড়ে দিল ও, বলল:

'পারলে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে যেয়ো।' বলে ধীর গতিতে ফিরতি পথে এগোল ও।

ছুটে ওর পিছু নিল বেন্টন, সমানে চেঁচাচ্ছে। ফিরে তাকাল না জন্। হালকা চালে এগিয়ে চলেছে ও। মন জুড়ে রয়েছে টুকসন আর শূ ফ্লাই। এবার আয়েশ ভরে, তৃপ্তি সহকারে ওখানকার খাবার উপভোগ করবে। কিংবা হপ্তা খানেক ওখানে কাটিয়ে দিলেও হয়···বিশ্রাম দরকার।

এখন যথেষ্ট সময় আছে ওর হাতে।

রক্ষা

পাহাড়ী ঢাল ধরে রোয়ানটাকে চালনা করল ড্যান ফ্লোরেক। ঢালের নীচে কটনউডের ছায়ায় একটা ঝর্না রয়েছে। দুমড়ানো-মোচড়ানো-ধূসর হ্যাটটা চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করে নীচের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির দিকে তাকাল।

ঝর্নার কাছাকাছি সাদা-মুখো প্রায় চারশো গরু চরছে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে এক রাইডার। ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপেছে লোকটা। স্যাডলের উপর আড়াআড়ি একটা রাইফেল রয়েছে তার, সেকেন্ড কয়েক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ড্যানের দিকে, তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে দ্রুত এগিয়ে এল।

লোকটা সুঠামদেহী। চওড়া গর্দান। ঘাড়ে লালচে ঘন চুল লুটাচ্ছে, বোঝা যায় বহুদিন নাপিতের কাছে যাওয়া হয়নি। ছোট ছোট নীল চোখে সতর্ক চাহনি।

'তুমি আবার কে?' জানতে চাইল লোকটা, গলায় কর্তৃত্বের সুর। 'কোথায় যাচ্ছ, অ্যাঁ?'

রাশ টেনে রোয়ানটাকে থামাল ড্যান। লালচুলোর কর্কশ কণ্ঠে ত্যক্ত বোধ করছে, পাল্টা জবাবে কঠিন কিছু বলতে যাচ্ছিল, আচমকা ঝর্নার পাড়ে উইলো ঝোপের আড়ালে ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল, আলোয় সামান্য ঝিকিয়ে উঠল একটা রাইফেলের ব্যারেল। 'এদিক দিয়ে যাচ্ছি,' শেষে শান্ত স্বরে বলল ও। 'কেন?'

'কোন্ দিক থেকে এসেছ?' সন্দিহান দেখাচ্ছে রাইডারকে। 'এদিকে ধান্ধাবাজ লোকের অভাব নেই।'

স্মিত হাসল ড্যান। 'আমি কিন্তু ধান্ধাবাজ নই,' আমুদে কণ্ঠে বলল ও। 'অ্যারিজোনা থেকে এলাম। ভেবেছি উত্তরে এলে হয়তো ভাগ্য ফেরাতে পারব।'

'তুমি তা হলে স্যাডল ট্রাম্প?' হলুদ নোংরা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'কাজ খুঁজছ?'

'পছন্দ হলে করতেও পারি,' গরুর পালের উপর দৃষ্টি বুলাল ড্যান। 'এটা তোমাদের র‍্যাঞ্চ?'

'না। গরুর পাল নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি আমরা। ওয়াইওমিংয়ের ওদিক থেকে পালটা কিনেছে বস্। চাইলে কাজে লেগে যেতে পারো। চল্লিশ ডলার আর খাওয়া। শেষপর্যন্ত যদি থাকো, তা হলে বোনাস পাবে।'

'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল ড্যান। 'কতদূরে যাবে তোমরা?'

'ধরো, আরও একশো মাইল,' সামান্য ইতস্তত করল লোকটা। 'চলো, বসের সঙ্গে কথা বলবে। প্রয়োজনের তুলনায় লোক কম আমাদের, দু'একজন না হলে চলছে না।'

ঢাল ধরে কটনউড আর উইলোর সারির দিকে এগোল ওরা। চিন্তিত দৃষ্টিতে গরুর পালের দিকে তাকাল ড্যান। সব গরুই হৃষ্টপুষ্ট। ওয়াইওমিং এখান থেকে অনেক দূরের পথ, শেষ পঁচাত্তর মাইল তো রীতিমত নরক, পশ্চিমের সবচেয়ে ঊষর প্রান্তর, প্রায় মরুভূমি বলা চলে। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসার পর গরুগুলোর কাহিল দশা হওয়ার কথা। এটা ঠিক যে এই তৃণভূমিতে হয়তো কয়েকটা দিন আছে; বিশ্রাম, সতেজ ঘাস আর পর্যাপ্ত পানি পেয়েছে, কিন্তু তারপরও এত হৃষ্টপুষ্ট থাকার কথা নয়।

উইলোর আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দীর্ঘদেহী এক লোক। কালো পোশাক তার পরনে। এখন তার হাতে রাইফেল নেই, কিন্তু ড্যান একশো ভাগ নিশ্চিত যে এই লোকই

আড়ালে ছিল। রাসলার আর ইন্ডিয়ানরা র‍্যাঞ্চারদের কঠিন ও সতর্ক হতে বাধ্য করেছে, ভাবল ও।

'বস্,' বলল রেড। 'অ্যারিজোনার ওদিক থেকে এসেছে ও। ভবঘুরে। কাজ খুঁজছে। আমার মনে হয় ওকে কাজে লাগাতে পারব আমরা। সামনের চল্লিশ মাইল ইন্ডিয়ান এলাকা। লোক বেশি থাকলে আমাদেরই লাভ।'

কালো চোখ লোকটার, নির্লিপ্ত চাহনি, মুখ নির্বিকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ড্যানকে মাপল সে, এক হাতে আনমনে গোঁফের কোণ চুলকাল।

'আমার নাম মিশেল,' কিছুটা তীক্ষ্ণ তার কণ্ঠ। 'মার্ক মিশেল। হ্যাঁ, বাড়তি লোক হলে উপকার হবে আমাদের। কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'টেক্সাস থেকে,' বলল ড্যান। 'সান্তা ফে থেকে অ্যারিজোনা হয়ে এখানে এসেছি।' সরঞ্জাম বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল ও।

মিশেলকে মোটেও সুদর্শন বলা যাবে না। কঠিন, রুক্ষ চেহারা, চোখে সাপের মত ঠাণ্ডা চাহনি। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটের নীচে একটা পিস্তল বহন করছে সে।

'বেশ, রেড, ওকে কাজ বুঝিয়ে দাও,' লালচুলো কাউহ্যান্ডকে নির্দেশ দিল সে। 'অন্যদের মত একই শর্তে কাজ করবে ও, পরিষ্কার?'

'বুঝেছি,' সহাস্যে বলল রেড। 'হ্যাঁ, একই শর্তে।'

ঘুরে উইলোর আড়ালে হারিয়ে গেল মিশেল। একটু দূরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে, ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠে যাচ্ছে আকাশে।

ঘুরে ড্যানের দিকে ফিরল রেড। 'আমার নাম রেড টেরেল। কী নামে ডাকব তোমাকে?'

'ড্যান। ড্যান ফ্লোরেক। আচ্ছা, খাবার দেওয়া হবে কখন?'

'খিদে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'চলো। কাজ শুরু করার আগে বরং পেটকে শান্তি দেওয়া দরকার।' বলে উইলোর দিকে এগোল টেরেল।

অনুসরণ করল ড্যান, ভুরু কুঁচকে আছে ওর। কী যেন একটা ঘাপলা আছে এখানে, ঠিক মেলাতে পারছে না। এমন নয় যে সন্দেহবাতিক ও, বরং এটা ওর দ্বৈব অনুভূতি। জিনিসটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে, কিন্তু খুব কমই সফল হয়।

ঘাসের খোঁজে গরু সাধারণত চলার মধ্যে থাকে। সেক্ষেত্রে যেখানে ভাল ঘাস আছে, সেখানেই সরে যায় গরুর দল। কিন্তু এখানে তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই। মরুভূমির মত একটা জায়গা মাত্র পেরিয়ে এসেছে এরা, রেড টেরেলের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, এবং এখানে যে সতেজ ও সবুজ ঘাস রয়েছে, শত মাইলের মধ্যে এমন আর পাওয়া যাবে না। পানির অভাবও নেই। সেক্ষেত্রে অযথাই গরুর পালের কাছাকাছি থাকছে না রেড? মার্ক মিশেলেরও রাইফেল হাতে উইলোর আড়ালে থাকার প্রয়োজন পড়ে না।

কাছাকাছি ইন্ডিয়ান এলাকা রয়েছে, এটা সত্যি। এখান থেকে উত্তরে থাউজেন্ড স্প্রিং উপত্যকায় পিউতে যোদ্ধারা রেইড করছে বলে গুজব ছড়িয়েছে। ঘটনাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে দোষ দেওয়া যাবে না এদেরকে। সতর্ক থাকাই উচিত। বোধহয় অযথাই সন্দেহ করছে এদের।

আগুনের পাশে বসে ছিল দু'জন রাইডার। নতুন একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকাল তারা। একজন গাট্টাগোট্টা শরীরের, টাক মাথার লোক। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। অন্যজন তরুণ, চেহারায় ছেলেমানুষির ছাপ রয়ে গেছে এখনও। বন্ধুত্বপূর্ণ চাহনি তার চোখে, ড্যানের উদ্দেশে হাসল।

'এ হচ্ছে টাকু বেন বায়ার্ন,' পরিচয় করিয়ে দিল রেড

টেরেল। 'রান্না ছাড়াও রাতে পাহারা দেয়। আর ছেলেটার নাম টমাস হ্যালিগান। টম, বায়ার্ন, এ হচ্ছে ড্যান ফ্লোরেক।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল টেকো কূক, হাত থেকে প্রায় খসে পড়ল ফ্রাইং প্যানটা। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকে দেখল রেড আর টম। ধীরে ধীরে পাশ ফিরল কূক, চোখের কোণ দিয়ে দেখল ড্যানকে, মুখ নির্বিকার।

'হাউডি,' বলল সে, তারপর ঘুরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বগল ভরে বেশ কিছু কাঠ যোগাড় করে আনল টম, আগুনে যোগ করল কয়েকটা ডাল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে কূকের দিকে, কিন্তু নিজের কাজে ব্যস্ত টেকো লোকটা।

খাওয়া শেষে তাজা একটা ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল মিশেল, স্যাডলে চেপে ক্যাম্পের এক কিনারে চলে গেল সে। দ্রুত তাকে অনুসরণ করল রেড টেরেল, নিচু স্বরে আলাপ করল দু'জন; ওরা কেউই শুনতে পেল না। গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঢুলতে শুরু করেছে টম। এদিকে আগুনের দিকে তাকিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে টেকো কূক। মাঝে মধ্যে বস্ আর রেডের দিকে তাকাল সে, কিন্তু মুখ আগের মতই নির্বিকার থাকল, মনে মনে কী ভাবছে দেখে বোঝা গেল না।

বড়সড় একটা ডাল তুলে নিয়ে আগুনে যোগ করল সে, তারপর ড্যানের দিকে ফিরল। 'লিঙ্কন সিটি থেকে এসেছ তুমি?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে। 'এক ফ্লোরেককে চিনতাম। ছটফটে স্বভাবের মানুষ। ডেভিড শিয়ারের হয়ে রাইড করত।'

'হতে পারে,' মৃদু স্বরে বলল ড্যান। 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

পোড়খাওয়া দুই চোখে ওকে নিরীখ করল কূক। 'অ্যানিমাস থেকে। কার্লি বিলের সঙ্গে রাইড করেছি কিছুদিন, তবে এখন আর গরু চুরি করি না। ওদের সঙ্গে থেকে অযথা বদনাম কামিয়েছি।'

বসের সঙ্গে কথা শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে এল রেড টেরেল। চিন্তিত দৃষ্টিতে ড্যানের দিকে তাকাল সে। 'আমাদের এখানে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। রাতে গরুর পাল পাহারা দিতে আপত্তি নেই তো?'

'বেশ,' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ড্যান। 'আজ অবশ্য বেশি রাইড করিনি। অযথা বসে থাকার কী দরকার! কোথাও যখন যাচ্ছি না, তখন কাজ করাই ভাল।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল রেড। 'ঠিকই বলেছ।'

স্যাডলে চেপে গরুর পালের দিকে এগোল ড্যান ফ্লোরেক। মনে মনে বেশ চিন্তিত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে কোথাও কোন ঝামেলা নেই, তবুও মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা যাচ্ছে না। বড়সড় একটা ভজকট আছে কোথাও। আনমনে মাথা নাড়ল ও। বেন ব্রায়ান রাসলিং ছেড়ে দিক না না-দিক, কিন্তু তার কথায় স্পষ্ট যে এখানে এমন কিছু ঘটছে যা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না।

ধীর গতিতে পুরো পালের চারপাশে চক্কর কাটল ড্যান, দল থেকে একটু আলাদা হয়ে গেছে এমন গরুগুলোকে দলের মধ্যে ফিরে যেতে বাধ্য করল। প্রচুর ঘাস, দীর্ঘ সতেজ ঘাস। পানি তো আছেই। কয়েকদিন থাকার জন্য এরচেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না।

সন্ধ্যার একটু পরপরই একটা ধারণা উঁকি দিল ওর মাথায়। একটা বলদকে পাল থেকে আলাদা করে ফেলল, ল্যাসো ছুঁড়ে আটকে ফেলল ওটাকে। গাছের সঙ্গে বেঁধে শুইয়ে দিল বলদকে, তারপর সরু একটা কাঠি দিয়ে ওটার খুরের তলা খুঁচিয়ে পরখ করল। মিনিট কয়েক খুঁটিয়ে দেখার পর ছেড়ে দিল বলদটাকে। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল ওটা, তারপর এক ছুটে চলে গেল পালের কাছে।

ফের স্যাডলে চাপল ড্যান, মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে।

মিথ্যে বলেছে কূক। মরুভূমির মত ওই জায়গাটা অ্যালকালিতে ভরা। সত্যি সত্যি পাড়ি দিয়ে এলে বলদটার খুরে অ্যালকালির কণা লেগে থাকত, কিংবা পায়ের পশমের সঙ্গে লেগে থাকত। গরুর পালটা যেখান থেকেই এসে থাকুক, অন্তত লবণাক্ত মরুভূমি পাড়ি দেয়নি। জায়গাটা বিস্তীর্ণ, ছাইয়ের মত নরম আবর্জনার স্তর পড়ে আছে মাটির উপর–প্রায় হাঁটু সমান গভীর। মরুভূমি নয়, বরং পালটা সাধারণ জমি পেরিয়ে এসেছে, তারমানে উত্তর দিক থেকে এসেছে।

চারশো হৃষ্টপুষ্ট গরু। ভাল দামে বিকোবে।

ভোরে ক্যাম্পের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ড্যান। কাছাকাছি যেতে দেখল হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে আসছে টম। তরুণকে চিনতে পেরে ঘোড়ার রাশ টানল ড্যান, অপেক্ষায় থাকল।

'কোন অসুবিধা হয়নি তো?' প্রসন্ন সুরে জানতে চাইল তরুণ। 'হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কফি পেলে হয়তো খুশি হবে তুমি।' ডান হাতের কাপটা বাড়িয়ে ধরল সে, নিজের জন্য অন্য হাতে একটা কাপ রয়েছে।

স্যাডল ছাড়ল ড্যান, রোয়ানকে গ্রাউন্ড-হিচ করে সানন্দে কফিতে চুমুক দিল। 'ভালই তো কফি তৈরি করো তুমি!' আন্তরিক প্রশংসা করল ও, দু'বার চুমুক দেওয়ার পর তরুণের দিকে ফিরল। 'পালের সঙ্গে কতদিন আছ তোমরা–তুমি আর বেন?'

'মজার ব্যাপার হচ্ছে তোমার মত আমরাও ঠিক এখানে যোগ দিয়েছি। গতকাল। নীলগিরি থেকে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছে ছিল অরিগনে যাব। মিশেল আর রেড দু'দিন আগে থেকে এখানে আছে। বলল চাইলে ওদের সাহায্য করতে পারি। দু'জন পাঞ্চার ছিল ওদের, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে মন্টানার দিকে চলে গেছে ওরা।'

'মন্টানায় কখনও পাঞ্চিং করেছ?'

'নাহ্। আসলে কখনও মন্টানায় যাইনি আমি।'

টমকে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে যেতে দেখল ড্যান। রোয়ানে চেপে ফিরতি পথ ধরল ও। হেঁটে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। মনে মনে টম আর বেনের দেওয়া তথ্য উল্টেপাল্টে দেখছে। মনে হয় না কেউ মিথ্যে বলেছে। যুক্তি আছে ওদের কথায়। কূক নিজেই স্বীকার করেছে অ্যারিজোনা থেকে এসেছে। টম কখনও মন্টানায় যায়নি। দক্ষিণের মানুষ বলে মনে হয়েছে তাকে। এদিকে ফোরম্যান রেড টেরেল বলেছে ওয়াইওমিং থেকে এসেছে সে। বিশাল একটা ঘোড়ায় চড়ে সে, গড়পড়তার চেয়ে মোটা আর শণের তৈরি ল্যারিয়েট বহন করে; দুটোই মন্টানার কাউহ্যান্ডদের বৈশিষ্ট্য।

সকালের আলো ফুটে উঠছে, এসময় গুলির শব্দ শুনতে পেল ড্যান। পুরো পালের চারপাশে চক্কর দেওয়া শেষে তখন উইলো সারির দিকে ফিরে আসছিল ও, আচমকা তীক্ষ্ণ শব্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল ভোরের নীরবতা।

মাত্র একটা শট। তারপর আগের মতই নীরবতা নেমে এল।

স্পার দাবাল ড্যান। উইলো সারির ফাঁক গলে ক্যাম্পের দিকে ছুটল রোয়ানটা।

আগুনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে রেড টেরেল, হাতে পিস্তল, তার দৃষ্টি দূরের অন্ধকারের দিকে।

ব্ল্যাঙ্কেটের উপর বসে আছে টম, কাঁচা ঘুম থেকে ওঠায় হতভম্ব। এদিকে ব্ল্যাঙ্কেট না ছাড়লেও কূকের হাতে রাইফেল চলে এসেছে।

'গুলির শব্দ হলো কোথায়?' জানতে চাইল ড্যান।

'পাহাড়ের ওদিকে,' বলল রেড টেরেল। 'মাইল খানেক দূরে হবে।'

'কিন্তু শব্দ শুনে তো মনে হলো আরও কাছে,' মন্তব্য করল টম। 'কসম খেয়ে বলতে পারব, বনের ওপাশ থেকে এসেছে

গুলির আওয়াজ।'

'আমি বলছি পাহাড়ের ওদিকে!' খেঁকিয়ে উঠল ফোরম্যান, ঝট করে ড্যানের দিকে ফিরল সে। 'গরুর পাল ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ। আমি বরং ফিরে যাই।'

'দাঁড়াও,' ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টম। 'তুমি বরং বিশ্রাম নাও, সারা রাত ডিউটি করেছ। আমি তোমার জায়গায় যাচ্ছি।'

'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রওনা দেব আমরা,' ঘোষণা করল টেরেল। 'তোমরা দু'জন ড্রাইভ করবে। ড্যান বরং পালের কাছেই থাকুক।'

রোয়ানটাকে ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ড্যান, পালের কাছে ফিরে এল। দিনের আলো এখনও ফোটেনি ভাল করে, তবে দ্রুত ফিকে হয়ে আসছে আবছা অন্ধকার। গাছপালার ফাঁকে জ্বলন্ত আগুনের শিখাটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে শিখা।

গরুগুলো চুপচাপ রয়েছে, কোনটাই অস্থির নয়। গুলির শব্দে ভড়কে গিয়েছিল কয়েকটা, কিন্তু পরপরই নীরবতা নেমে আসায় শান্ত হয়ে গেছে। বেশিরভাগই শুয়ে জাবর কাটছে। পলকের জন্য উইলো সারির দিকে তাকাল ড্যান, তারপর চট করে পাহাড়ের দিকে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া।

পাইন আর জুনিপার ঝোপ এড়িয়ে এগিয়ে চলল ও। সামনে দীর্ঘ গাছের সারি। ধূসর আলো ফুটে উঠেছে, তবে গাছের ছায়ারা এখনও বিদায় নেয়নি বলে মাটি স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। ড্যান জানে কী খুঁজছে। পাহাড়ের ওই ক্যাম্পে যদি কোন লোক থেকে থাকে, তা হলে একটা ঘোড়াও আছে। এমনও হতে পারে, গুলিটা হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। তবে যাই হোক, গুলি হওয়ার পর এমন কোন নড়াচড়া চোখে পড়েনি বা শব্দ শুনতে পায়নি। রোয়ানের কান খাড়া হয়ে গেছে, তবে অস্বাভাবিক কিছু শুনতে পেয়েছে

এমন কোন নমুনা দেখা গেল না ওটার মধ্যে।

মাঞ্জানিটার গুচ্ছ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, এসময় একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল–পা ঝাড়ল ওটা। হাত বাড়িয়ে রোয়ানের নাক চেপে ধরল ড্যান, পাছে যাতে ওটা কোন শব্দ করে বসে, তারপর স্যাডল ছেড়ে ওটাকে গ্রাউন্ড-হিচ করল। সন্তর্পণে, সতর্কতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে এগোল ও।

কিছুদূর এগিয়ে এক চিলতে খোলা জায়গায় ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। কালো স্ট্যালিয়ন। দারুণ শক্তিশালী। অন্তত ষোলো হাত উঁচু হবে। রূপোর ঝালর দেওয়া একটা স্যাডল ওটার পিঠে। স্ক্যাবার্ডে পয়েন্ট সেভেন-থ্রি উইনচেস্টার চোখে পড়ল। স্যাডল ব্যাগ দুটো ঘরে তৈরি।

স্ট্যালিয়নটাকে এড়িয়ে বনভূমির ওপাশে চলে এল ড্যান। গাছের গাঢ় পটভূমির বিপরীতে দাঁড়িয়ে চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, একটু পর গাঢ় কাঠামোটা চোখে পড়ল। চারপাশে তাকাল ও, কান পেতে শব্দ শুনল, কেউ আসছে না নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সতর্ক পায়ে এগোল লোকটার দিকে। হতভাগ্যের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পরখ করল। মারা গেছে লোকটা।

সদ্য যুবক বলা চলে। পরিপাটি, দামী কালো সুট পরনে। হোলস্টারে একটা পিস্তল, কিন্তু ওটা বের করা হয়নি। রাইফেল স্ক্যাবার্ডেই রয়ে গেছে। আলতো হাতে যুবকের শরীর গড়িয়ে দিল ড্যান, চিৎ হলো লাশটা। যুবকের মুখ আরও চিন্তিত করে তুলল ওকে। বাজি ধরে বলতে পারবে এই লোক পশ্চিমে একেবারে নতুন। অন্য সবার মত রোদপোড়া চামড়া নয়, চেহারায় কাঠিন্যও আসেনি।

যুবকের কোটের ভিতরে একটা ওয়ালেট পেল ও। উপরে সোনার অক্ষরে *জর্ডান লয়েড* নাম লেখা। ভিতরে বেশ কিছু কাগজের সঙ্গে নোট রয়েছে–কয়েক হাজার ডলার হবে।

সহসা ক্ষীণ পদশব্দ কানে এল ওর। ওয়ালেটটা নিজের

পকেটে চালান করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ড্যান। পাশ ফিরতে দেখল বনভূমির কিনারে দাঁড়িয়ে আছে রেড টেরেল।

'মারা গেছে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'চেনো নাকি?'

বিড়ালের মত সতর্ক ও ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এল টেরেল। সামনে এসে লাশটা দেখল কয়েক মুহূর্ত, শেষে শ্রাগ করল। 'নাহ্, জীবনেও দেখিনি একে!' ড্যানের দিকে তাকাল সে, শুয়োরের মত কুঁতকুঁতে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হঠাৎ বদলে গেল চাহনি। 'তুমিই ওকে মেরেছ?'

'আমি?' মুহূর্তের জন্য বিহ্বল বোধ করল ড্যান। 'আজকের আগে তো একে কখনও দেখিইনি আমি।'

'কাজটা তোমারও হতে পারে,' সন্দিহান সুরে বলল ফোরম্যান। 'আশপাশে দেখার মত কেউ ছিল না।'

'তোমার বেলায়ও তো একই কথা খাটে।'

'কিন্তু আমার অ্যালিবাই আছে,' হঠাৎ হাসল রেড টেরেল। 'যাক্‌গে, কে ওকে খুন করেছে তাতে কী যায়-আসে আমাদের? হয়তো ইনজুনদের কাজ। ওর পকেটে কিছু পেয়েছ নাকি?'

'দেখার সময় পেলাম কই?' সতর্ক কণ্ঠে জবাব দিল ড্যান। মনে মনে ভাবছে ফোরম্যান কখন এসেছে, কতটা দেখেছে।

ঝুঁকে পড়ল লালচুলো টেরেল, দক্ষ হাতে তল্লাশি করল যুবকের লাশ। ট্রাউজারের ডান পকেটে একটা ওয়ালেট খুঁজে পেল সে, ওটায় কিছু খুচরো ছাড়াও নগদ প্রায় ষাট ডলারের মত রয়েছে।

'কাউকে কিছু বলার দরকার নেই,' সিধে হয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ড্যানকে নির্দেশ দিল সে। 'কেউ জানতে না চাইলে ওর কথা কাউকে বলার দরকার নেই। আর···ওয়ালেটটা আপাতত আমার কাছে থাকুক, ওর আত্মীয়-স্বজনদের কেউ যদি দাবি করে, ফেরত দিয়ে দেব।' নিজের পকেটে সব টাকা ঢোকাল সে। 'ওকে গোর দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ।' দৃষ্টি নামিয়ে লাশের দিকে তাকাল ড্যান। কোন সুদর্শন যুবকের কবর হওয়ার মত জায়গা নয় এটা, কিন্তু কিছু করার নেই ওর। বুনো পশ্চিমের আনাচে-কানাচে এমন কত অচেনা মানুষ শুয়ে আছে!

'আচ্ছা, ওর তো একটা ঘোড়া থাকার কথা! আমি বরং এই ফাঁকে একটা চক্কর দেই, ঘোড়াটাকে পেয়েও যেতে পারি।'

'ওই কাজটা আমার উপর ছেড়ে দাও,' মৃদু স্বরে বলল ড্যান। 'তুমি তো টাকা পেয়েছ। ঘোড়াটা না হয় আমার ভাগে থাকুক। তা ছাড়া, এরইমধ্যে ওটাকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

ইতস্তত করল টেরেল, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, মুহূর্তের জন্য হিংস্র ও রুক্ষ হয়ে উঠল মুখ। নির্বিকার মুখে তাকে দেখছে ড্যান, অপেক্ষায় রয়েছে। অন্তস্তলে টের পাচ্ছে, আগে বা পরে যখনই হোক, একটা শোডাউন হতে বাধ্য; সেক্ষেত্রে, যত আগে ঘটবে ব্যাপারটা, ততই স্বস্তিকর হবে ওর জন্য।

শ্রাগ করল টেরেল, ঘুরে ফিরতি পথ ধরতে গিয়েও ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল ড্যানের দিকে। 'ঘোড়াটা কি বিশাল? কালো রঙের?'

'হ্যাঁ,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল ড্যান। 'তুমি তা হলে ওটাকে আগেও দেখেছ?'

শক্ত হয়ে গেল ফোরম্যানের চোয়াল। 'ঠিক তা নয়। কয়েকদিন আগে বড়সড় কালো একটা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের অনুসরণ করতে দেখেছি এক লোককে। হয়তো সেই লোকই।' আর না দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ক্যাম্পের দিকে এগোল সে।

যুবকের লাশ কাঁধে তুলে শুকনো একটা ড্রতে নিয়ে এল ড্যান, তারপর মাটি চাপিয়ে দিল। 'কবর বলা যাবে না এটাকে, বন্ধু,' মৃদু স্বরে বিড়বিড় করল ও। 'সুযোগ পেলে ফিরে আসব আমি, তখন ভাল করে কবরটা তৈরি করব।' কাজ শেষে ফিরতি পথে এগোল ও, মৃদু স্বরে যোগ করল: 'এবং ফিরে আসব যখন,

অ্যামিগো, শান্তিতে ঘুমাতে পারবে তুমি।'

কালো ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল ড্যান, পকেট থেকে চামড়ার ওয়ালেট বের করে খুলল ওটা। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, হাতটা বের করে আনতে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ওর। তাড়া-তাড়া নোট! সবক'টা হাজার ডলারের।

দ্রুত গুনল ও। পঞ্চাশটা! নতুন ঝকঝকে নোট। দুটো চিঠি রয়েছে, বাকি যা আছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম চিঠিটা খুলল ও, মেয়েলি হাতের লেখা। ছোট্ট, কিন্তু বক্তব্যপূর্ণ চিঠি।

ফোর্ট ম্যালকে যাচ্ছি আমরা। টাকা নিয়ে চলে এসো ওখানে। ভাল একটা র‍্যাঞ্চের খোঁজ পেয়েছে গ্যারি। বাবার মৃত্যুর পর মার্ককে ছাড়া আদৌ এতদূর আসতে পারতাম কি-না জানি না, কিন্তু সবসময়ই আমাকে সাহায্য করেছে সে, উপদেশ দিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দু'জন লোক চাক আর স্ট্যান জোন্স গরুর পাল নিয়ে পশ্চিমে রওনা দিয়েছে। আশা করি শিগ্‌গিরই পৌঁছে যাবে ওরা।

মিনি

ওয়ালেট শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে স্যাডলে চাপল ড্যান। কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে নিজের ঘোড়ার কাছে এল, তারপর রোয়ানকে লীড করে ক্যাম্পে পৌঁছল।

অসন্তুষ্ট চাহনিতে ওকে দেখল রেড টেরেল। স্ট্যালিয়নটার উপর চোখ পড়তে যুগপৎ লোভ আর ঈর্ষা ফুটে উঠল চোখের তারায়। রান্নার কাজ থামিয়ে কূকও উঠে দাঁড়িয়েছে, কিছুটা সরু হয়ে গেল তার চোখ, কিন্তু মুখ নির্বিকার থাকল। টম হ্যালিগান গরুর পাল খেদিয়ে ট্রেইলে জড়ো করতে ব্যস্ত।

স্যাডলে চেপে টমের সঙ্গে যোগ দিল রেড, এদিকে নাস্তার পাট চুকাতে বসে পড়ল ড্যান। দু'বার খাওয়া থামিয়ে কূকের দিকে তাকাল ও। 'একটা কথা বলো তো,' নিচু স্বরে জানতে চাইল ড্যান। 'গুলির শব্দ শুনে যখন ঘুম ভাঙল তোমার, রেডকে ঠিক কোথায় দেখেছ?'

'রেডকে?' বিশাল হাত দুটো কোমরে রেখে পাল্টা জানতে চাইল কূক। 'উঁহুঁ, ওকে তো দেখতেই পাইনি। ক্যাম্পে ছিল না সে, আমি অন্তত দেখিনি। সেকেন্ড কয়েক পর চারপাশে তাকিয়ে বনের কিনারায় দেখি ওকে। হয়তো প্রথম থেকে ওখানে ছিল, কিন্তু আমার মনে হয় পরেই এসেছে।'

পাহাড়ের দিকে ইশারা করল ড্যান। 'ওখানে গিয়ে এক লোকের লাশ পেয়েছি। সম্ভবত গাছের আড়াল থেকে আমাদের উপর নজর রাখছিল সে। ভদ্রগোছের লোক। গরুচোর নয়।'

'তোমার ধারণা কেউ গরুচুরি করছে?' সতর্ক সুরে জানতে চাইল কূক, ক্যাম্পের মালপত্র ছুঁড়ে দিল ওয়্যাগনের মেঝেতে।

'তোমার কী মনে হয়?'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হবে?'

'আমার ধারণাটা শুনবে? মুখে যাই বলুক, লাভের বখরা কাউকে দেওয়ার ইচ্ছে ওদের আছে বলে মনে হয় না। অনেক ব্যাপারেই আমরা কিছু জানি না।'

'ঠিকই বলেছ,' ওয়্যাগনে উঠে পড়ল কূক।

শূন্য কফির কাপটা ওয়্যাগনের পাটাতনে রাখল ড্যান।

'চোখ-কান খোলা রেখো, বাছা,' মৃদু স্বরে পরামর্শ দিল বেন ব্রায়ান। 'আমিও তাই করব।'

'একটা সিক্সশূটার হাতের কাছে রাখা আরও বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' সহাস্যে একমত হলো ড্যান।

কালো স্ট্যালিয়নটাকে ওয়্যাগনের সঙ্গে বেঁধে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল ও। গরুর পালের পিছু নিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে

এগোল ওয়্যাগন। রোয়ানে চেপে অনুসরণ করল ড্যান, মনে দুশ্চিন্তা।

ওয়ালেটে পাওয়া চিঠির কথা মনে পড়ল ওর। দু'জন বিশ্বস্ত লোকের কথা বলা হয়েছে। চার্ক আর স্ট্যান জোন্স। বিশ্বস্ত লোক কখনোই গরুর পাল ফেলে চলে যায় না। মন্টানা কেন, কোথাও যাওয়ার কথা নয় জোন্সদের। সেক্ষেত্রে কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে? এখন কোথায় আছে ওরা?

তোয়ানা রেঞ্জের একটা পাসের দিকে মোড় নিল ট্রেইল। ধীর গতিতে এগোচ্ছে গরুর পাল, পাইলট ক্রীকের সতেজ ঘাস ছেড়ে যেতে নারাজ। প্রায় খেদিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ওগুলোকে। ক্রীকে তেষ্টা মেটাচ্ছে দুটো বলদ, কয়েকবারই ওগুলোকে পালের সঙ্গে জড়ো করেছে ওরা, কিন্তু সুযোগ পেলেই সরে পড়ছে।

দুপরের পর ড্যানের পাশে চলে এল টম হ্যালিগান। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকশো ফুট দূরে আগুয়ান ফোরম্যানের দিকে তাকাল। 'দারুণ একটা ঘোড়া এনেছ,' মন্তব্য করল তরুণ কাউহ্যান্ড। 'ধরে নিচ্ছি ঘোড়ার আসল মালিক বেঁচে নেই?'

'হ্যাঁ। নিজ হাতে কবর দিয়েছি ওকে। দূর থেকে রাইফেলের এক গুলিতে কাজ সেরেছে খুনী। কোন সুযোগই পায়নি সে।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। 'একটা ব্যাপারে,' অনেকক্ষণ পর বলল টম। 'খটকা লাগছে আমার। অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারিনি। আমি আর বেন যখন পাইলট ক্রীকে পৌঁছাই, দূরে অস্পষ্ট কী যেন চোখে পড়ল। উত্তরে, মন্টানা ট্রেইলে কয়েকটা শকুনকে চক্কর কাটতে দেখলাম। সম্ভবত মরা কোন পশু পড়ে ছিল ট্রেইলে।'

'কিংবা মরা কোন মানুষ,' গম্ভীর স্বরে সম্ভাবনা বাতলে দিল ড্যান। 'হয়তো এই গরুগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে তর্ক বা প্রতিবাদ করেছিল তারা।'

'হয়তো,' একমত হলো তরুণ। 'ঠিকই বলেছ তুমি। কিংবা

কোন ক্রু, যাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না বসের। এরকম দীর্ঘ ড্রাইভের ক্ষেত্রে, জানোই তো, কোন পাঞ্চার যদি ফিরে না আসে, কেউ অবাক হয় না বা প্রশ্ন তোলে না। শত মাইল ড্রাইভ করার পর বেশিরভাগ হ্যান্ড পুরানো আউটফিট ছেড়ে চলে যায়, কেউ ক্যালিফোর্নিয়ায় যায় ভাগ্য বদলাতে, দক্ষিণে কলোরাডো এলাকায় চলে যায় কেউ। আমি এমনও লোক দেখেছি যে ড্রাইভ শেষে স্রেফ ভবঘুরে বনে যায়।'

ধীর গতিতে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে গরুর পাল। রাতটা ফ্লোয়ার লেকে কাটিয়েছে ওরা। পাহাড়ী ঝর্নার পাশে এক চিলতে তৃণভূমি রয়েছে। সকালে ঢালু চড়াই ধরে ক্রমশ উপরে উঠতে শুরু করল। পেকোপ পর্বতশ্রেণীর লাগোয়া পাহাড়ী ঢালে মেহগনি, জুনিপার আর পাইনের বিক্ষিপ্ত বন পেরিয়ে এগিয়ে চলল। হ্যাটের ব্রিম প্রায় চোখের উপর নামিয়ে দিয়েছে ড্যান ফ্লোরেক, ধূসর চোখজোড়া সারাক্ষণ ব্যস্ত–ট্রেইলের আশপাশে প্রতিটি আড়াল খুঁটিয়ে দেখছে, একইসঙ্গে নজর রেখেছে পালের উপর, কোন গরু দলছুট হয়ে পড়লে খেদিয়ে পালে ঢোকাচ্ছে। ক্লান্ত ও, কিন্তু ক্লান্তির চেয়ে মুখে গাম্ভীর্যের ছাপই বেশি চোখে পড়ছে।

পালের একেবারে সামনে রয়েছে রেড টেরেল, এমনকী মিনিট খানেকের জন্যও অন্য কোথাও যাচ্ছে না। গাট্টাগোট্টা, কর্কশ চেহারার ফোরম্যান বেশ সতর্ক। একবার, দূরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে দেখামাত্র ট্রেইল ছেড়ে দক্ষিণের খোলা প্রান্তর ধরে গরুর পালকে পরিচালনা করল সে, এড়িয়ে গেল আগুয়ান রাইডারদের।

পেকোপের পশ্চিম অংশে সেজ-ঝোপে ভরা এক উপত্যকা পেরিয়ে, দূরের নীলচে বেগুনী পাহাড়ের দিকে এগোল গরুর পাল, শেষে হামবোল্ড রেঞ্জে পৌঁছল। স্নো ওঅটর লেকের ধারে রাতের জন্য থামল ওরা।

ঘোড়া ছুটিয়ে পালের শেষ দিকে চলে এল রেড টেরেল। 'এখানে থামব আমরা,' জানাল সে। 'ঘাস-পানি আছে, বিশ্রামের ফাঁকে যত ইচ্ছে খেয়ে নিক ওরা। বেশি খাটিয়ে ওগুলোর স্বাস্থ্য খারাপ করতে চাই না।'

'ম্যালক জায়গাটা কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল ড্যান।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল রেড টেরেল, সরাসরি চোখ রাখল ড্যানের চোখে। 'এ-ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। ম্যালকের ধারে-কাছেও যাচ্ছি না আমরা।' ড্যানকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না সে, ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল নিজের পথে।

পিছনে, চিন্তিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যান। ওর পকেটে রাখা চিঠি সম্পর্কে কিছুই জানে না ফোরম্যান, জানার কথাও নয় তার। কিন্তু মাত্র দুটো বাক্যে নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে সে।

ফোর্ট ম্যালকে গরুর পাল পৌঁছানোর অপেক্ষায় রয়েছে মিনি নামের মেয়েটা। সম্ভবত মেয়েটির সঙ্গে রয়েছে মার্ক মিশেল। হিতাকাঙ্ক্ষী এবং উপকারী বন্ধু হিসাবে, অথচ গোপনে সে-ই মেয়েটির গরু চুরি করেছে!

ড্যানের পকেটে আরও একটা জিনিস আছে—এই এলাকার ম্যাপ। রওনা দেওয়ার আগে এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। ওটায় ফোর্ট ম্যালকের অবস্থান দেখেছে ড্যান। হামবোল্ড মাউন্টেন থেকে বড়জোর দশ মাইল দূরে। বেশিদিন হয়নি তৈরি হয়েছে ফোর্টটা। আচমকা ত্বরিৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও।

ঘোড়া ঘুরিয়ে চাক ওয়াগনের কাছে চলে এল ড্যান, দেখল জোয়াল থেকে ঘোড়াগুলোকে মুক্তি দিচ্ছে কূক বেন বায়ার্ন। প্রায় সবক'টা গরু ক্রীকের কিনারে চলে গেছে তেষ্টা মেটানোর জন্য, কাছাকাছি স্যাডলে বসে সিগারেট রোল করছে টম হ্যালিগান।

'বেন, কিছুক্ষণের জন্য থাকছি না আমি,' ওয়্যাগনের পাশে

ঘোড়া থামিয়ে বলল ও। 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। সাবধানে থেকো। আমার ধারণা ব্যাপারটা এখানেই ঘটবে!'

মাথা ঝাঁকাল কূক। 'তুমিও যাচ্ছ নাকি? রেড বলল ফিরতে নাকি দু'একদিন দেরি হবে ওর···কাল রাতে বা পরদিন ফিরবে। ও ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকার নির্দেশ দিয়ে গেল। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ফোর্ট ম্যালকে। স্ট্যালিয়নটাকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

সন্ধ্যার পরপর ম্যালকে পৌঁছল ড্যান ফ্লোরেক। ফোর্টের ঠিক বাইরে সাধারণ নাগরিকদের আবাসিক এলাকা। শহর না বলে বরং ফোর্টের অংশ বলা উচিত। ধূলিময় রাস্তার দু'পাশে বড়জোর এক ডজন বাড়ি আর শ্যাক।

সেলুনের সামনে স্যাডল ছেড়ে হিচিং রেইলে স্ট্যালিয়নের লাগাম বাঁধল ও। বোর্ডওঅকে পা রেখেছে, এসময় ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সুঠামদেহী এক লোক। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, যেন পিছন থেকে তাকে চেপে ধরেছে কেউ। নড়া দূরে থাক, সামান্য চোখের পলকও পড়ল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কালো স্ট্যালিয়নের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর, ধীরে ধীরে ড্যানের দিকে ফিরল সে, মুখ শক্ত হয়ে গেছে। 'ওটা তোমার ঘোড়া, পার্ডনার?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল লোকটা।

ড্যান অনুভব করল কোথাও একটা ঘাপলা আছে। পেটে এক ধরনের শীতল অস্বস্তি টের পেল। লোকটার শান্ত কণ্ঠে কী এক প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জের সুর রয়েছে। সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করল ও। এ-লোক বিপজ্জনক মানুষ। 'ওটায় চড়ে এসেছি আমি,' মৃদু স্বরে বলল ড্যান।

'ওটা পেলে কোথায়?' জানতে চাইল আগন্তুক, এক পা পাশে সরে গেল সে।

'উত্তরটা দেওয়ার আগে,' যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বলল ড্যান। 'দয়া করে তোমার পরিচয় আর জিজ্ঞাসার কারণটা বলবে?'

কঠিন হয়ে গেল যুবকের চাহনি। কালো চোখের গভীরে চ্যালেঞ্জ ফুটল। 'আমার নাম গ্যারি ওয়ার্ড,' নির্লিপ্ত সুরে বলল সে। 'আমি যদ্দূর জানি ওই ঘোড়াটার মালিক হচ্ছে আমার এক বন্ধু।'

'তুমি তা হলে গ্যারি,' স্বস্তির সুরে বলল ড্যান। 'মার্ক মিশেল নামে কাউকে চেনো?'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল গ্যারি ওয়ার্ডের মুখ, চোখে সতর্ক চাহনি ফুটল। 'চিনি। তুমি ওর বন্ধু?'

'না,' চিন্তিত স্বরে বলল ড্যান। 'বলতে পারবে কোথায় গেলে মিনি লয়েডকে পাব?'

'হ্যাঁ, পারব।'

'ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে। ওখানেই বলব সবকিছু।'

গ্যারিকে অনুসরণ করে এগোল ড্যান, কালো স্ট্যালিয়নটাকে হাঁটিয়ে এগোচ্ছে। ওর পাশে হাঁটছে যুবক, নিজের বাম পাশটা রেখেছে ড্যানের দিকে, যাতে প্রয়োজনে ঘুরেই ড্র করতে পারে। দারুণ সতর্ক মানুষ, আনমনে ভাবল ড্যান। ওকে বিশ্বাস করছে না। অবশ্য বিশ্বাস করার কথাও নয়।

যুবকের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল ড্যান। 'তুমি দেখছি খুব সতর্ক মানুষ, গ্যারি। তবে আমরা একই পক্ষে আছি।'

সামান্য ভাবান্তরও দেখা গেল না ওয়ার্ডের মুখে। 'একই পক্ষের কি-না সেটা পরে বিবেচনা করব, আগে তো শুনি কোথায় পেয়েছ ঘোড়াটা।'

ছোট্ট হোটেলের সামনের হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে গ্যারি ওয়ার্ডকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকল ড্যান। পিছনে পার্লারে চলে এল। ছোট আরামদায়ক কামরা। পর্যাপ্ত আসবাবে পূর্ণ। ডিভানে একটা মেয়ে বসে আছে, ওদেরকে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়াল ড্যান, মুখ বেদান হয়ে গেছে। সামনে যাকে

দেখতে পাচ্ছে, অন্তত একে আশা করেনি। বেশ লম্বা মেয়েটা, ছিপছিপে দেহ। সুন্দরী। টানটান, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। শান্ত, মিষ্টি একটা মুখ। নীল চোখ। ঘাড়ের উপর লুটাচ্ছে ঘন কালো চুল। আনুমানিক বিশ হবে বয়স।

'এ-লোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, ম্যা'ম,' সোজাসাপ্টা বলল গ্যারি ওয়ার্ড। 'জর্ডানের ঘোড়ায় চড়ে শহরে এসেছে ও।'

'ম্যা'ম, সম্ভবত একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আমি,' শান্ত স্বরে বলল ড্যান।

'ওহ্, জর্ডানের খারাপ কিছু হয়েছে নিশ্চই!' শঙ্কিত স্বরে বলল মেয়েটি। দ্রুত এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'কী হয়েছে ওর? দয়া করে বলো আমাকে!'

খানিক ফ্যাকাসে হয়ে গেল ড্যানের মুখ। 'ও···ওকে খুন করা হয়েছে, ম্যা'ম! অ্যাম্বুশ।'

সাদা কাগজের মত রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিনি লয়েডের মুখ। এক পা পিছিয়ে গেল, চোখ বিস্ফারিত। দ্রুত এগিয়ে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল গ্যারি।

'ম্যা'ম, তুমি বরং শান্ত হও,' অনুরোধ করল সে, তারপর কর্কশ হয়ে গেল কণ্ঠ। 'এই লোকটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয়তো ওকে খুনই করতে হবে!'

গ্যারি ওয়ার্ডের নিচু স্বরের বিপজ্জনক হুমকি গ্রাহ্য করল না ড্যান। দ্রুত, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। তবে পালের ব্যাপারে তেমন কিছু বলল না, শুধু ক্রুদের নাম জানাল।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে গ্যারি। 'সাদা-মুখো চারশো গরুর পাল? রেড টেরেল ওটার সঙ্গে আছে? কিন্তু অন্যরা কারা?'

'বেন বায়ার্ন আর টম হ্যালিগান। ভালমানুষ। টেরেলের কাছে শুনেছি আগের দু'জন ক্রু নাকি কাজ ছেড়ে চলে গেছে।'

'অসম্ভব!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল গ্যারি। 'কেউ একজন মিথ্যা কথা

বলছে, ম্যা'ম!'

'তুমি বরং মার্ককে খুঁজে বের করো,' গম্ভীর স্বরে বলল মিনি লয়েড। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো ওকে। যে-কোন ব্যাপারে চট করে সমাধান বের করে ফেলতে পারে ও।'

মাথা নাড়ল ড্যান। 'তুমি যদি মার্ক মিশেলের কথা বলে থাকো, ম্যা'ম, তা হলে ওকে না ডাকলেই ভাল করবে। ও আসলে বেঈমান। গরুর পাল নিজেই মেরে দেওয়ার তালে আছে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মিনির শরীর, জ্বলে উঠল চোখজোড়া।

'কী বলছ তুমি নিজেও জানো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মেয়েটি। 'এত সাহায্য করেছে ও আমাদের! গ্যারি ছাড়া ও-ই আমাদের একমাত্র বন্ধু। শোনো, মিস্টার, মার্ক নয়, বরং তুমিই জর্ডানের ঘোড়ায় চড়ে এসেছ এখানে!'

'সেটা ঠিক, কিন্তু...' আচমকা দরজা খুলে যাওয়ার শব্দে থেমে গেল ড্যান।

কামরায় পা রাখল মার্ক মিশেল, তার পিঠের সঙ্গে লেগে আছে কর্কশ চেহারার দু'জন লোক।

'মিনি!' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'বাইরে জর্ডানের ঘোড়াটাকে দেখলাম!' ড্যানকে এবার দেখতে পেল সে, সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের উপর চেপে বসল তার ঠোঁটজোড়া। 'মিনি, এই চান্দুটা আবার কে?'

'চিনতে পারছ না আমাকে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ড্যান। 'পাইলট ক্রীকে এক টেক্সান রাইডারকে ভাড়া করেছিলে তুমি, আমি সেই লোক। মনে পড়ছে? অন্যদের মত একই শর্তে আমার কাজ করার কথা, এরকম নির্দেশই তুমি দিয়েছ রেড টেরেলকে।'

'মাথা খারাপ! আজকের আগে জীবনেও তোমাকে দেখিনি! আর রেড টেরেলের কথা কী বলব! সে তো জঘন্য আউটল, রাসলার! ওর সঙ্গে আমার আবার কীসের সম্পর্ক?'

'আমি যদি তোমাকে নাই দেখে থাকি,' শান্ত স্বরে তর্ক করল ড্যান। 'তা হলে কীভাবে জানি তোমার পিস্তলের বাঁটে লংহর্নের মার্কা আছে? আরও জানি যে তুমি একটা বে ঘোড়ায় রাইড করো, ওটার তিনটা পা সাদা।'

গানবেল্টে আঙুল বাঁধিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারি ওয়ার্ড। 'তোমার পিস্তলে লংহর্নের মার্কা আমিও দেখেছি, মিশেল। আর ঘোড়ার ব্যাপারে এক রত্তিও মিথ্যে বলেনি ফ্লোরেক।'

'ও আসলে ডাঁহা মিথ্যুক!' গর্জে উঠল মার্ক মিশেল, শরীর টানটান হয়ে গেছে। 'আজকের আগে কখনও দেখিনি ওকে!'

'আমাকে মিথ্যুক বলেছ! বেশ, না হয় পরেই ফয়সালা করব তোমার সঙ্গে,' শান্ত স্বরে বলল ড্যান। 'তার আগে বলো, চাক আর স্ট্যান জোন্সের কী হয়েছে!'

মিশেলের দিকে চলে গেল সবার দৃষ্টি। এদিকে আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার মুখ। 'মন্টানায় ফিরে গেছে ওরা!' সামান্য ইতস্তত করার পর বলল সে।

'ওরা এখানে আসছিল, মার্ক,' অধৈর্য স্বরে বলল মিনি লয়েড। 'তুমি জানো যে আমার হয়ে কাজ করেছে ওরা। হঠাৎ এভাবে কোন কিছু না জানিয়ে চলে যাবে? উঁহুঁ, বিশ্বাস করি না আমি!'

আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে আছে মিশেল, কঠিন হয়ে গেছে চাহনি। 'আমাকে বিশ্বাস করছ না যখন, বেশ, আপাতত এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না আমি। তোমার মাথা ঠাণ্ডা হোক, সকালে আবার আলাপ করব!' আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, সঙ্গে আসা লোক দুটো অনুসরণ করল তাকে।

'ম্যা'ম, আমার বোধহয় গরুর পালের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত,' মিনি লয়েডের মনোযোগ আকর্ষণ করল ড্যান। 'পালটা চুরি করার চেষ্টা করবে মিশেল। আমার তো মনে হয়, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় এখন সময়ের আগেই পালের দখল নেবে সে!'

পকেটে রাখা ওয়ালেট বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল ও। 'নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও আগেই দেইনি। আমি চেয়েছিলাম ভুল লোকের হাতে যেন ওটা তুলে না দেই।'

কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল মিনি লয়েডের চোখে। ওয়ালেটে রাখা কড়কড়ে নোটগুলো দেখল। অশ্রুসজল চোখে ড্যানের দিকে তাকাল ও, অস্ফুট স্বরে বলল: 'অযথাই তোমাকে অবিশ্বাস করেছি আমরা!'

'সেটাই স্বাভাবিক ছিল, ম্যা'ম,' বিব্রত স্বরে বলল ড্যান। 'গুনে দেখো। পুরো পঞ্চাশ হাজারই আছে।'

'গোনার দরকার নেই!'

'আমি তা হলে যাই।'

'আমিও যাব,' ঘোষণা করল গ্যারি ওয়ার্ড।

সিক্রেট পাসের কাছাকাছি পাহাড়ী ঢালে যখন পৌঁছল ওরা, ততক্ষণে পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। ঢেউ খেলানো প্রান্তরে আড়াআড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে স্নো ওঅটরের উদ্দেশে এগোল ওরা। ক্যাম্প থেকে আধ-মাইল দূরে রয়েছে, এসময় রাইফেলের টানা গর্জন কানে এল।

স্পার দাবাল ড্যান, সেজ-ঝোপের পাশ কাটিয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ক্যাম্পের দিকে। সামনে, আবারও গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ওটার সঙ্গে সুর মেলাল আরও দুটো।

ওয়্যাগন দেখে স্ট্যালিয়নের গতি কমাল ও, ফ্যাকাসে আলোয় হঠাৎ কূকের টাক মাথা দেখতে পেল, একই মুহূর্তে রাইফেলে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল। ওর ঠিক পিছনে রয়েছে গ্যারি ওয়ার্ড।

'বেন, গুলি কোরো না!' চেচিয়ে উঠল ও। 'আমি, ড্যান!'

ওয়্যাগনের পাশে উঁচু হলো কূক।

কাছে গিয়ে স্যাডল ছাড়ল ড্যান। 'কী হয়েছে?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল কূক। 'তুমি যাওয়ার পর একটু চিন্তা-ভাবনা করলাম আমরা। অন্ধকার নামার পর আগুনের পাশে বেডরোল বিছিয়ে জিনিসপত্র আর গাছের পাতা মিলিয়ে দুটো ডামি তৈরি করলাম, দেখে যাতে মনে হয় ঘুমাচ্ছে দু'জন লোক। তারপর ঝোপের পিছনে এসে অপেক্ষায় থাকলাম। মিনিট কয়েক আগে কয়েকজন লোক এল, সমানে গুলি করে ডামি দুটো ফুটো করে ফেলল। একজন এগিয়ে গেল পরখ করার জন্য, তো, বাগে পেয়ে ব্যাটাকে ঝেড়ে ফেলেছি।'

হঠাৎ অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'এই, বেন! হয়েছে কী? কে এসেছিল? আমাকে দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাল কয়েকজন? কারা এরা? ঝটপট তৈরি হও। বস্ আসছে।'

রেড টেরেলের কণ্ঠ। ফোরম্যানের কণ্ঠ যত নিরীহই শোনাক, চিড়ে ভিজল না। ওয়্যাগনের গাঢ় ছায়ার সঙ্গে মিশে গেল ড্যান। 'তুমি বরং উধাও হয়ে যাও, গ্যারি,' নিচু স্বরে বলল ও। 'আমাদের আসতে দেখেনি ওরা। সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে। বেন, ওদের আসতে বলো। সতর্ক থেকো।'

ড্যানরা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক থেকে মৃদু একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'আমিও আছি। নিজের চোখে সবকিছু দেখতে চাই আমি।'

মিনি লয়েড! ওদের অনুসরণ করে শহর থেকে চলে এসেছে মেয়েটা। বরং এটাই ভাল হলো বোধহয়, আনমনে ভাবল বিস্মিত ড্যান, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি বা সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

'চলো এসো, রেড,' জবাব দিল টেকো কূক। 'আস্তে-ধীরে এসো কিন্তু। ব্যাটাদের দু'একজন ধারে-কাছে থাকতে পারে। ভুল্ করে তোমাদের কাউকে গুলি করতে চাই না।'

ধীর পায়ে আলোর বৃত্তের মধ্যে এসে দাঁড়াল গাট্টাগোট্টা রেড টেরেল। অনুজ্জ্বল আলোয় বিশাল দেহটা প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে। তার ঠিক পিছনেই মার্ক মিশেল।

'খুশি হলাম, বেন। ভয় পাচ্ছিলাম গোলাগুলিতে পড়ে হয়তো পালিয়ে গেছ তোমরা,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল ফোরম্যান। 'এখনই গরুর পাল নিয়ে যাত্রা করব আমরা।'

'এখনই? কোথায় যাব?'

'হামবোল্ডে চেনা একটা জায়গা আছে আমার,' বাতলে দিল মিশেল। 'চোরদের সামনে এভাবে গরুর পাল রাখা যাবে না।' চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। 'গুলি করছিল কে?'

'আমরাও তো একই কথা ভাবছি,' গানবেল্টে স্থির হয়ে আছে টম হ্যালিগানের হাত। পালাক্রমে বস্ আর ফোরম্যানকে দেখছে। 'ভাগ্যিস, ফুটো করে দেয়নি আমাদের! মোক্ষম সময় বেছে নিয়েছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়িনি বলে রক্ষা।'

ওয়্যাগনের নীচে মাথা নিচু করে বসে আছে ড্যান ফ্লোরেক। কী ঘটতে যাচ্ছে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না ওর। দেখতেও পাচ্ছে। ইচ্ছে করেই কয়েক কদম বামে সরে গেছে রেড টেরেল। কূক আর তরুণ ক্রুকে ক্রস ফায়ারের মধ্যে ফেলে দেবে। সন্তর্পণে ওয়্যাগনের নীচ থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ও, সিধে হলো; পদশব্দ শুনে টের পেল গ্যারি ওয়ার্ডও আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

আরও এক পা এগিয়ে আগুনের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করল ও, নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করল। 'পিছিয়ে যাও, মিশেল। পালের ব্যাপারে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমাদের।'

'আমিও আছি ওর সঙ্গে,' মনে করিয়ে দিল গ্যারি ওয়ার্ড। 'পালের দায়িত্ব এখন আমাদের।'

'তুমি আসলে আস্ত বেকুব, মিশেল,' হঠাৎ বলল ড্যান। 'জর্ডান লয়েডের পকেটের টাকার কথা একবারও জিজ্ঞেস করোনি রেডকে। টাকাটা কোথায় রেখেছে ও?'

জ্বলে উঠল মিশেলের চোখ। 'রেড, ওই পঞ্চাশ হাজার পেয়েছ না?'

'পঞ্চাশ হাজার?' নির্জলা বিস্ময় প্রকাশ পেল ফোরম্যানের কণ্ঠে। 'বস! খোদার কসম! ওই টাকার ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি! মাত্র ষাট ডলার পেয়েছি। যীশুর দোহাই, মিথ্যে বলছি না!' হঠাৎ ক্রোধ আর বিদ্বেষ উথলে উঠল তার কুঁতকুঁতে চোখে। 'ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, বস্, টাকাটা ও-ই হাতিয়েছে! আমার আগেই জর্ডানের লাশের কাছে গেছিল ফ্লোরেক। খুঁজে দেখো, ওর পকেটেই পাবে!'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল মার্ক মিশেল। 'তা হলে হেরে যাইনি আমরা! চলে এসো, বয়েজ!'

পদশব্দ শোনা গেল, সেকেন্ড কয়েক পর আরও চারজন এসে দাঁড়াল আলোর বৃত্তের মধ্যে। একজন কয়েকটা শুকনো ডাল ছুঁড়ে ফেলল আগুনে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল আগুন, আলোর বৃত্তের পরিধি বেড়ে গেল।

'নিজেকে খুব চালাক মনে করো তুমি, মিশেল?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ড্যান ফ্লোরেক। 'পুরো পরিকল্পনাই তোমার, তাই না?'

'তা আর বলতে!' অহঙ্কারী স্বরে স্বীকার করল মার্ক মিশেল। 'বুদ্ধিটা কেমন? চোস্ত, তাই না? বহুদিন ধরেই কামাচ্ছি। বুড়ো লয়েড ছিল পুবের মানুষ, ব্যাটা বুঝবে কী করে যে আমরাই ফায়দা লুটছি? তবে কথায় আছে না, চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন? একদিন সত্যি সত্যি ধরা পড়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে খুন করে ফেললাম বুড়োকে। নিষ্কণ্টক হয়ে গেল আমাদের পথ। তারপর, বুঝতেই পারছ মিনির ঘাড়ে চেপে বসলাম। ওরা, পুরো পরিবারটাই বোকার হদ্দ। পশ্চিমের কিছু বোঝে না, অথচ এখানেই সর্বস্ব খাটিয়ে বসে আছে।'

নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'তোমরা চারজন ওয়্যাগনের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। এখানে যা কিছু ঘটবে, কেউ নাক গলাবে না। আমার হাতে ডাবল ব্যারেল শটগান আছে, কেউ যদি

একটা আঙুলও নাড়ো, স্রেফ ফুটো করে ফেলব!'

একটু পাশে, ওয়্যাগনের ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে মিনি লয়েড। টানটান, ঋজু ভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস আর জেদ ঠিকরে পড়ছে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে। সত্যিকার সাহসী নারীর প্রতিকৃতি। হাতের শটগান এক চুল নড়ছে না। ওটা নেড়ে চারজনকে তাড়া দিল মেয়েটি।

'তোমার সঙ্গে আমিও আছি, ম্যা'ম,' শান্ত স্বরে ঘোষণা করল টম হ্যালিগান। 'একটা সিক্সগান রয়েছে আমার হাতে!'

'কেমন খেল, বস?' রহস্যময়, আমুদে স্বরে জানতে চাইল কূক বেন বায়ার্ন। 'এবার জমবে মজা! মিশেল, জানো কার সঙ্গে কথা বলছ? ও হচ্ছে ড্যান ফ্লোরেক। মাথাটা খাটাও, কয়েক বছর আগের ঘটনা মনে করো। আগে কখনও নামটা শুনেছ?'

ভুরু কোঁচকাল মার্ক মিশেল।

'ড্যান, ল্যারি হোয়াইট নামে তোমার এক দোস্ত ছিল না? একটা কথা জেনে নাও আমার কাছ থেকে, মার্ক মিশেলের আসল নাম হচ্ছে আইক মিশেল ডিজার।'

'আইক ডিজার!' পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল ড্যান ফ্লোরেকের মুখ। 'গ্যারি,' হঠাৎ দারুণ শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে ডাকল সে। 'একটা ফেভার চাইছি তোমার কাছে। ওরা দু'জনই আমার!'

মার্ক মিশেলই তৎপর হলো আগে। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। ল্যারি হোয়াইটের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। জীবনের শেষ ভুলটা করল সে, কাঁপা হাতে, উত্তেজনা বশে তখনই হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে।

ভোজবাজির মত ড্যানের হাতে পিস্তল চলে এল, পরমুহূর্তে কমলা আগুন উগরে দিল। বুকে গুলির ধাক্কায় টলে উঠল মার্ক

মিশেল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটির উপর। আরেকটা গুলি এবার তার মুখ তুবড়ে দিল, গলায় বিঁধল পরেরটা।

রেড টেরেলকে গ্রাহ্যই করছে না ড্যান, ঠাণ্ডা মাথায় বন্ধুর খুনীর শরীরে আরও দুটো বুলেট পাঠাল। তারপর একটু পাশ ফিরল ও, পিস্তলের নিশানা স্থির হলো ভুয়া ফোরম্যানের বুক বরাবর।

ফ্যাকাসে মুখে, পিস্তল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রেড টেরেল, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে কোটর থেকে। 'বেজন্মা বেঈমান! কয়োট!' চিৎকার করে গাল বকল সে।

একইসঙ্গে আগুন ওগরাল দু'জনের পিস্তল। দুলে উঠল টেরেলের পা জোড়া, এদিকে এক পা আগে বাড়ল ড্যান ফ্লোরেক। দূরের টার্গেটে গুলি করবে যেন, সযত্নে ঠাণ্ডা মাথায় পরের গুলি করল। ফের আগে বাড়ল ও, মাটিতে পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ওর দ্বিতীয় পিস্তল। ভারী গুলির ধাক্কায় টলে উঠল টেরেলের গাট্টাগোট্টা দেহ, তারপর হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল।

সারা মুখ রক্তে সয়লাব। চোখের নীচে গভীর গর্ত তৈরি করেছে একটা বুলেট। গড়গড় করে রক্ত বেরোচ্ছে ওটা দিয়ে। কিন্তু এখনও মরেনি সে। মরিয়া চেষ্টায় পিস্তল তুলে আবারও গুলি করল। ড্যানের শরীরে বিদ্ধ হলো গুলিটা, দুলে উঠল ও।

দু'পায়ে মাটির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ড্যান, নেহাত মনের জোর টিকিয়ে রেখেছে ওকে, পিস্তলের নল নিচু করে আবার ট্রিগার টিপল। রেডের কপালে বিঁধল গুলিটা। ধূলিময় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল মুখটা, শরীরে খিঁচুনির সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্সবশত শেষ গুলিটা বেরিয়ে গেল পিস্তল থেকে।

টলমল পায়ে এগোল ড্যান, নিচু হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়া হ্যাট তুলে নিল। 'ওর মত শয়তানের অন্তত এক ডজন বুলেটের গর্ত শরীরে নিয়ে মরা উচিত,' বিড়বিড় করে বিষোদ্গার করল ও। 'অথচ মাত্র তিনটা পেয়েছে!'

দৌড়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মিনি লয়েড। 'ওকে ধরো, গ্যারি!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, কিন্তু নিজেই আঁকড়ে ধরল ড্যানের বাহু, শঙ্কিত যে-কোন সময়ে পড়ে যাবে ড্যান।

মেয়েটির দিকে ফিরল ড্যান, পরমুহূর্তে অন্ধকার নেমে এল ওর পৃথিবীতে।

ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, তখন সকাল। ওর পাশে বসে আছে মিনি, নীল চোখজোড়ায় দুনিয়ার উদ্বেগ আর আশঙ্কা। ঠাণ্ডা এক টুকরো কাপড় ড্যানের কপালে বিছিয়ে দিল মেয়েটি, আরেক টুকরো দিয়ে ওর সারা মুখ মুছে দিল পরম যত্নে।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, একটুও নড়বে না!' দৃঢ় স্বরে নির্দেশ দিল মিনি। 'প্রচুর রক্ত হারিয়েছ।'

'বেশ, তুমি যেমন বলেছ, ম্যা'ম,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল ড্যান, চেষ্টাকৃত স্মিত হাসি ফুটল মুখে। 'একটুও নড়ব না আমি।'

টেকো বায়ার্ন ভুরু কোঁচকাল প্রথমে, তারপর মেকী বিতৃষ্ণার সঙ্গে নাক সিটকাল। 'দেখো অবস্থা!' বিস্ফোরিত হলো সে। 'ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সাতটা বুলেট নিয়েছে শরীরে, অথচ সে-ই কি-না একটা মেয়ের সামনে ভেড়া বনে গেছে!'

অহংকার

মানুষ মাত্রই ভুল করে। লেন্স হ্যামকও মানুষ। বিগ বেন্ড এলাকায় তার যতই আধিপত্য কিংবা পিস্তলে যত দক্ষতাই থাকুক, সামান্য একটা ভুলের কারণে খুন হয়ে গেল সে।

বয়সের কারণে হ্যামক ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বেপরোয়া স্বভাবের যুবক। বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করতে সক্ষম, মেস্কাল থেকে মুলশ পর্যন্ত প্রতিটি লোক জানত ওর সম্পর্কে। কাউপাঞ্চিং করত একসময়, কিন্তু নিজের চাহিদার সঙ্গে প্রাপ্তির সমন্বয় হচ্ছে না বলে পিস্তল ব্যবহার করতে শুরু করে ও। কাউন্টির ছোট ছোট ব্যাংকে পিস্তলকে চেক হিসাবে ব্যবহার করে টাকা সংগ্রহ শুরু করে। দিনে দিনে ত্যক্ত হয়ে উঠল মানুষ। টনক নড়ল কাউন্টি কর্মচারীদের। রেঞ্জার জন ওয়েসকে ডেকে পাঠানো হলো।

রিও গ্রান্ডের বিগ বেন্ড এলাকায় কঠিন কিছু মানুষের আনাগোনা রয়েছে, যাদের একজন লেন্স হ্যামক, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকে সমঝে চলত ওকে। বহুদিন ধরে জন ওয়েসের কথা শুনে আসছে সে, বর্ণনা শুনে মনে রেখেছে–এমন ভাবে যাতে দেখলেই রেঞ্জারকে চিনতে পারে। জন ওয়েসকে অন্যরা যা-ই মনে করুক, হ্যামক কখনও তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ওর ধারণায়, সবাই বরং একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েছে ওয়েসকে। সবার বড় মুখকে ছোট করে দেওয়ার ইচ্ছেও কাজ করছিল তার মনে।

নাইন পয়েন্ট মেসার দক্ষিণে ড্রর পাড়ে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল লেন্স, জুৎসই একটা জায়গা খুঁজে অপেক্ষায় থাকল। দেখা যাক,

সিগারেট ধরানোর সময় মনে মনে ভাবল সে, কেমন স্মার্ট ব্যাটা রেঞ্জার!

একসময় সত্যি সত্যি ট্রেইলে দেখা গেল জন ওয়েসকে। একটা জেব্রা ডানে চড়েছে। ক্লান্ত, ধুলিধূসর চেহারা। ধুলোর অত্যাচার থেকে ঘোড়াটাও রেহাই পায়নি।

'কেন এসেছ, টিকটিকি?' রাইফেলের লিভার টেনে আমুদে কণ্ঠে জানতে চাইল লেন্স।

সামান্য বিকারও দেখা গেল না ওয়েসের মুখে। 'তুমি কে?'

'আমি কে, সেটা কি বড় কিছু? আসল কথা হচ্ছে, আর এক মুহূর্ত পরে খুন হয়ে যাবে তুমি। দুনিয়ায় রেঞ্জার জন ওয়েস বলে কেউ থাকবে না। কীভাবে মরতে চাও, স্যাডলে বসেই গুলিটা বুকে নেবে নাকি মাটির উপর দাঁড়িয়ে কপালে নেবে? ইচ্ছে করলেই কপালটা উড়িয়ে দিতে পারি তোমার।'

মাথা ঝাঁকাল জন ওয়েস, মুখে সামান্য স্বস্তি ফুটল। ধীর ভঙ্গিতে স্যাডল ছেড়ে মাটিতে পা রাখল।

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে ফেলল হ্যামক, পায়ের কাছে ফেলে বুটের আগা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলল; ক্ষীণ উল্লাস মিশ্রিত হাসিটা চওড়া হলো মুখে, বিদ্যুৎ গতিতে ড্র করল।

মামুলি কথাবার্তা বা তর্কাতর্কি, যাই বলা হোক, ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত হলেও মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, কারণ ততক্ষণে বিস্ময় বা চমকের ধাক্কা সামলে নিয়েছে জন ওয়েস, নিজের ইতিকর্তব্যও স্থির করে নিয়েছে। জোড়া কোল্ট উঠে এল ওর হাতে, ভুলের মাশুল দিতে হলো হ্যামককে। দুটো তিক্ত স্মৃতি নিয়ে পরপারে গেল সে–আচমকা, ভোজবাজির মত জন ওয়েসের হাতে কীভাবে পিস্তলটা এল বলতেই পারবে না সে, আর চরম বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করেছে যে বিগ বেন্ডের সবচেয়ে চালু ও ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ হলেও পুরো টেক্সাসে সে মোটেও ক্ষিপ্রতম নয়।

মৃত আউটলকে পরীক্ষা করল ওয়েস। লোকটার প্যাক-হর্সে

চকচকে নোট আর সোনার মুদ্রায় ভরা দুটো স্যাডলব্যাগ আবিষ্কার করল। সব মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার ডলার। যথেষ্ট টাকা। রিও গ্রান্ড থেকে ডেভিস মাউন্টেন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় এরচেয়ে কম টাকার কারণে খুন হয়েছে বহু মানুষ।

হ্যামক মরে গেলেও, তার রেখে যাওয়া টাকা সমস্যা হয়ে দেখা দিল জনের জন্য। এলাকার অনেকেই এই টাকার কথা জানে। আউটলর মৃত্যু পর, কার্যত সেই টাকা যে জনের কাছে থাকবে, ঠিকই বুঝে নেবে সবাই। সাত হাজার ডলার লোভী বা নৃশংস হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট বটে। তা ছাড়া, হ্যামকের কিছু বন্ধু তো আছেই। প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্গে উপরি হিসাবে যদি সাত হাজার ডলার জুটে যায়, সোনায় সোহাগা হয়! জন যখন শহরে আসবে, এরা ধরেই নিবে ভারী দুটো স্যাডলব্যাগ সঙ্গে থাকবে ওর।

নাক বরাবর উত্তরে আউটল শহর পয়সানো। আগন্তুকদের শহর ওটা। সাধারণ শান্তিপূর্ণ শহরের ব্যতিক্রম। পশ্চিমের যে-কোন শহরে আগন্তুক মাত্র সন্দেহের পাত্র এবং নির্লিপ্ত অভ্যর্থনা পায়, কিন্তু এখানে ঠিক উল্টোটা ঘটে। পয়সানোতে গিয়ে গরম খাবার খাবে, নাকি খালি পেটে ক্যাট ক্ল আর প্রিকলি পিয়ারের ঝোপের পাশে রাতটা কাটিয়ে দেবে–বিতর্কটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না জনের মনে, সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা করল ও।

শেষ বিকালে পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা হিমেল বাতাসের সঙ্গী হয়ে পয়সানোয় ঢুকল ও।

মাসট্যাঙ সেলুনের মালিক, জর্জ ইলহ্যামের কাছে শহরে রেঞ্জার জন ওয়েসের উপস্থিতি হুমকিস্বরূপ। কাগজে-কলমে পয়সানোর শাসক সে, কিন্তু আসলে আউটল জিম মেসই সর্বময় কর্তা। তার কথায় চলে শহর। তবে এ-মুহূর্তে পয়সানোয় নেই সে, রেইড করতে সীমান্তের ওদিকে গেছে।

জন ওয়েসের ঘোড়াটা সেলুনের সামনে এসে থামতে, প্যাক-

হর্সে কী বোঝা রয়েছে, অনুমান করতে অসুবিধা হলো না ইলহ্যামের। ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট এবং ত্যক্ত বোধ করল সেলুন মালিক। যে-কোন রেঞ্জারই সমীহ করার মত মানুষ, পিস্তলে তার দক্ষতা নিঃসন্দেহে ঈর্ষণীয়; কিন্তু সাত হাজার ডলারের লোভ কাপুরুষকেও সাহসী করে তুলতে পারে। ব্যাপারটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো ইলহ্যাম।

কাজের ব্যস্ততায় এতদিন পয়সানোর দিকে মনোযোগ দেয়নি রেঞ্জাররা, এবং ঠিক এ-কারণেই শহরটার অস্তিত্ব টিকে আছে এখনও, বোঝে ইলহ্যাম; এও জানে যে কোন রেঞ্জার যদি এখানে মারা যায়, তা হলে সব কাজ ফেলে ছুটে আসবে নাছোড়বান্দা রেঞ্জাররা। সেটা যদি নেহাত দুর্ঘটনাও হয়ে থাকে, খতিয়ে দেখতে পিছ-পা হবে না কেউ।

স্যাডলব্যাগ সঙ্গে নিয়ে সেলুনে ঢুকল ওয়েস। ব্যাগ রাখার জন্য দেয়ালে হ্যাঙার রয়েছে, তবে সেদিকে একবার তাকিয়ে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও, সরাসরি বারের দিকে এগোল। 'হাউডি, জর্জ! এক রাউন্ড রাই, গরম খাবার আর একটা বিছানা চাই। হবে তো?'

'নিশ্চই! না থাকলেও তোমার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে, মি. ওয়েস!' বেশ জোরেসোরে নামটা উচ্চারণ করল ইলহ্যাম, যাতে সেলুনের সবাই জেনে যায় আগন্তুকের পরিচয়, তা হলে চট করে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে না কেউ। সাত হাজার ডলার পেলে যতটা খুশি হবে, রেঞ্জার জন ওয়েস শহর ছেড়ে চলে গেলে তারচেয়ে সাত হাজার গুণ বেশি খুশি হবে সে।

ঝটপট বারের উপর গ্লাস রাখল সে, পাশে নামিয়ে রাখল বোতলটা। 'সিঁড়ির মুখে ভাল একটা কামরা আছে,' নিচু স্বরে বলল সে। 'রুমটা পছন্দ হবে তোমার।' সামান্য ইতস্তত করল সে, কৌতূহল আর বিচক্ষণতার লড়াই চলছে মনে; শেষে কৌতূহলই জয়লাভ করল। 'লেন্স হ্যামকের সঙ্গে দেখা হয়েছে

নাকি তোমার?'

কালো চোখের স্থির চাহনি তুলে তাকাল জন ওয়েস। শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল ইলহ্যামের শিরদাঁড়ায়। পোড়খাওয়া চোখ দুটোর অমন নির্লিপ্ত অন্তর্ভেদী চাহনির কথা শুনেছে সে, তবে এ-মুহূর্তে নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে।

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে,' মৃদু স্বরে বলল জন।

'ও···দক্ষিণে যাচ্ছিল?' প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চাইল ইলহ্যাম। 'যেতে দেখেছ ওকে?' ব্যক্তিগতভাবে হ্যামকে পছন্দ করে সে। আমুদে স্বভাবের যুবক, হৈহুল্লোড় নিয়ে ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। একটু বেয়াড়া, দোষের মধ্যে এই যা।

'শেষ যখন ওকে দেখেছি,' জবাবে বলল ওয়েস। 'দেখে তো মনে হলো না কোথাও যাচ্ছে। সত্যি কথা হচ্ছে, ঠিক যেখানে ওকে রেখে এসেছি সম্ভবত এখনও ওখানেই আছে।'

বারের কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারি রাউডি নামের এক লোক। 'পিস্তলে নিশ্চই বেশ চালু তুমি,' সমীহের সুরে বলল সে। 'লেন্স সবসময়ই বলত একদিন তোমার মুখোমুখি হবে।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল ওয়েসের চাহনি। 'আমার বিবেচনায় লেন্স হ্যামক আসলে বেহিসাবী মানুষ ছিল। আশা করি ওর মত বেহিসাবী লোক বেশি নেই আশপাশে।'

সপাটে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা, ছুটে সেলুনে ঢুকল ছোটখাট একটা মেয়ে। মাথা ঘন বাদামি চুল। ধূসর চোখে শঙ্কিত চাহনি, রোদপোড়া মুখের পটভূমিতে গাঢ় দেখাচ্ছে। ড্রেসটা ছেঁড়া ওর, কাঁধের উপর শাল জড়ানো। 'তুমিই রেঞ্জার?' ওয়েসের উদ্দেশে জানতে চাইল মেয়েটি। 'যদি তাই হয়, দয়া করে সাহায্য করো আমাকে! পাশের কামরায় আমার বাবার কাছ থেকে সব টাকা পোকারে জোচ্চুরি করে হাতিয়ে নিচ্ছে কয়েকজন লোক!'

পশ্চিমে সেলুনে ঢোকে না ভদ্রঘরের মেয়েরা। কিন্তু সামান্য

বিব্রতভাবও দেখা গেল না মেয়েটির মধ্যে। 'আসছ না কেন?' রাগে চিৎকার করল ও। 'দাঁড়িয়ে আছ কী মনে করে?'

'তোমার বাবা যদি স্বেচ্ছায় পোকার খেলতে গিয়ে থাকে,' শান্ত স্বরে বলল ওয়েস। 'আর সে যদি তোমার বাবা হয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় নিজেকে সামলানোর যোগ্যতা তার আছে।'

জ্বলে উঠল মেয়েটার চোখ। 'তুমিও কি অন্যদের মত হতচ্ছাড়া কাউহ্যান্ড, নাকি সত্যি একজন রেঞ্জার? আমার বাবাকে হুইস্কি গিলিয়ে বদ্ধ মাতাল বানিয়েছে ওরা, হাতের তাসও ধরে রাখতে পারছে না সে। বাবাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম আমি, কিন্তু আরেকটু হলে আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিল শয়তানগুলো। তুমি আসবে আমার সঙ্গে, নাকি ঘোড়ার একটা চাবুক নিয়ে ওখানে একাই যাব আমি?'

'রেখে দাও এটা, জর্জ,' ড্রিঙ্ক বারের উপর নামিয়ে রেখে সেলুনকীপকে নির্দেশ দিল ওয়েস। 'তোমার সেফে রাখো ব্যাগগুলো।' জর্জ ইলহ্যামের চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল: 'আর হ্যাঁ, উল্টাপাল্টা ভাবনা মনে এলে আমল দিয়ো না কিন্তু। ওখানে ঠিক কত আছে জানি আমি, এক পেনিও যদি হারানো যায়, তুমি নিজে জবাবদিহি করবে!'

বুক ধড়ফড় করছে জর্জ ইলহ্যামের। সাত হাজার ডলার! বিস্তর টাকা। এমন কাপুরুষ সে, আইনের ভয় আর রাউডির দলবলের চোখ রাঙানিকে সমঝে চলে; তবে সাত হাজার ডলার সত্যি লোভনীয়!

দাঁড়িয়ে থেকে ইলহ্যামকে স্যাডলব্যাগ দুটো সেফে ভরে রাখতে দেখল ওয়েস। সেফের দরজা বন্ধ হওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াল ও, মেয়েটির পিছন পিছন বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। কিছু বলল না মেয়েটি, পোর্চ ধরে দ্রুত এগোচ্ছে। সামনে, ডানের কামরার দরজার নীচ দিয়ে ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে বাইরে।

ভেজানো দরজার কবাট ঠেলে ভিতরে পা রাখল মেয়েটি।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের হুল্লোড় উঠল। 'ফিরে এসেছে মেয়েটা! ফিরে এসেছে, বয়েজ! এবার আচ্ছা সবক দিতে হবে ওকে...'

ছুটে আসছিল কয়েকজন, কিন্তু আচমকা সমস্ত উৎসাহ থেমে গেল। মেয়েটির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জন ওয়েস। ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল সবাই, একজন তো পড়েই গেল মেঝেয়। 'যার যার জায়গায় গিয়ে বসে পড়ো!' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'এক পাল কয়োটি দেখছি!'

তাসের টেবিলে চারজন লোক বসে আছে। মেয়েটির বাবাকে আলাদা করা কঠিন হলো না। একে মাতাল, তার উপর দেখতে পাচ্ছে না চোখে, দু'জন লোক তাকে দু'পাশ থেকে ধরে খাড়া রেখেছে চেয়ারে, তাদের একজন বুড়োর হয়ে তাস তুলছে। কামরা পেরোল জন, সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখল সবাইকে। বুড়োর পিছনে দাঁড়ানো লালচুলো যুবক বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল ওয়েসের দিকে। 'কী অবস্থা, জিতছে ও?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল ওয়েস।

লাল হয়ে গেল লালচুলোর মুখ। 'আসলে...ভাল তাস পড়েনি ওর হাতে,' অপরাধী সুরে বলল সে। 'এ-মুহূর্তে হারছে।'

'এ-পর্যন্ত কত হেরেছে?'

ইতস্তত করল রেড, ঢোক গিলল। 'হাজার খানেক। একটু বেশিও হতে পারে।'

ডান ভুরু টান টান হয়ে গেল ওয়েসের। বুড়োকে দেখে মনে হচ্ছে না হাজার সেন্টের মালিক, হাজার ডলার দূরে থাক। 'অত টাকা ছিল ওর কাছে, ম্যা'ম?' মেয়েটির উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'নিশ্চই!' ঝাঁঝাল স্বরে বলল মেয়েটি। 'তারচেয়ে বেশিই আছে, যদি না এই বাটপাররা নিয়ে গিয়ে থাকে!'

জড়সড় ভঙ্গিতে নড়ে উঠল রেড, মুখের রক্ত সরে গেছে। ছেড়ে দিতে টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল বুড়ো।

'কার ডীল এখন?' হঠাৎ জানতে চাইল ওয়েস।

সবিস্ময়ে ওকে দেখছে চারজন। 'আমার,' বলল সরু মুখো এক লোক, চাহনি ধূর্ত, শঠতায় ভরা।

'বেশ,' শান্ত স্বরে বলল ওয়েস। 'খেলাটা বোধহয় খুব উপভোগ করছিলে তোমরা। শুরু তোমরাই করেছ। তো, তাস বাঁটো, ওকে জিততে দাও, ওর সব টাকা ওকে ফেরত দিতে যেন ভুল না হয়।'

'কী বলছ তুমি···!' দীর্ঘদেহী এক লোক উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো, কিন্তু ওয়েসের বাম হাত কাঁধে আছড়ে পড়তে আলগোছে বসে পড়ল সে।

'বাঁটো!' ফের নির্দেশ দিল ওয়েস। সব সমস্যা যদি লড়াই করে সমাধান করা যেত, তা হলে হয়তো টেক্সাসের এই অংশে অপরাধ আরও কম হত, আনমনে ভাবল ও।

গোমড়া মুখে তাস বাঁটতে শুরু করল লোকটা। লক্ষ্যণীয় যে, ওই মুহূর্ত থেকে জিততে শুরু করল মাতাল বুড়ো। খানিকটা বিস্ময় আর আনন্দ নিয়ে বিপরীত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে রেড, বুড়োর হয়ে সে-ই তাস নিচ্ছে বা টেবিলে রাখছে।

মিনিট ত্রিশ পর, ওয়েসের দিকে ফিরল দীর্ঘদেহী লোকটা। 'হয়েছে। সব টাকা জিতে নিয়েছে ও!' টেবিলের কিনারায় হাত রাখল সে, উঠে দাঁড়াবে।

'বাঁটো,' ওয়েসের চাঁচাছোলা কণ্ঠে হুমকির সুর। 'ওই তাসগুলোও বাঁটো। রেড, তাস নিয়ে খেলবে তুমি, ইচ্ছেমত বাজি ধরবে। তোমার খেলার ধরনটা পছন্দ হয়েছে আমার।'

'বললাম তো, সব টাকা ফিরে পেয়েছে ও!' শেয়ালের ধূর্ততা ফুটে উঠল দীর্ঘদেহীর চোখে, মুখটা কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। 'আর কত? আমাদের ফতুর করে ছাড়বে নাকি? প্রাণ থাকতে···'

লোকটার চোখে চোখ রাখল জন ওয়েস, চাহনিতে একটু আগের উজ্জ্বলতা দেখা গেল না, হিমশীতল হয়ে গেছে। ডান হাত

বাড়িয়ে সব টাকা টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিল ও। 'তাস বাঁটো, দোস্ত। সব টাকা এখন তোমার সামনে। একটা তাস নেবে। ওর চেয়ে বড় তাস যদি তুলতে পারো, সব টাকা তোমার হয়ে যাবে! কী, দারুণ লাগছে না আইডিয়াটা?'

'দরকার কী, লিউ?' দাড়িঅলা, শক্ত চোয়ালের এক লোক পরামর্শ দিল। 'পালাতে পারবে না ও!'

'ফের যদি মুখ খুলেছ তো,' শান্ত স্বরে দাড়িঅলাকে বলল ওয়েস। 'সবক'টা দাঁত হারাবে। কার্ড শাফল করো, লিউ। একটা শিক্ষা হওয়া দরকার তোমাদের, পরেরবার নিরীহ কোন মানুষকে ঠকানোর সময় যাতে শিক্ষাটা মনে থাকে। লিউ, তাস শাফল করে কাটো!'

নিতান্ত বিতৃষ্ণার সঙ্গে সব তাস দেখল লিউ নামের লোকটা, তারপর চ্যালেঞ্জের দৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল ওয়েসের দিকে। 'এবার যেখানে খুশি কাটব আমি। আমার তাস হবে উপরেরটা। বুড়ো যদি জিতে, তা হলে সব টাকা ওর, আমি জিতলে আমার।'

প্রতিবাদ করতে সামনে এগোল মেয়েটি, কিন্তু হাত নেড়ে তাকে নিরস্ত করল ওয়েস। 'বেশ,' রাজি হলো ও দীর্ঘদেহীর প্রস্তাবে। 'তুমি আপত্তি না করলে ওর হয়ে আমি কাটব।' বুড়ো আঙুল তুলে বুড়োর দিকে ইশারা করল ও।

চাপা উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে জুয়াড়ীর চোখজোড়া। 'আপত্তি থাকবে কেন!' সব তাস হাতে নিয়ে শাফল করল সে, তারপর সশব্দে টেবিলের উপর রাখল, বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে তাসগুলো ধরে রেখেছে। 'ঠিক আছে?' জানতে চাইল সে, ওয়েস নড করতে তাস কাটল, প্রথমটা হরতনের রাণী। তাসটা দেখে হাসল সে।

ঝুঁকে হাত বাড়াল জন, সব তাস একত্র করল প্রথমে, তারপর ছোট্ট টোকা দিয়ে তাস কাটল।

প্রথম তাসটা দেখেই রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জুয়াড়ীর মুখ,

চেয়ারের হাতল খামচে ধরল সে, ওয়েসের দেখানো চিরতনের টেক্কার দিকে তাকিয়ে আছে বিহ্বল চোখে। 'তোমার পছন্দের তাস এগুলো,' মৃদু স্বরে বলল ওয়েস।

'ম্যা'ম,' চট করে পিছিয়ে এল ও। 'টেবিল থেকে সব টাকা তুলে নাও। একটা কিছুতে ভরে ফেলো। এখান থেকে ভাগছি আমরা।' জুয়াড়ীর চোখে চোখ রাখল ও। 'একটা জ্ঞান দেই তোমাকে। দাগ দেওয়া টেক্কা নিয়ে খেলো না আর।'

ঘৃণায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে জুয়াড়ীর মুখ, তাকিয়ে আছে ওয়েসের দিকে।

কাজ সেরে দরজার দিকে এগোল মেয়েটি, এই ফাঁকে সারা কামরায় নজর চালাল ওয়েস। একে একে সবার উপর দৃষ্টি বুলাল, বুঝিয়ে দিল কাউকে হেলাফেলা করছে না, বরং সবাইকে হুমকি ভাবছে। 'মেয়েটাকে যদি আবার বিরক্ত করো, বা যতক্ষণ আমি শহরে আছি, ফের যদি এরকম কোন ঝামেলা করো, এই ঘরটা পুড়িয়ে দেব আমি। যাদের ভাগ্য ভাল, তারা হয়তো জেলে যাবে।'

তারপর ঘুরে দাঁড়াল ও, ইচ্ছে করেই পিঠ দেখাল তাদের, দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ওয়্যাগনের কাছে এসে ওয়েসের দিকে ফিরল মেয়েটি। 'আমার নাম প্যাট্রিসিয়া। ধন্যবাদ, মিস্টার। সামান্য টাকা, কিন্তু তারপরও তোমার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমরা।'

শ্রাগ করল ওয়েস 'ধন্যবাদ। তোমাদের সাহায্য করে ভালই লেগেছে। ফের যদি দরকার হয় আমাকে, চিৎকার কোরো,' হোটেলে যে-কামরায় ওর থাকার কথা, আঙুল তুলে দেখাল ওটা। 'ওখানে থাকব আমি।'

আকাশে রূপালি চাঁদ, জ্যোৎস্নার আলোয় গোসল করছে খাঁজকাটা রিজ আর এবড়োখেবড়ো পাহাড়। চড়া স্বরে অভিযোগ জানাল

একটা কয়োটি, চাঁদটা এক খণ্ড মেঘের আড়ালে পড়ে যেতে খাবারের খোঁজে অন্ধকারে পা বাড়াল ওটা। দিনের প্রথম ফ্যাকাসে আলো ফুটে উঠল দিগন্তে।

ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে শুলো জর্জ ইলহ্যাম। একটু পর জেগে গেল। চারপাশে অন্ধকার, সুনসান নীরবতা। ভোরের বার্তা নিয়ে বইছে হালকা ঝিরঝিরে বাতাস। আচমকা পূর্ণ সজাগ হয়ে গেল সে, মনে পড়ল সেফে রাখা সাত হাজার ডলারের কথা। আরও তিন হাজার রয়েছে বুড়ো উইগিনের ওয়্যাগনে। এটা অবশ্য গুজব। গরু বিক্রি করে এই টাকার বেশিরভাগ সংগ্রহ করেছে সে, বাকিটা পোকারে জিতে নেওয়া। জীবনে একসঙ্গে দশ হাজার ডলার একত্রে দেখেনি ইলহ্যাম। পয়সানোয় এত টাকার লেনদেনও হয়নি কখনও।

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল তার।

হালকা চালে ছুটে আসছে রাইডাররা। উঁহুঁ, দু'জন নয়, তারচেয়েও বেশি। ঝট করে উঠে বসল ইলহ্যাম, অনুমান করতে পারল রাইডারদের পরিচয়–রেইড শেষে ফিরে আসছে জিম মেস।

সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে বিছানা ছাড়ল সে, হাত বাড়াল বুটের জন্য। বুঝতে পারছে, যত দ্রুত সম্ভব শহরের রেঞ্জার জন ওয়েসের উপস্থিতির কথা মেসকে জানানো উচিত। তবে এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ অনুমান করতেও অসুবিধা হলো না ওর। নির্ঘাত রেঞ্জারকে খুন করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাবে আউটল। জন ওয়েস খুন হওয়া মানে ওর ব্যবসার বারোটা বেজে যাওয়া; কিন্তু মস্তিষ্কের অন্য অংশে ভিন্ন একটা চিন্তা চলছে–সে নিজেই ওই দশ হাজার ডলারের মালিক হতে পারে, রেঞ্জার জন ওয়েস বা হ্যারি রাউডির থাবা থেকে দূরে থাকার বুদ্ধিটা যদি বাতলাতে পারে!

কষ্টেসৃষ্টে মোটাসোটা শরীর ট্রাউজারে গলিয়ে দিল সে, পায়ে

বুট চাপাল, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল দরজার দিকে। জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তে আচমকা থেমে গেল। আরে, ওয়্যাগনটা চলে গেছে!

মিনিট খানেক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, আগ্রসরমান রাইডারদের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, শুধু উধাও হয়ে যাওয়া ওয়্যাগনের কথা ভাবছে। লিউ পাইনের কথা মনে পড়ল তখন। হারামজাদা জুয়াড়ী যদি কাজটা করে থাকে…

সিঁড়িতে পা রাখল সে। দ্রুত সবক'টা ধাপ টপকে দোতলায় চলে এল। সিঁড়ি ভাঙার ক্লান্তির চেয়ে বরং উত্তেজনাই বেশি, হাঁপাচ্ছে, এক হাতে খামচে ধরে রেখেছে বেল্টহীন ট্রাউজার। হাট হয়ে খোলা জন ওয়েসের কামরা, এলোমেলো বিছানার উপর একটা চিরকুট। তাতে লেখা:

এভাবে চলে যাওয়ার জন্য দুঃখিত। আমার টাকা বুঝে নিয়েছি।

টাকা বুঝে নিয়েছে? কীভাবে? …! ঘুরেই ছুটল ইলহ্যাম। যতটা দ্রুত উঠেছিল, তারচেয়েও দ্রুত নেমে এল। অন্ধকার, নীরব সেলুনে ঢুকে পড়ল। লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেখল সেফটা বন্ধই আছে। দ্রুত ডায়াল ঘুরিয়ে সেফ খুলল সে। টাকা যেখানে রেখেছিল, সেখানে আরেকটা চিরকুট রয়েছে।

আরও সতর্ক থাকা উচিত তোমার। টাকা রাখতে সেফ খোলার সময় নম্বরটা দেখে মুখস্থ করে ফেলেছি। আমার টাকা নিয়ে গেলাম। তুমি বরং তোমার লোকদের অযথা দৌড়-ঝাঁপ দিতে পাঠিয়ো না।

দরজায় করাঘাতের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল সে। চমক সামলে দরজার দিকে এগোল। কবাট সরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঠেলে ভিতরে পা রাখল জিম মেস। বারের কাছে চলে গেল বিশালদেহী আউটল, জন ওয়েসের রেখে যাওয়া বোতলটা তুলে নিল। গ্লাসে ঢেলে লম্বা চুমুক দিল হুইস্কিতে, তারপর ইলহ্যামের

দিকে ফিরল। 'কোথায় রেখেছ?'

'কী রেখেছি!?'

ঘরে পা রাখল লিউ পাইন। চওড়া হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'বলেছি তো, জিম, ব্যাটা ভড়কে গিয়েছিল। টাকাটা সেফে আছে।'

'নেই,' চিরকুটটা আউটলর দিকে বাড়িয়ে দিল ইলহ্যাম। 'টাকা নিয়ে কেটে পড়েছে ওয়েস, ওয়্যাগনটাও চলে গেছে ওর সঙ্গে।'

'দশ হাজার!' আফসোস করল লিউ। 'ভাবো একবার, জিম! দশ হাজার ডলার, চাইলেই হাতের মুঠোয় চলে আসবে!'

সশব্দে বারের উপর গ্লাস নামিয়ে রাখল আউটল। 'তাজা ঘোড়া নিয়ে এসো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল সে। 'জলদি! ওই টাকা আমাদের চাই! ওয়্যাগন নিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না ব্যাটা!'

দূরে, মেঘের গুড়গুড় শব্দ শোনা গেল।

মোটা ভুরুর নীচে ধূর্ত চোখে জিম মেসকে নিরীখ করল ইলহ্যাম। 'ঠিকই বলেছ, জিম। পাহাড়ের দিকে যাবে ওরা। অনায়াসে ধরে ফেলব ওদের।'

'তুমি যাচ্ছ না, মোটুরাম,' বাইরে ছুটন্ত খুরের শব্দ শুনতে পেল জিম মেস, তাজা ঘোড়া আনা হয়েছে। 'এখানে থাকবে তুমি, আর মুখটা বন্ধ রাখবে। চলো, বয়েজ, দশ হাজার ডলার কামাই করি গে!'

ছয় মাইল পশ্চিমে, টর্নিলো ক্রীক পেরিয়ে ওয়্যাগনের আগে আগে বন্ধুর জমিতে উঠে এল জন ওয়েস। এবড়োখেবড়ো প্রান্তর। মাঝে মধ্যে ড্র দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টির সময় ভরে ওঠে ওগুলো, ফুঁসে ওঠে খরস্রোতা নদীর মত। পানি এখনও আছে, যদিও ওয়্যাগন পেরোতে তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, পাহাড়ী ঢাল ধরে নেমে আসছে পানি।

ঝুঁকি নিয়েছে ওয়েস, তবে জেনে-শুনে নিয়েছে। জানে পরিণামে কী হতে পারে। টর্নিলো ফ্ল্যাটে পৌঁছতে হলে অন্তত আরও দুটো গভীর ড্র পেরোতে হবে। তারপর খাড়া ঢাল ধরে টর্নিলো ফ্ল্যাটের তলায় পৌঁছাবে। ওটাই একমাত্র নিরাপদ জায়গা। উঁচু হওয়ায় পানির ঢল থেকে রক্ষা পাবে, উপরন্তু—ওর ধারণা যদি ঠিক হয়ে থাকে—তা হলে নিরাপত্তাও পাওয়া যাবে, কারণ পিছু নিয়ে আসা যে-কোন লোকের জন্য ওটা হয়ে উঠবে মৃত্যুফাঁদ!

লাগাতার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সঙ্গে চলছে ঝড়। ঘোড়া ঘুরিয়ে ওয়্যাগনের পিছনে চলে এল ও। 'সাবধানে চালাও, বুড়োখোকা!' ঝড়ো বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল ওর কণ্ঠ। 'আরও দুটো ড্র পেরোতে হবে!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, ওর দিকে তাকাল বুড়ো। 'নাহ্, ভরসা পাচ্ছি না! পৌঁছতে পারব না আমরা। বৃষ্টির তোড় বেড়ে গেছে!'

'পারতেই হবে! চলো!'

হার্নেসে টান পড়ল, গতি বাড়িয়ে এগোল ঘোড়াগুলো। ওয়্যাগনে তেমন বোঝা নেই, আসার পথে বেশ কয়েকটা আসবাবপত্র ফেলে দিয়েছে ওরা। প্রতিবারই প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে, এবং দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাই হোক—তর্কে পরাস্ত হয়েছে মেয়েটা।

সামনে, মাটির বুকে বিশাল আঁচড় কেটেছে যেন ড্রটা। সামান্য দ্বিধাও করল না জন, সরাসরি এগোল। পানি তেমন গভীর নয়, সরু ধারায় বইছে ড্রর তলা বরাবর। বৃষ্টির পানি এটা। কিন্তু বিপদ হবে তখন, যখন পাহাড়ী ঢল নেমে আসবে। পাথর, মানুষ, ঘোড়া...কোন কিছুই তখন পানির তোড়ের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

ড্র পেরোনোর সময় সমানে চেঁচাল ওরা, উৎসাহ দিচ্ছে

ঘোড়াগুলোকে। ওপাড়ে উঠে এল। দূরে পানির দানবীয় গর্জন কানে এল। ওয়েসের দিকে তাকাল প্যাট্রিসিয়া। 'এখানে থামতে পারি না আমরা?' প্রায় মিনতির সুরে জানতে চাইল ও।

'উঁহুঁ, খড়কুটোর মত উড়ে যাব সবাই। এগোও, বুড়োখোকা!'

লাফিয়ে এগোল ওয়্যাগন। আধ-মাইল দূরে পরবর্তী ড্র। যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটল চারটে মিউল। পাশাপাশি ছুটল ওয়েস, ল্যাসোর আঘাতে লাগাতার তাগাদা দিয়ে চলল ঘোড়াগুলোকে।

সামনে ষাট গজ চওড়া ড্র। ওপাশের ট্রেইলটা আবছাভাবে চোখে পড়ছে। পানির গর্জন এখন কানে লাগছে। চারটা মিউলকে শেষবারের মত তাড়া দিয়ে স্পার দাবাল ওয়েস, লাফিয়ে আগে বাড়ল ওর ডান ঘোড়াটা, ওয়্যাগনের সামনে চলে এল। তুফান বেগে ছুটল ওটা, পিছনে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল ওয়্যাগন। ড্রটা পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, মাঝপথে থাকতে পানির ঢল দেখতে পেল ওরা।

কালচে-ধূসর দশ ফুট উঁচু একটা দেয়াল যেন! এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ল্যাসো চালাল জন, মিউলের পাশে রাইড করছে, ছুটে উঠে এল ট্রেইলে। সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো উঠে এল তীরে, একটা পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে শূন্যে উঠে গেল ওয়্যাগন। আর তাতেই ঢলের আয়ত্তের বাইরে চলে এল ওরা। নিমেষে জায়গাটা পেরিয়ে গেল টনকে টন পানি, শব্দ শুনে মনে হলো প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে হাজার দানব।

'হয়েছে!' চিৎকার করল ওয়েস। 'এবার গতি কমাতে পারো।'

লাগাম টেনে ধরল পিটার উইগিন, গতি কমিয়ে এগোল চারটা মিউল। ওদের পিছনে ভরা যৌবন পেয়েছে ড্রটা, দুই তীরে উপচে পড়ছে পানি। স্টিরাপে ভর দিয়ে উঁচু হলো ওয়েস, আঙুল

তুলে দেখাল বাপ-মেয়েকে।

পিছনে, দুই ড্রর মাঝখানে আটকা পড়েছে একদল ঘোড়সওয়ার! মুখে বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে হেসে উঠল ওয়েস। 'গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছি ওদের! ওরা যে পিছনে আছে, অনুমানে ভুল হয়নি আমার।' ওয়্যাগনের পাশাপাশি এগোল ও। 'এগোতে থাকো, তবে আগের মত মরিয়া না হলেও চলবে। পেইন্ট গ্যাপের বাথানে চলে যাও। ওখানে পৌঁছতে পারলে আর কোন ভয় নেই।'

উঠে দাঁড়াল প্যাট্রিসিয়া। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ব্যাটাদের উপর নজর রাখব। ওদের একজনের সঙ্গে কথা না বললেই নয়!' ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এগোল ও। সেদিকে তাকিয়ে থাকল প্যাট্রিসিয়া, বৃষ্টির তোড়ে হারিয়ে গেল ঋজু কাঠামোটা।

বৃষ্টিটা খুব উপভোগ করছে ওয়েস। গায়ে স্লিকার চাপিয়েছে, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে মুখ, তারপরও উপভোগ করছে। ড্রর দিকে এগোল ও। ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করে উজানের দিকে এগোচ্ছে রাইডাররা। সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ও, এমন কিছু ঘটবে ধরে নিয়েই জুয়াটা খেলেছে। ষোলো বছর বয়সে এই এলাকায় গরু দাবড়ানোর সময় এভাবে একবার আটকা পড়েছিল। অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে রাইডারদের পিছু নিল ও।

হঠাৎ থেমে গেল তারা। যেখানে থেমেছে, কানায় কানায় পূর্ণ দুই ড্রর মাঝখানে দ্বীপের মত কিছুটা উঁচু জায়গা। যে-হারে বৃষ্টি হচ্ছে, কয়েক ঘণ্টা এখানেই অপেক্ষা করতে হবে ওদের, দুই ড্রর পানি সরে যাওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে হবে। অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা তো লাগবেই।

নিচু একটা মেসার ঢালে থেমেছে ওরা। লালচে ঘাসহীন ওখানকার জমি। মেসার চূড়াটা—শেষ বিশ ফুট—পাথুরে মাটি দুই

ড্রকে সংযুক্ত করেছে। একটা ঘোড়া হয়তো হামাগুড়ি দিয়ে পেরোতে পারবে, কিন্তু পিঠে আরোহী নিয়ে পার হতে পারবে না। ঘোড়া থামিয়ে মনে মনে এক চোট হেসে নিল জন ওয়েস।

ওকে দেখতে পাচ্ছে রাইডাররা। তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল ওয়েস। চট করে কাঁধের উপর রাইফেল তুলল একজন, একটা গুলিও করল, কিন্তু দূরত্ব এত বেশি যে ধারে-কাছেও এল না বুলেটটা। এগোল ওয়েস, ভাবছে যা খুঁজছে সেটা পাবে কি না।

পাথুরে সেতুটা খুঁজে পেয়ে রীতিমত উল্লাস আর সন্তুষ্টি বোধ করল ও।

পশ্চিমে আউটলদের পথ আটকে রেখেছে পাথুরে মেসা। ঠিক ওটার এপাশে চলে এসেছে ও। সেতুটা আসলে মেসারই অংশ। পঞ্চাশ ফুট চওড়া আর অন্তত বিশ ফুট দীর্ঘ। নীচে সগর্জনে নেমে যাচ্ছে পানির ঢল।

পাথুরে সেতু ধরে হেঁটে এগোল ঘোড়াটা, মেসার চূড়ার উদ্দেশে। উত্তর দিকে আচমকা শেষ হয়ে গেছে ওটা, বেশ কয়েক জায়গা দিয়ে নেমে যাওয়া যাবে, পশ্চিম দিকেও একই ব্যাপার; কিন্তু দক্ষিণ বা পুব দিক থেকে উঠে আসা অসম্ভব।

রিমের চল্লিশ গজের মধ্যে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল ওয়েস, স্ক্র্যাবার্ড থেকে রাইফেল তুলে নিল হাতে, স্লিকারের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল ওটা। রিমের নীচে আটকা পড়েছে আউটলরা। কয়েক সারি বোল্ডার পেরিয়ে কিনারায় চলে এল ও, ঝুঁকে নীচে দাঁড়িয়ে থাকা রাইডারদের দেখল। নীরব হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ওর মুখ, রাইফেল বের করে ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাল সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো। ঝট করে মাথা তুলে রিমের দিকে তাকাল সবাই, যার যার অস্ত্র বের করতে ভুল করেনি।

'অস্ত্র ফেলে দাও, জিম!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ওয়েস। 'সবাই! রাইফেলে কাভার করেছি তোমাদের, ব্যারেলের উপর

বসানো পটের মত সবাইকে খুন করে ফেলতে পারব। তুমি,' একজনের উদ্দেশে ইশারা করল ও। 'সবার অস্ত্র জড়ো করে ফেলো। একটাও যেন বাকি না থাকে!'

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সবাই, দৃষ্টি ওয়েসের উপর। সামনে-পিছনে খরস্রোতা নদী, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পেরোনো যাবে না। পুবে, বিস্তৃত ঢাল নেমে গেছে ড্রর তলায়, প্রায় পুরোটাই চোরাবালিতে পূর্ণ। পায়ে হেঁটে হয়তো মেসায় উঠে আসতে পারবে ওরা, কিন্তু এ ছাড়া উদ্ধার পাওয়ার কোন রাস্তা নেই; কিংবা রাইফেলের গুলি এড়ানোরও উপায় নেই। খোলা জায়গায়, অসহায় অবস্থায় ওদের পেয়ে গেছে ওয়েস।

'আরেকবার কিন্তু বলব না!' তাগাদা দিল ওয়েস। 'আমার ধৈর্য কম! জলদি সবার অস্ত্র জড়ো করো!'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে একে একে সবার অস্ত্র সংগ্রহ করল আউটল। সঙ্গে ল্যাসো নিয়ে এসেছে ওয়েস, দেয়াল বরাবর নামিয়ে দিল ওটার এক প্রান্ত। 'দড়ির সঙ্গে বাঁধো ওগুলো!' নতুন নির্দেশ দিল লোকটাকে।

নির্দেশ তামিল হতে দড়ি টেনে তুলল ও, মিনিট কয়েকের মধ্যে আউটলদের সব অস্ত্র ওর হাতে চলে এল। রিমের কিনারে সরে এল ও। 'বেশ, ঘোড়া রেখে এবার দেয়াল বেয়ে উঠে এসো সবাই। একজন একজন করে!'

'ঘোড়া ফেলে যাব?' প্রতিবাদ করল জিম মেস। 'ওগুলোর কী হবে তা হলে? আমরা বাড়ি যাব কীভাবে?'

'পায়ে হেঁটে।'

সমস্বরে প্রতিবাদ করল আউটলরা, চেঁচিয়ে নিজের অনিচ্ছা জানিয়ে দিল একজন। ঘোড়া ঘুরিয়ে স্যাডলে নিচু হয়ে গেল সে, স্পার দাবাল, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ফ্ল্যাটের দিকে এগোল ঘোড়াটা। কিন্তু দুই লাফও যায়নি ওটা, তার আগেই গুলি করল ওয়েস। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা, তারপর স্যাডলচ্যুত হলো।

এলোমেলো পায়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডান হাতে বাম কাঁধ খামচে ধরেছে, সমানে খিস্তি আওড়াচ্ছে।

'একজন একজন করে!' চিৎকার করল ওয়েস। 'উঠতে শুরু করো!'

সত্যি সত্যি উঠে এল ওরা, একজনের পিছনে আরেকজন; এবং একজন একজন করে সবার হাত পিছনে বেঁধে ফেলল ওয়েস, ছুরি বা লুকানো পিস্তলের খোঁজে শরীরে তল্লাশি চালাল। সবার শেষে উঠে এল জিম মেস, লাল মুখ আরও লাল দেখাচ্ছে, কুৎসিত হয়ে গেছে চাহনি। 'তোমাকে খুন করব আমি!' খরখরে স্বরে শপথ করল সে।

শ্রাগ করল ওয়েস।

সবাইকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল উত্তর-পশ্চিম দিকে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু কেউই গ্রাহ্য করছে না। ঘণ্টা খানেক পর থেমে পনেরো মিনিটের বিরতি দিল ওয়েস, বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেল আউটলরা। বৃষ্টি ধরে এসেছে, গুঁড়ি-গুঁড়ি আকারে হচ্ছে এখন। ফের বন্দিদের যাত্রা করিয়ে দিল ওয়েস। চার ঘণ্টা পর পেইন্ট গ্যাপ র‍্যাঞ্চের আঙিনায় পৌঁছল ওরা। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে আউটলরা, ক্লান্তিতে পা চলছে না কারও।

কাউহ্যান্ডদের নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল ফোরম্যান ভন মরগান। উইগিনরাও রয়েছে।

'আরে, করেছ কী!' উৎফুল্ল স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল মরগান। 'জিম মেস আর ওর দলবল! কীভাবে সবক'টাকে ধরলে, জন?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ওয়েস। 'বোধোদয় হয়েছে ওদের। সিদ্ধান্ত নিয়েছে আত্মসমর্পণ করবে। তাই না, জিম?'

গালিগালাজের তুবড়ি ছুটল আউটল নেতার মুখে। স্থির দৃষ্টিতে ওয়েসের দিকে তাকিয়ে থাকল লিউ পাইন, চোখে খুনের নেশা—মনে মনে ভাবছে একটা অস্ত্র পেলে এখনই খুন করবে

ওয়েসকে।

প্যাট্রিসিয়ার দিকে ফিরল ওয়েস।

'তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও,' বলল মেয়েটি। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছ দেখছি। কাপড় বদলে নাও আগে।'

'এই কাপড়েই কবরে শোবে ও!' হুমকি দিল জিম মেস।

সব আউটলকে খেদিয়ে বার্নে ঢোকাল ওয়েস, এক কাউহ্যান্ডকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকল। জুয়ার আড্ডায় দেখা লালচুলো যুবক নেই দলে। তাকে না দেখে খুশিই হয়েছে ওয়েস। হয়তো বোধোদয় হয়েছে রেডের। আগের রাতে উইগিনের হয়ে চমৎকার খেলেছে যুবক, তার খেলার ধরন সত্যি ভাল লেগেছে ওর। আগে যাই করুক, ওয়েস জুয়ার হলে ঢোকার পর বেতাল কিছু করেনি, উইগিন যাতে জিততে পারে, সেজন্য আন্তরিকতায় তার খাদ ছিল না।

দেয়ালের কাছাকাছি স্যাডলব্যাগ রাখল ওয়েস। 'মেসকে পরে দরকার হবে আমার,' ফোরম্যানের উদ্দেশে বলল ও। 'সীমান্তের দু'পাশে সমানে লুটপাট চালিয়ে এসেছে ও। ওর খোঁজেই এসেছিলাম এখানে, পথে দেখা হয়ে গেল লেন্স হ্যামকের সঙ্গে। আর লিউ পাইনও ফেরারী-খুনের দায়ে ওকে খোঁজা হচ্ছে ডালাস এবং নিউ অর্লিয়েন্সে।

'বৃষ্টি থেমে গেছে,' হঠাৎ জানাল প্যাট্রিসিয়া। 'কাল নিশ্চই রওনা দিতে পারব আমরা?'

সত্যি সত্যি বৃষ্টি থেমেছে। কান পাতল জন, কিন্তু বৃষ্টির কোন আওয়াজ শুনতে পেল না, তবে অন্য একটা শব্দ কানে আসছে—ক্ষীণ খটখট আওয়াজ, একটা ঘোড়ার হাঁটার শব্দ। 'কেউ আসছে নাকি?' জানতে চাইল ও। 'কাউহ্যান্ডদের কেউ?'

'হয়তো। দু'জন এখনও বাইরে আছে।' উঠে দাঁড়াল মরগান। 'আমি দেখছি।'

দরজার দিকে এগোল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার। আচমকা পিছিয়ে

এল সে, চোখে নিদারুণ বিস্ময়, দোরগোড়ায় দেখা গেল জর্জ ইলহ্যামকে, হাতে ভয়াল দর্শন একটা শটগান। দুটো সিক্সশুটারও রয়েছে তার হোলস্টারে, কিন্তু শটগানটাই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল ওয়েসের জন্য। 'বোকামি কোরো না, জর্জ,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'এসবের বাইরে ছিলে তুমি।'

'জানি,' নিস্পৃহ, নিরীহ সুরে জবাব দিল ইলহ্যাম। 'সত্যি সত্যি এসবের বাইরে ছিলাম। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলাম কিছুক্ষণ, মনে হলো বোকামি করছি। দশ হাজার ডলার! অনেক টাকা। ঠিকমত খরচ করলে অনেকদিন চলে যাবে আমার। যদি দক্ষিণ আমেরিকার কোন একটা দেশে যেতে পারি, তা হলে তো কথাই নেই।

'টাকার কথা ভুলতে পারছিলাম না। সিদ্ধান্ত নিলাম, ওই টাকা আমার চাই। কিন্তু কীভাবে পাব? জন ওয়েসের কাছে আছে। নিজেকে প্রশ্ন করলাম: কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে? ঠিকই অনুমান করেছি আমি।'

'জর্জ,' সধৈর্যে বলল ওয়েস। 'সময় আছে এখনও। যেভাবে এসেছ, চলে যাও, তোমার কথা ভুলে যাব আমি।'

'ন্যায্য অফার। তাই না, মি. মরগান? এ-ধরনের সুযোগ সবাই পায় না। যাই হোক, অফারটা নিচ্ছি না আমি। দশ হাজার! সত্যি কথা বলতে কি, জীবনে একসঙ্গে অত টাকা দেখিওনি আমি। আর কখনও দেখার সুযোগ হবেও না। শোনো, জিম মেসের মত ছটফটে নই আমি। আমি আসলে ভীতু টাইপের মানুষ। এটা ভাল করেই জানি, ওয়েস। আজীবন জিম মেসের দলবলকে ভয় পেয়ে এসেছি। হতচ্ছাড়া ওই বারে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ আছে? তারচেয়ে গুয়াতেমালার কোন প্রাসাদে বা উদ্যানে আয়েশী জীবন যাপন করতে পারি! গুয়াতেমালায় পরিচিত এক লোক আছে আমার। ওর কাছে শুনেছি...'

আচমকা থেমে গেল সে। 'তুমি!' প্যাট্রিসিয়ার উদ্দেশে বলল সে। 'টাকা কোথায় আছে জানি আমি, থলেয় রেখেছ। সব টাকা বের করে টেবিলের উপর রাখো। তারপর স্যাডলব্যাগ দুটো নিয়ে এসো এখানে। কাজ শেষে তোমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে পগার পার হয়ে যাব আমি।'

সবক'টা দাঁত বের করে সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। 'ওয়েস, আমার অনুমানে ভুল হয়নি। জানতাম এখানে আসবে তুমি, তাই মেসদের মত বোকামি করিনি, টর্নিলো ফ্ল্যাটের ধারে-কাছেও যাইনি। সরাসরি পশ্চিমে এগোলাম, তারপর দক্ষিণে মোড় নিয়ে ক্রীক পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম এখানে।'

'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, তোমার মঙ্গলই হবে,' মৃদু স্বরে প্রস্তাব করল ওয়েস। 'ভুল হয়ে যাওয়ার আগেই পরিণাম ভেবে নাও। পালাতে পারবে না তুমি।'

'অনেক ভেবেছি। মরগানের দুটো ঘোড়া নিয়ে যাব সঙ্গে। ওর ঘোড়াগুলো এলাকায় সেরা, জানো তো? ওগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে এমন ঘোড়া চৌহদ্দিতে নেই। বারবার ঘোড়া বদল করলে দ্রুত সীমান্তে পৌঁছে যাব। দূরেও নয়, ওপাশে গিয়ে রেলরোডে উঠব, তারপর গুয়াতেমালা বা অন্য কোথাও চলে যাব। আমার চেহারা জীবনে আর দেখতে পাবে না, জন ওয়েস।'

বাম হাতে থলে দুটো নিজের দিকে টেনে নিল সে। চেয়ারের হাতলের উপর রেখেছে শটগানটা, মাজল ওয়েসের বুক বরাবর তাক করা। বড়জোর দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে ও।

'এবার,' প্যাট্রিসিয়ার উদ্দেশে ইশারা করল সেলুনকীপ। 'বাঁধো সবাইকে। কষে বাঁধবে! ভুল হয় না যেন। আমি কিন্তু বাঁধন পরখ করব। ম্যা'ম, তোমার টাকা নিতে সত্যি খারাপ লাগছে, তবে নেহাত প্রয়োজন বলেই নিচ্ছি। বয়স কম তোমার, টাকা কামানোর বহু সুযোগ পাবে।'

সবশেষে ওয়েসকে বাঁধল প্যাট্রিসিয়া। ওর হাতে দড়ির

একটা বেড় দিল মেয়েটি, গেরো দিল এরপর, তারপর হাত খুলে দড়ির প্রান্ত ওর মুঠিতে ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে, চালাকিটা ধরে ফেলল ওয়েস। জুয়া খেলেছে প্যাট্রিসিয়া, ফস্কা গেরো দিয়েছে!

প্যাট্রিসিয়ার হাত বেঁধে ফেলল জর্জ ইলহ্যাম। তারপর থলে আর স্যাডলব্যাগ তুলে নিল সে, শটগান হাতে দরজার দিকে পিছাতে শুরু করল। বেরিয়ে গেল সেলুনকীপ, দরজাটা তার পিছনে বন্ধ হয়ে যেতে মুঠোয় রাখা দড়ির প্রান্ত ধরে ঝাঁকি দিল জন ওয়েস। কব্জি বাঁধা ওর, একবারে অল্পটুকু খুলতে পারছে। মুখে আর শরীরে ঘাম জমছে, কিন্তু আঙুল দিয়ে দড়ির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল, গেরোটা খোলার চেষ্টা করছে। একটা ঘোড়ার হাঁটার শব্দ শুনতে পেল ও, তারপর আরও একটার। বার্ন থেকে জর্জ ইলহ্যামকে চেঁচিয়ে ডাকল এক আউটল, কিন্তু জবাব দিল না সেলুনকীপ।

আচমকা ঢিলে হয়ে গেল গেরো, বাহুতে ঝাঁকি তুলল ওয়েস, চট করে কব্জির বাঁধন খুলে ফেলল। তারপর কাঁপা হাতে পাজোড়া মুক্ত করল, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল গানবেল্ট। কোমরে জড়াতে জড়াতে দরজার দিকে ছুটল ও।

দুটো কালো ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়েছে জর্জ ইলহ্যাম। একটার পিঠে স্যাডলব্যাগ আর থলেটা ঝুলিয়েছে, অন্যটায় নিজে চাপবে।

বার্নে জিম মেসের খিস্তি শুনতে পেল ওয়েস। বিড়বিড় করে তাদের মুক্ত করতে নিজের অনীহা প্রকাশ করল ইলহ্যাম। বাইরে পা রাখল ওয়েস, পিছনে সশব্দে বন্ধ হলো দরজাটা। যেন ছুরির ঘা খেয়েছে, ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল সেলুনকীপ, হাতে শটগান। পঞ্চাশ গজ দূরে আছে সে, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখজোড়া।

আচমকা চিৎকার করল সে, প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল কথাগুলো। 'না! আমাকে থামাতে পারবে না তুমি!' এক পা

এগোল সে, কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। পরক্ষণে গর্জে উঠল ওয়েসের পিস্তল। শটগানের বিক্ষিপ্ত পিলেট আঘাত করল ওর আশপাশে। দ্বিতীয়বার ট্রিগার টিপল ওয়েস।

টলে উঠল ইলহ্যাম, শটগান ছেড়ে দিল হাত থেকে। তবে তার আগেই দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেনেছে, গুলিটা তার পায়ের কাছে মাটিতে গাঁথল। ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইলহ্যামের মুখ, বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকাল ওর দিকে। এবার পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে।

'ফেলে দাও!' চিৎকার করল ওয়েস। 'পিস্তল ফেলে দাও, জর্জ!'

'না!' কর্কশ স্বরে নিঃশ্বাস নিল মোটাসোটা সেলুনকীপ। 'না, কোন মতেই...'

কোমরের কাছে চলে এসেছে ইলহ্যামের পিস্তল, গুলি করবে এখনই। করলও। প্রথম গুলিটা তাড়াহুড়োয় আর নিশানা ছাড়া, দ্বিতীয়টা ওয়েসের পায়ে ধুলো চটকাল, তারপরই ওয়েস দেখল ওর পেট বরাবর উঠে এসেছে ইলহ্যামের পিস্তলের মাজল।

আর অপেক্ষা করা যায় না। তৃতীয় গুলি করল ও।

সামনের দিকে ছোট্ট একটা পদক্ষেপ নিল জর্জ ইলহ্যাম, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। গড়িয়ে চিৎ হলো দেহটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে, নাকে এক ফোঁটা কাদা লেগে আছে।

ছুটে তার কাছে চলে গেল ওয়েস। এখনও বেঁচে আছে। ওয়েসের চোখে চোখ রাখল সে। 'বোঝা উচিত ছিল তোমার সঙ্গে কুলাতে পারব না,' ফিসফিস করে বলল ইলহ্যাম। 'ভীতু একজন মানুষ আমি, পিস্তল...পিস্তলযুদ্ধে মারা গেলাম, কিন্তু জন ওয়েসের সঙ্গে তো লড়েছি!' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল সে। 'বেশ, সবাই না হয় কাপুরুষই বলবে আমাকে! বলুক! কিন্তু এও বলবে পিস্তল হাতে

জন ওয়েসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম আমি! সবাই মনে রাখবে···বহুদিন!'

মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকল জন ওয়েস। স্থূলদেহী, প্রায় কুৎসিত চেহারা, শরীরে কাদা লেগে আছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ, কাদার কারণে হাস্যকর একটা অভিব্যক্তি তৈরি হয়েছে মানুষটার মধ্যে; কিন্তু হাসতে পারছে না ওয়েস। মৃত্যুর একেবারে শেষ মিনিটে, পিস্তলে তার দক্ষতা যত খারাপই হোক, খানিকটা হলেও মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে জর্জ ইলহ্যাম।

ওয়েসের পাশে এসে দাঁড়াল প্যাট্রিসিয়া উইগিন, আলতোভাবে ওর একটা হাত চেপে ধরল। ঘুরে বাড়ির দিকে ফিরল ওয়েস। মানুষ শিখবে কবে, এদের মত মানুষ কবে শিখবে যে টাকাই সব কিছু নয়? বরং যার যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকাই আসল কথা। পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে এই শিক্ষা উপলব্ধি করেছিল জর্জ ইলহ্যাম?

'কাল আমরা যেতে পারব তো, জন? নিরানন্দ পরিবেশের গাম্ভীর্য দূর করতে জানতে চাইল প্যাট্রিসিয়া।

'নিশ্চয়ই,' নিচু স্বরে জবাব দিল জন ওয়েস।

প্রতিরোধ

মকিং বার্ড উপত্যকায় গরুর ট্র্যাক চোখে পড়ল গ্যারি ডুভালের। তাজা ট্র্যাক। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একপাশে গাছের নীচে সরে এল ও, বিস্তীর্ণ তৃণভূমির দিকে নজর চালাল। উপত্যকায় ট্র্যাকগুলোর একটাই তাৎপর্য–কে.এল রেঞ্জে রেইড করেছে রাসলাররা।

একসময় এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল কে.এল-এর। অবস্থা বদলে গেছে এখন। বুড়ো মালিক টম কেলার অসুস্থ হয়ে পড়ায় চারদিক থেকে ছুটে এসেছে নেকড়ের দল। অবস্থা এরকম চলতে থাকলে টি.কে-এর খোদ র‍্যাঞ্চ-হাউসেও খাবলা বসাতে দ্বিধা করবে না ওরা।

এদেরকে আটকানোর মত কোন লোক নেই। অথচ একসময় টম কেলার নিজেই ছিল আইন। বিশাল সাম্রাজ্য গড়ার পাশাপাশি বুনো এই এলাকায় আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠা করেছে সে। টম কেলারের সরাসরি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে স্কুল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস...আরও কত কী! আসলে নচেস টাউনই তৈরি হয়েছে তার হাতে।

কিন্তু বিরোধী পক্ষ কখনোই হাল ছাড়েনি–না পিটার মুনিক, না চার্লস রজেন। পাহাড়ী এলাকায় যার যার স্প্রেডে নাক-মুখ বুজে অপেক্ষায় থেকেছে ওরা–প্রতিহিংসা আর বিদ্বেষের বিষ হজম করেছে–কখন বুড়োর শেষ সময় উপস্থিত হয়।

বুড়োর দত্তক নেওয়া সন্তান বেন কেলার যে বখে গেছে, এ-কথা

সবাই জানে। হয়তো রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরিবেশের তো একটা ভূমিকা আছে; অথচ বেনের মধ্যে বাপের কোন ছাপ পড়েনি। পুরোপুরি বখে গেছে সে। বাপের প্রত্যাশা ছিল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। কিন্তু গরু ব্যবসা বা আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, বরং হুইস্কি আর জুয়ার প্রতি বেনের যত দুর্বলতা। বেশিরভাগ সময় ফোরম্যান রিচার্ড ডিজারের সঙ্গে গেম-হলে কাটে তার। তল্লাটে খুব কম লোক বেন সম্পর্কে ভাল কিছু বলে।

'সুযোগ পেয়েছে ওরা, রেড,' লাল বে ঘোড়াটার উদ্দেশে বিড়বিড় করল গ্যারি। 'ওরা জানে আর কখনও রাইড করতে পারবে না বুড়ো, তাই ইচ্ছেমত গরু সাবাড় করছে।'

খুঁটিয়ে ট্রাকগুলো দেখল গ্যারি। বিষণ্ন হয়ে উঠল মন। একটা-দুটো হলে কথা ছিল...অন্তত চল্লিশটা হবে। ট্র্যাক লুকানোর কোন চেষ্টাই করেনি চোরের দল। খটকা লাগল গ্যারির মনে। টম হিচ না হয় বিছানায়, কিন্তু ওর ফোরম্যানের ভয়ও কি নেই এদের মনে? রিচার্ড ডিজার কী চীজ, বহুবার প্রমাণ করেছে। পোড়খাওয়া কঠিন মানুষ। ছিল বলা উচিত। কারণ সে আসলে টম কেলারের ছায়া। মালিক দুর্বল হয়ে পড়াতে ডিজারও যেন অতীতের সব হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে। এখন বোধহয় পিটার মুনিক বা চার্লস রজেনের কোন ক্রুর সঙ্গেও লাগতে যাবে না সে।

উপত্যকা ধরে এগোল গ্যারি ডুভাল, সতর্ক এবং কৌতূহলী। সারাক্ষণ নিজের পেছনে নিরেট কিছু রাখার চেষ্টা করল যাতে দূর থেকে দিগন্ত বা আকাশের পটভূমিতে ওর অবয়ব ফুটে না ওঠে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় কাছে-পিঠে আছে রাসলাররা।

গত তিনমাস পিমা'স ক্যানিয়নে নিজের ক্লেইমে কাজ করছে ও। মকিং বার্ড পাসের পাশের রীজ পেরোলেই জায়গাটা। ইদানীং বেশ সোনা উঠছে, ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাওয়ায় খুশি গ্যারি। যে-কোন দক্ষ কাউহ্যান্ড সারা মাসে যা রোজগার করে, তারচেয়ে কয়েকগুণ রোজগার করেছে বরাবর; তবে ইদানীং স্বাভাবিকের

চেয়েও বেশি সোনা তুলছে। গতমাসে দু'বার পকেট ভরা সোনার গুঁড়ো নিয়ে শহরে গিয়েছিল, প্রতিবারই তিনশোর বেশি পেয়েছে। খরচাপাতির পরও কয়েক হাজার ডলার জমিয়ে ফেলেছে ও।

এই এলাকা ভাল করে চেনে গ্যারি, এবং এখানে যারা চলাচল করে তাদেরও চেনে। অথচ বেশিরভাগ লোকই ওকে চেনে না। রক্তে না থাকলেও ওর স্বভাবের মধ্যে ইন্ডিয়ান সত্তা আছে, এবং ও জানে ট্র্যাক না ফেলে বা কারও চোখে ধরা না পড়ে কীভাবে চলাফেরা করা সম্ভব। আশপাশে ঘুরাঘুরি করে ও, কিন্তু সহজে কেউ টের পায় না ওর উপস্থিতি।

লোকজন জানে ধারে-কাছে আছে কেউ, কিন্তু কে কেন কিংবা কোথায় থাকে, সেটা নিশ্চিত জানে না। ব্যাপারটা এরকম থাকাই মঙ্গলজনক মনে করে গ্যারি। মাসে একবার পাহাড় থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে যায় সাপ্লাইয়ের জন্যে, কিন্তু কখনও একই জায়গায় দু'বার যায় না। কেবল এবার ব্যতিক্রম। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার রজার্স' স্টেজ স্টেশনে যাচ্ছে। জায়গাটা ক্লেইমের কাছাকাছি, নিজেকে এরকম বোঝালেও গ্যারি জানে আসল কারণ অন্য। ক্যারোলিন রজার্স।

মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। বিশ হবে বয়স। আয়ত গভীর চোখ, অপূর্ব মুখশ্রী···যে-কোন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত।

তিনমাস আগে এক দুপুরে প্রথম গিয়েছিল গ্যারি। সেবার বহুদিন পর মেয়েদের হাতে তৈরি খাবার পেটে পড়ে ওর। সুস্বাদু কফি পান করেছে আয়েশ ভরে, সময় নিয়ে।

দীর্ঘদেহী মানুষ গ্যারি ডুভাল। প্রশস্ত কাঁধ, সুঠামদেহের সাথে মানানসই লম্বা হাত। ঝুলিয়ে দিলে সরু কোমর ছাড়িয়ে উরুর কাছে ঢলে আসে হাতের পাঞ্জা। চৌকো মুখ–বেশিরভাগ সময় নির্লিপ্ত, কিন্তু সবুজ চোখজোড়ায় কৌতুক ফুটে থাকে সারাক্ষণ। একটা পিস্তল সঙ্গে রাখে ও, তবে ওয়েস্টব্যান্ডে থাকে ওটা। সার্বক্ষণিক সঙ্গী উইনচেস্টারটা স্যাডলে রেখে কখনোই কোথাও যায় না গ্যারি।

নাচেজ ভ্যালি বা টেক্সাসের এপাশে কেউই চেনে না ওকে। কিন্তু টেক্সাসের অন্য অংশে গ্যারি ডুভালকে মনে রেখেছে মানুষ···মন্টানার মানুষের কাছে কিংবদন্তী ও।

ঢাল বেয়ে নামার আগে শেষবারের মত সামনের উপত্যকার দিকে তাকাল গ্যারি। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় চলে গেছে গরুর ট্র্যাক। ষাট গজের মত এগোতে উপত্যকার ভিতর ধুলো চোখে পড়ল। ওপাশের পাহাড়ের কোলে বড়সড় একটা কেবিন দেখা যাচ্ছে। স্প্রিঙার ভ্যালি···পিটার মুনিকের আস্তানা। *তা হলে রজেন এবার থাবা বসায়নি,* আনমনে ভাবল গ্যারি। আবার এমনও হতে পারে গোপনে হয়তো সমঝোতা করে নিয়েছে দুই চোরের সর্দার।

উপত্যকার ট্রেইল ছেড়ে ভিন্ন ট্রেইল ধরল গ্যারি। বন্ধুর পথ-পাড়ি দিয়ে ঘণ্টা খানেক পর রজার্স' স্টেজ স্টেশনে পৌঁছল ও। গুটিকয়েক শ্যাক আর দালান নিয়ে স্টেশনটা। একটা সেলুন, রেস্তোরাঁ-কাম-হোটেল এবং ফীড স্টেবল। মোটে তিনটা দালান। চওড়া রাস্তায় ধুলো চিকচিক করছে। ঢাল বেয়ে নেমে এল গ্যারি, খুঁটিয়ে দেখে নিল সবকিছু। সেলুনের হিচিং রেইলে কোন ঘোড়া নেই, কিন্তু রেস্তোরাঁর রেইলে দুটো আছে। টি.কে মার্কা। ঘোড়াগুলো চেনা ওর, জানে ভিতরে কে আছে।

স্যাডল ছাড়ল ও। গা থেকে ধুলো ঝেড়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

দূরের টেবিলে কাপে কফি ঢালছিল ক্যারি রজার্স। চোখ তুলে দেখল গ্যারিকে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আরেকটু হলে কাপের বাইরে কফি ঢেলে দিয়েছিল। বুক ধুকপুক করছে ওর, অনুভব করল ক্যারি। কারণটা কি? এ-লোকটি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। দু'মাস আগে এসেছিল একবার। চোখাচোখি হয়েছিল পলকের জন্যে, মনে পড়ল ওর এবং ওর ভিতরের নারী সত্তাটিকে জাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে সে; আবিষ্কারের আনন্দে উত্তেজনা বোধ করেছে ক্যারি।

দরজার পাশে লাগানো হুকে হ্যাট ঝুলিয়ে রেখে একটা টেবিল দখল করল গ্যারি। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, খেয়াল করল ক্যারি, বোধহয় পানি ব্যবহার করেছে, ভেজা এখনও। তারমানে উপত্যকার ওপাশের ক্রীকে থেমে নিজেকে পরিষ্কার করে নিয়েছে সে। যে-কোন ভবঘুরে বা কাউবয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক কাজটা করেছে–স্রেফ খেয়ালের বশে, নাকি ওর সঙ্গে দেখা হবে বলে?

গ্যারি ডুভালের সাথে আবার চোখাচোখি হতে উত্তরটা পেয়ে গেল ক্যারি। প্রসন্ন হাসি তার মুখে, এবং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওর মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। 'চারটে ডিম দেবে আমাকে,' স্মিত হেসে বলল সে। 'সব্জি আর মাংস। দারুণ খিদে পেয়েছে, ম্যা'ম।'

ফরমাশ মোতাবেক খাবার পরিবেশন করল ক্যারি, গ্যারির বেশ কাছে দাঁড়িয়ে কফি ঢেলে দিল কাপে। খেয়াল করল যুবকের রোদপোড়া মুখে ক্রমশ রক্তপ্রবাহ বাড়ছে। হেঁটে যখন রান্নাঘরে ফিরে গেল ও, দেখতে না পেলেও টের পেল ওকে অনুসরণ করছে গ্যারির একজোড়া অনুসন্ধানী চোখ। দৃশ্যটা দেখতে পেলে হয়তো খেপে যেত ক্যারির বাবা, কিন্তু সে নেই বলে স্বস্তি ভরে সুযোগটা উপভোগ করল গ্যারি। জানে অন্য কেউ হলে হয়তো ব্যাপারটা ঘটত না, শুধু ওর কারণেই···

দরজা ঠেলে কেউ ভিতরে ঢুকতে দৃষ্টি সেদিকে সরে গেল গ্যারির। রিচার্ড ডিজার। বিশালদেহী মানুষ। দৈত্যাকার দেহ থাকলে সচরাচর যা হয়, একটু বেখেয়ালী বা বেপরোয়া হয়ে পড়ে মানুষ; রিচার্ডও ব্যতিক্রম নয়। বরং বিশাল দেহের সুবিধা নিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না সে। চওড়া গর্দান তার, চৌকো মুখ। কথাবার্তা চাঁছাছোলা টাইপের। বেন কেলার রয়েছে সঙ্গে। দু'জনের কাউকেই পছন্দ করে না ক্যারি।

গ্যারিকে দেখল দু'জন, দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েও ফিরে তাকাল আবার। খুঁটিয়ে দেখল। গ্যারির মধ্যে কী খুঁজে পেল শুধু সে-ই

জানে, হঠাৎ ত্যক্ত বোধ করল ডিজার। তবে মুখে কিছুই প্রকাশ করল না কে.এল ফোরম্যান। একটা টেবিলে বসে আঙুল চালিয়ে হ্যাট পিছনে ঠেলে দিল সে, রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো ক্যারি রজার্সের দিকে মনোযোগ দিল।

খাবার দেওয়া হতে খেতে শুরু করল ডিজার, কিন্তু চোখ দিয়ে অনুসরণ করছে ক্যারিকে। আশপাশে কী ঘটছে, শুরুতে উদাসীন থাকলেও ফোরম্যানের বুনো দৃষ্টি নজরে পড়ল বেনের, অসন্তুষ্ট এবং নিচু স্বরে বলল কী যেন, অন্যরা শুনতে পেল না।

গ্যারির দিকে তাকাল ডিজার। 'তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি।'

পলকের জন্য তাকে দেখল গ্যারি, তারপর স্রেফ উপেক্ষা করে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিল। দৈত্যাকার একটা পশুর বদখৎ চেহারা দেখার চেয়ে বরং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করাকে শ্রেয়তর মনে করেছে। কফিটাও দারুণ। নিজের তৈরি কফি খেতে খেতে মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে ওর।

'কথা কানে যায়নি তোমার?' খেঁকিয়ে উঠল বিশালদেহী কে.এল ফোরম্যান।

ফের মুখ তুলে তাকাল গ্যারি, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে নিরীখ করল রিচার্ড ডিজারকে। 'হ্যাঁ,' বলল ও। 'কিন্তু তোমার কথাটা প্রশ্ন ছিল না, তাই জবাবও দেইনি।'

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল ফোরম্যান, খাবারের দিকে মনোযোগ দিল।

'বাইরে বে ঘোড়াটা তোমার?' জানতে চাইল বেন কেলার।

নড করল গ্যারি। *ঘোড়াটা তা হলে নজরে পড়েছে ওদের?* আনমনে ভাবল ও। বিগ রেডকে নিয়ে এই এক সমস্যা। রক্তরঙা হওয়ায় সহজে চোখে পড়ে। তা ছাড়া বাইরে রেইলে আছে ওটা। একটা ডান বা বাকস্কিন ঘোড়া হলে ভাল হত, কিংবা কালো রোয়ান হলেও চলে যেত কাজ।

'ওটা আমার,' জবাব দিল ও।

দু'জনের কৌতূহল আর বেনের মধ্যে অস্বস্তি আবিষ্কার করে বিস্মিত গ্যারি। ওর ব্যাপারে এদের মাথা ব্যথার কী কারণ?

'আশপাশে অচেনা লোক দেখতে ভাল লাগে না আমাদের,' পরামর্শ দিল ডিজার। 'আগেভাগেই চলে যাও।'

নীরব থাকল গ্যারি, তবে উপযুক্ত একটা জবাব দেওয়ার স্পৃহা অনুভব করছে ভিতরে, নিজেকে দমিয়ে রাখল ও। উঁহুঁ, গ্যারি, নিজেকে পরামর্শ দিল ও, এখানে কোন ঝামেলা করতে যেয়ো না···

'কথা কানে গেছে?' চড়া হয়ে গেল ডিজারের কণ্ঠ। 'অনেক গরু খোয়া গেছে আমাদের।'

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্যারি, ঠিক পিছনেই ওর বাবা। বিল রজার্স নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তবে খেপে গেলে বা প্রয়োজনে যে বেপরোয়া হয়ে উঠতে সক্ষম, সেটা চেহারা দেখে বোঝা যায় না। মেয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিস্থিতি বোঝার প্রয়াস পেল সে।

'আমি কানে খাটো নই,' গ্যারির শান্ত স্বরের উত্তর। 'যদি সত্যি গরু খোয়া গিয়ে থাকে তোমাদের, থাম্ব বাটে চলে যাও।'

যেন গালে চড় কষেছে কেউ, ঝট করে গ্যারির দিকে ফিরল বেন কেলার। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে গেল ডিজারের মুখ। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে গ্যারিকে এক মুহূর্ত দেখল সে, তারপর হঠাৎ সতর্ক হয়ে গেল চাহনি। 'কথাটার মানে?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সে।

'ওটাই তো পিটার মুনিকের জায়গা, তাই না?'

'চেনো বলে মনে হচ্ছে?' আচমকা শীতল হয়ে গেল বিশালদেহী ফোরম্যানের কণ্ঠ। 'আমার তো মনে হয় তুমি নিজেই রাসলার!'

মারামারি বা গানফাইটের জন্য যথেষ্ট মন্তব্যটা। কিন্তু কিছুই করল না গ্যারি। ফর্ক দিয়ে একটা ডিম গাঁথল। 'নেহাত একজনের ব্যক্তিগত মতামত,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আমাকে গরুচোর মনে হলো কেন তোমার, জানতে পারি? দড়ি হাতে কোন গরুর পিছনে

আমাকে ছুটতে দেখোনি, আসলে আজকের আগে আমাকে দেখোইনি। তুমি জানোও না কোত্থেকে এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি আমি।'

এক বর্ণও মিথ্যে নয়...নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, মনে মনে স্বীকার করল রিচার্ড ডিজার। শোডাউন আশা করছে সে, কিন্তু আগন্তুকের শীতল নির্লিপ্ততা ত্যক্ত করে তুলল ওকে। কোমরে বা উরুতে পিস্তল নেই তার, একমাত্র অস্ত্র–রাইফেলটা দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা। ওর জন্য অনুকূল পরিস্থিতি। কিন্তু তারপরও বলা যায় না, লুকানো অস্ত্র থাকতে পারে লোকটার কাছে।

নাক সিটকে বসে পড়ল ডিজার, স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল আচরণে। নীরবে অপমান হজম করে, এমন মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ছাড়া আর কীই বা প্রকাশ করবে? কিন্তু মুখে বা আচরণে যতই ডাঁট দেখাক, ভিতরে ভিতরে কিছুটা হলেও অস্বস্তি বোধ করছে সে।

চোখ তুলে রান্নাঘরের দিকে তাকাল গ্যারি। ক্যারির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ঝট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল মেয়েটি। অজান্তে লাল হয়ে গেল গ্যারির মুখ। উপলব্ধি করল কে.এল ফোরম্যানের মত ক্যারিও কাপুরুষ ভাবছে ওকে।

ক্যারির সঙ্গে দু'একটা বাক্য বিনিময় হবে, এই আশায় সময় নিয়ে কফি পান করল ও। বেন কেলারদের চলে যেতে দেখল। রেস্তোরাঁ একেবারে খালি হয়ে যেতে প্রত্যাশা নিয়ে ক্যারির দিকে তাকাল ও। 'রক স্প্রিং-এ একটা নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছে,' হঠাৎ বলল ও। 'আমার সঙ্গে যাবে?'

ইতস্তত করল ক্যারি, আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। 'আমার তো মনে হয় ওখানেও ঘরভর্তি লোকের সামনে তোমাকে কাপুরুষ বলবে কেউ।'

বলার পরপরই ক্যারি উপলব্ধি করল কাজটা ঠিক হয়নি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গ্যারি ডুভালের মুখ। বুকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করল ক্যারি, অনুতাপে হৃদয় পুড়ছে। পাশ ফিরতে দেখল

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে গ্যারি, মুখ আড়ষ্ট। হেঁটে চলে গেল সে, দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'একজন মানুষের জীবনের মূল্য এতই কম মনে করো তুমি?'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না গ্যারি, ঘুরেই বেরিয়ে গেল।

মানুষটা বেরিয়ে গেলেও, তার কণ্ঠের তিক্ততা বাতাসে থেকে গেল যেন, গ্যারি ডুভালের চোখে দেখা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও ভুলতে পারল না ক্যারি রজার্স।

গ্যারি ডুভাল বেরিয়ে যেতে ঘুরে মেয়ের দিকে ফিরল বিল রজার্স। কঠিন হয়ে গেছে তার চাহনি। 'শোনো, ক্যারি, আমি চাই না পুরুষদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলো তুমি। এটাও চাই না অচেনা লোকের সঙ্গে নাচতে যাও। আর···ওই লোকের ব্যাপারে ভুল করেছ তুমি, মোটেও ভয় পায়নি সে।'

কথাগুলো ভেবে দেখল ক্যারি, রজার্সের মন্তব্য অনেকক্ষণ ওর মন জুড়ে থাকল। বিশ্বাস করতে চাইছে, কিন্তু চোখের দেখা তো ভুল হতে পারে না! নীরবে চরম অপমানজনক কথাগুলো হজম করেছে আগন্তুক, অথচ সামান্য প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়নি মুখে। এরচেয়ে সামান্য কারণেও খুন হয়ে যায় মানুষ। এখানে কেউ খুন হোক তা অবশ্য চায়নি ক্যারি। পুরুষদের বিচার তাদের সাহস আর দৃঢ়তায়। (ওই পরিস্থিতিতে রক্তারক্তি ছাড়া কীভাবে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতে পারত আগন্তুক, তা অবশ্য ভাবেনি ক্যারি।)

জানালা দিয়ে গ্যারি ডুভালকে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেখতে পেল ও। দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল, দেখল ছিপছিপে সরুমুখো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। শিরদাঁড়ায় ভয়ের শীতল স্রোত অনুভব করল ও। চার্লস রজেনকে এই প্রথম দেখেনি, অদ্ভুত কী যেন আছে লোকটার মধ্যে, সামনে এলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে ক্যারি।

'কে ও?' জানতে চাইল রজেন। 'শহর থেকে বেরিয়ে গেল যে

লোকটা?'

'আমি···জানি না আমি,' দ্রুত বলল ক্যারি, পরমুহূর্তে কথাটার সত্যতা অনুভব করে নিজেই চমকে গেল। আসলেই তো, লোকটার নাম জানে না ও! জানে না কোথায় থাকে সে, কী করে। মাত্র দু'বার তাকে দেখেছে।

চার্লস রজেন রুক্ষ চেহারার, কাটখোট্টা টাইপের মানুষ। কখনোই মুখে হাসি দেখা যায় না; কিন্তু চেহারায় এক ধরনের অভিব্যক্তি রয়েছে যা অন্যদের সমীহ আদায় করতে বাধ্য–এমনকী তার পরিচয় বা চরিত্র জানার পরও। আচরণে রক্ষণশীল, সৌজন্যও প্রকাশ করে–তবে তাতে কোন প্রাণ বা আন্তরিকতা থাকে না। গুজব রয়েছে যে অন্তত বারোজন মানুষ খুন করেছে সে···এদের দু'জন এখানে, স্প্রিঙে খুন হয়েছে।

বাকবোর্ডে করে বেন কেলারের সঙ্গে নাচের অনুষ্ঠানে গেল ক্যারি রজার্স। তৃতীয় রাউন্ড নাচছে, এসময় ফ্লোরের কিনারায় আগন্তুককে দেখতে পেল। গাঢ় একটা লাল শার্ট তার পরনে, নিখুঁত ইস্ত্রি করা, গলায় কালো স্ট্রিং টাই। শার্টের উপর মেক্সিকান স্টাইলের খাটো বাকস্কিন জ্যাকেট চাপিয়েছে। কালো বুটজোড়া চকচক করছে।

রিজার্ড ডিজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে আগন্তুককে, খেয়াল করল ক্যারি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল ও, ঝামেলা হতে পারে। কিন্তু আরও দুই রাউন্ড নাচার পরও কিছু ঘটল না। এক রাউন্ড নেচেছে খোদ ডিজারের সঙ্গে, লোকটাকে ঘৃণা করলেও এ-ধরনের অনুষ্ঠানে কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া অভদ্রতা হয় বলে নিতান্ত বাধ্য হয়ে নাচল ক্যারি। কিন্তু আগন্তুক ওর ধারে-কাছেও আসেনি, এমনকী ওর দিকে তাকায়ওনি। অন্যদের মুখে শুনে তার নামটা ইতোমধ্যে জেনে গেছে ক্যারি। গ্যারি ডুভাল। সুন্দর নাম।

কামরায় ঢুকল চার্লস রজেন, দ্রুত পায়ে ডিজারের পাশে চলে গেল। ফোরম্যানের ঠোঁট নড়তে দেখতে পেল ক্যারি, তবে রজেনের

দিকে ফেরেনি সে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল ক্যারির কাছে। অস্বাভাবিকও…টিএল-এর ফোরম্যান কেন একজন স্বীকৃত রাসলারের সঙ্গে কথা বলবে?

ফের যখন ফ্লোরের নির্দিষ্ট কোণের দিকে তাকাল ক্যারি, দেখল চলে গেছে গ্যারি ডুভাল। বিমূঢ় বোধ করল ও…লোকটা ওকে একবার নাচার প্রস্তাবও দেয়নি!

বুকে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করল ক্যারি, ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলল ওর পা। হঠাৎ বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাড়া অনুভব করল…

তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছে গ্যারি ডুভাল। অনুষ্ঠানের মাঝখানে চার্লস রজেনকে ঢুকতে দেখেছে ও, ফ্লোরে গিয়ে রিচার্ড ডিজারের পাশে দাঁড়িয়েছিল সে, দু'জনকে বাক্য বিনিময়ও করতে দেখেছে গ্যারি। এ-থেকে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে।

যা করার জলদি করতে হবে।

বে ঘোড়াটা বেশ ক্ষিপ্র, গতি না কমিয়ে টানা ছুটে চলল। ড্যান্স হল ছাড়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে টি.কে র‍্যাঞ্চের বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে থামল ও। অন্ধকার বাড়িটার দিকে দৃষ্টি চালাল একবার, জানে বেশিরভাগ ক্রু নাচের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। দ্রুত পায়ে পোর্চে উঠে এল ও।

করাঘাত করার ঝামেলায় গেল না গ্যারি, দরজা ঠেলে সরাসরি ঢুকে পড়ল। টেবিল মুছতে ব্যস্ত মেক্সিকান মহিলা চমকে তাকাল ওর দিকে।

'টম কোথায়?' জানতে চাইল গ্যারি।

'ওর সঙ্গে দেখা করা যাবে না,' পথ আগলে দাঁড়াল মহিলা, কঠিন হয়ে গেছে মুখ। 'ও অসুস্থ।'

'যেভাবে হোক ওর সঙ্গে দেখা করব আমি। পথ দেখাও।'

'মাথা খারাপ! দেখো মিস্টার, জোরাজুরি করে লাভ হবে না,

আমি বরং...'

'প্যালোমা!' ভিতরের কামরা থেকে ভেসে এল গম্ভীর রুগ্ন একটা কণ্ঠ। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

মহিলাকে পাশ কাটিয়ে বেডরুমের দরজায় এসে দাঁড়াল গ্যারি, বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটিকে দেখল। বিশালদেহী টম কেলার এখন একটা খোলস মাত্র, তবে অসুস্থতা বা বয়স তার শৌর্য-বীর্য কেড়ে নিলেও চোখের সেই পুরানো আগুন এখনও রয়ে গেছে।

'আমাকে চেনো না তুমি, মি. কেলার,' বলল গ্যারি। 'তবে এখন চিনে নাও। অনেক গরু খোয়া যাচ্ছে তোমার।' বুড়ো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হাত তুলে থামিয়ে দিল ও। সবিস্তারে খুলে বলল সব। আগেরদিন প্রকাশ্য দিবালোকে চল্লিশটা গরু পাচার করার ঘটনাও বাদ দিল না। 'তোমাকে দুর্বল পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ওরা, কাউকে গ্রাহ্য করছে না। গ্রাহ্য করার আছেই বা কে? লুকিয়ে না থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানেও হরহামেশা আসা-যাওয়া করছে ওরা। আজকে নাচের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল চার্লস রজেন, রজার্সের স্টেজ স্টেশনে অবাধে যাতায়াত করছে পিটার মুনিক।'

'দূর! এত সাহস হবে না ওদের!' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল বুড়োর কণ্ঠে। 'জনমের মত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি ওদের!'

'বিছানায় পড়ে আছ তুমি, মি. কেলার,' কর্কশ স্বরে বলল গ্যারি। 'বিছানায় শুয়ে যত তর্জনগর্জনই করো, কাজে আসবে না। তোমার সমর্থ ছেলে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্ট বেকুব, ফোরম্যানের হয়ে পিস্তলবাজি করছে, তোমার গরু বেচে জুয়ার দেনা শোধ করছে।'

হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল টি.কে মালিক, পোড়খাওয়া চোখে নিরীখ করছে গ্যারিকে। 'কী চাও তুমি, ম্যান? কী আছে তোমার মনে, খুলে বলো তো!'

'তোমার দিন বোধহয় শেষ, মি. কেলার। হয়তো খাড়া হতে পারবে কোন একদিন, কিংবা নাও খাড়া হতে পারো কিন্তু তুমি না

থাকলে কী হবে র‍্যাঞ্চের? যে শৃঙ্খলা চালু করেছ তুমি, ওসব কি থাকবে?'

পিছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকাল গ্যারি। দরজায় বেন কেলার আর রিচার্ড ডিজারকে দেখতে পেল। ভয়ার্ত চাহনি বেনের চোখে, কিন্তু কুৎসিত হয়ে গেছে ফোরম্যানের মুখ। চোখে খুনের নেশা।

'তুমি ওকে ডেনে এনেছ এখানে?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ডিজার।

'না।' পিঠে বালিশ ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে বসল বুড়ো। 'ওকে চলে যেতে বলো। রাসলিঙের ব্যাপারে গাঁজাখুরি একটা গল্প শোনাতে এসেছে ও।'

গ্যারির দিকে ফিরল ফোরম্যান। 'শুনলে তো? এবার কেটে পড়ো!'

বেরিয়ে এল গ্যারি ডুভাল। করিডরে এসেই দ্রুত পা চালাল, শেষদিকে প্রায় ছুটে ঘোড়ার কাছে চলে এল। বাড়ির ভিতর থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, গ্যারির কানের পাশ দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা। বারান্দার থামে বিদ্ধ হলো ওটা। দৌড়ের মধ্যে লাফিয়ে স্যাডলে চাপল ও, তারপর তুমুল বেগে ছুটিয়ে দিল বে-টাকে। সন্ত্রস্ত খরগোশের মত ছুটল ঘোড়াটা। সেকেন্ড খানেকের মধ্যে অন্ধকারে মিশে গেল। আরও দুটো গুলি তেড়ে এল, কিন্তু টার্গেটে না লেগে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওগুলো।

এত তাড়াতাড়ি ওরা ফিরে এল কীভাবে? আনমনে ভাবছে গ্যারি। সম্ভবত ওর পরপরই অনুষ্ঠান ছেড়ে এসেছে। তা হলে ক্যারি রজার্স কোথায়?

মাইলের পর মাইল পিছনে ফেলে ছুটে চলল ঘোড়াটা। নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল অনুসরণ করছে না গ্যারি। ঢেউ খেলানো জমি ছাড়িয়ে ছোট ছোট পাহাড়, গভীর উপত্যকা আর বনভূমি পড়ল একসময়; সূর্য

যখন উঠি উঠি করছে, তখন পিমা ক্যানিয়নে পৌঁছল ও।

চারপাশ নীরব, শান্ত। পুরো আধ-ঘণ্টা নীরবে অপেক্ষা করল ও। কেউ নেই, নিশ্চিন্ত হয়ে নীচে নেমে এল। ক্যানিয়নের তলায় নিজের ক্যাম্পে এসে বাড়তি ঘোড়ার পিঠে স্যাডল স্থানান্তর করল গ্যারি, তারপর সামান্য খাবার প্যাক করে বেরিয়ে এল ক্যানিয়ন থেকে। মাইনিং-এর যন্ত্রপাতি রেখে এসেছে। আপাতত প্রসপেক্টিং মূলতবি রাখতে হবে। চারপাশে যথেষ্ট চিহ্ন রয়েছে, এর যে-কোনটা অনুসরণ করে ওর ডেরার হদিশ পেয়ে যাবে শত্রুপক্ষ। এসময় ঝুঁকি নেওয়া চলে না। আড়াল থেকে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিলে গ্যারি ডুভালের সাহসী জীবনের সমাপ্তি ঘটে যাবে।

এসবের সঙ্গে কেন নিজেকে জড়াল? এটা ওর ব্যাপার নয়। রাসলারদের থাবায় টি.কে-র আধিপত্য খর্ব বা সম্পত্তি ছোট হয়ে গেলে কী যাবে-আসবে ওর? এখানে নিজস্ব কিছু নেই ওর, তাই লাভ-লোকসানেরও প্রশ্ন নেই। এসব অন্যদের সমস্যা, ওর নয়। সত্যি কি ওর কিছু যায়-আসে না?

আইন বা সবার শান্তির অন্তরায় কি যে-কোন লোকের সমস্যা নয়? অন্যের প্রতি দায়িত্ব অস্বীকার করা কি এতই সহজ? অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিণামে নিজস্ব মূল্যবোধ কি থাকে শেষপর্যন্ত?

পাহাড়ী এক চাতালে বিশ্রামের জন্য থেমেছে গ্যারি, আনমনে ভাবছে কথাগুলো। বোকার মত অন্যের সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, হঠকারি পদক্ষেপ নিয়েছে। এসবের বাইরে থাকা উচিত ছিল। ওর সাহায্যের প্রয়োজন নেই—মুখের উপর জানিয়ে দিয়েছে টম কেলার। এমনকী ক্যারি রজার্সের কাছেও ওর আবেগ অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

দু'দিন পাহাড়ে কাটিয়ে দিল গ্যারি, রাতে আলাদা জায়গায় ক্যাম্প করল। অস্বস্তি আর উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। নিজেকে অসংখ্যবার বোঝাল অযথা অন্যের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

বুড়ো কেলার ওকে টি.কে থেকে দূরে থাকতে বলেছে, ক্যারি ওকে কাপুরুষ বলে তাচ্ছিল্য করেছে। কিন্তু নিজেকে যতই বোঝাক, মনে শান্তি এল না। পিমা ক্যানিয়নে নিজের ক্যাম্পে ফিরে এল ও।

সর্বত্র ট্র্যাক পড়ে আছে। দৃশ্যত, ওর গোপন ডেরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে শত্রুরা, আশপাশে তল্লাশি চালিয়েছে। এখন তা হলে ওদের হিটলিস্টে নাম উঠে গেছে ওর!

কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল গ্যারি। দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই আর। এবার লড়াই হবে সামনাসামনি। পিমা ক্যানিয়ন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত হলেও নড়ার আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে।

তৃতীয়দিন স্টেজ স্টেশনে হাজির হলো ও। ক্যারিকে দেখতে পেল না কোথাও। সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে দেখল বিল রজার্স। 'তোমার খোঁজে এখানে এসেছিল প্যালোমা,' বোমা ফাটাল সে। 'একটা মিউলে চড়ে এসেছিল। মনে হলো চায়নি কেউ দেখে ফেলুক ওকে। বলে গেল ওর সঙ্গে যেন দেখা করো।'

'বেশ।'

খাবার আর কফি পরিবেশন করল রেস্তোরাঁ মালিক। 'শহরে গেছে ক্যারি।' গ্যারির উল্টোদিকে বসল সে। 'গতকাল ডিজার এসেছিল। সঙ্গে দু'জন লোক ছিল। ভাব দেখাল বেনকে খুঁজছে, কিন্তু আমার ধারণা তোমাকে খুঁজছিল।'

'বেনকে খুঁজবে কেন?'

'হঠাৎ লাপাত্তা হয়ে গেছে সে। কোন্ চুলোয় গেছে, কে জানে! কেউ কিছু বলতে পারছে না।'

বাইরে খুরের শব্দ হলো। অনেক ঘোড়সওয়ার। ঝট করে উঠে দাঁড়াল গ্যারি ডুভাল। জানালা দিয়ে দৃষ্টি চালাল, দেখল একমাত্র সেলুনের সামনে ঘোড়া থামিয়ে স্যাডল ছাড়ল চারজন লোক। দ্রুত পায়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে এল তারা। টি.কে ফোরম্যান রিচার্ড ডিজার, দু'জন ক্রু···এবং চার্লস রজেন।

দরজার দিকে এগোতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল গ্যারি। মত বদলে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। স্টেশনের কিনারে গাছের আড়ালে ঘোড়াটাকে রেখে এসেছে, হয়তো ওটাকে দেখতে পায়নি কেউ।

রান্নাঘরের ডান পাশে একটা দরজা। ক্যারির কামরা।

বাইরে বুটের শব্দ হলো, কেউ ছুটে আসছে। তীক্ষ্ণ কিন্তু চাপা স্বরে নির্দেশ দিল কেউ। হঠাৎ ঝনঝন শব্দে মেঝেয় আছড়ে পড়ল কয়েকটা থালা।

হয়েছে কী? ডিজার আর রজেন যদি একাট্টা হয়ে থাকে…

কামরায় অন্য কারও উপস্থিতি টের পেল গ্যারি ডুভাল। টানটান হয়ে গেল ওর সব ইন্দ্রিয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। হোলস্টারে, পিস্তলের বাঁটের উপর চলে গেছে হাত; ধীর গতিতে ঘুরে দাঁড়াল গ্যারি।

'দোহাই, গুলি কোরো না, গ্যারি!' আঁতকে উঠল একটা কণ্ঠ। 'আমি! আমি বেন কেলার!'

চট করে বিছানার পাশে চলে এল গ্যারি। বিছানায় শুয়ে আছে বেন। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখজোড়া। তার কাঁধ আর বাহুতে ব্যান্ডেজ।

'ওরা,' বাইরে ইঙ্গিত করল সে। 'সবকিছুর জন্য ওরা দায়ী। জুয়ার দেনা শোধ করতে আমাকে র‍্যাঞ্চের গরু বিক্রি করার বুদ্ধি দিয়েছিল ডিজার, বলল ওই টাকা পরে আমারই হবে। সুদাসলে পেয়ে যাব। এরপর নিজেই বেচতে শুরু করল সে, বাবাকে বলে দেব বলে আমাকে জানায়নি।

'চার্লস রজেন ওর সঙ্গে হাত মেলানোর পর ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, কিন্তু আমাকে ছাড়তে চাইছিল না ওরা। তারপর, বুড়োর সঙ্গে দেখা করার পর তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ওরা। খুনে বাহিনী পাঠাল তোমাকে খুন

করতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল তারা। অগত্যা বিকল্প হিসাবে বুড়োকে খুন করে র‍্যাঞ্চ দখল করার ফন্দি আঁটল ডিজার। অবস্থা বেগতিক দেখে পালালাম। টের পেয়ে গুলি করল ওরা, কোনরকমে একটা ঘোড়ার কাছে গিয়ে ছুটলাম স্টেশনের দিকে। আমাকে লুকিয়ে রাখল ক্যারি···ঔষধের জন্য শহরে গেছে ও।'

'কিন্তু ক্যারি না থাকলে সন্দেহ হবে ওদের,' বিড়বিড় করল গ্যারি। দৃষ্টি নামিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকা বেনের দিকে তাকাল। 'টমের কী হলো? ওকে খুন করে ফেলেছে?'

'মনে হয় না। ওরা চাইছিল কাজটা যেন আমি করি···আমাকে সঙ্গে রাখলে কেউ কোন প্রশ্ন তুলবে না। পরে সুযোগ বুঝে আমাকেও শেষ করে দিত, তারপর লুটেপুটে খেত র‍্যাঞ্চটা।'

সন্তর্পণে জানালার কাছে চলে এল গ্যারি। ভাবছে, হয়তো কারও চোখে ধরা না পড়ে গাছের আড়ালে ঘোড়ার কাছে চলে যেতে পারবে। গরাদহীন জানালার ফ্রেম চেপে ধরল ও, একটা পা তুলে দিল নীচের ফ্রেমের উপর।

'গ্যারি?' পিছন থেকে ডাকল বেন কেলার।

'বলো।'

'টি.কে বা বুড়োর জন্য এমন কিছু করিনি আমি, কিন্তু সবসময়ই আমার প্রতি সদয় ছিল ও। সত্যিকার বাবার মত। আমি চাই না ওর কোন ক্ষতি হোক, অন্তর থেকে বলছি। কথাটা বলবে ওকে?'

'বলব।'

জানালা থেকে আলগোছে বাইরে শরীর ঠেলে দিল গ্যারি, নিঃশব্দে মাটিতে পা রাখল। তারপর দ্রুত পায়ে এগোল গাছের সারির দিকে। আড়ালে পৌঁছতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। দ্রুত স্যাডলে চেপে উত্তরে, পিমা ক্যানিয়নের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়াকে হাঁটিয়ে পরে দিক বদলে তুফান বেগে ছুটল টি.কে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে। নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই ওর, আসলে চিন্তা করারই সময় পায়নি। এটাও ঠিক যে টি.কে-র ব্যাপারে জড়ানোর অধিকারই

নেই ওর। এটা ওর লড়াই নয়। টি.কে-র দৃষ্টিতে স্রেফ একজন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত ও, উটকো ঝামেলা…

মাথায় যে চিন্তাই চলুক না কেন, এগিয়ে চলল ও।

প্রায় মাঝরাতে টি.কে র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছল গ্যারি। দু'বার ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছিল, অন্ধকারের কারণে ভুল পথে চলে গিয়েছিল অনেকদূর…ফিরে আসতে হয়েছে আবার। ঢালের উপর থেকে অন্ধকার র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল ও, বুঝতে পারছে না এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কি-না। শেষে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে গাছের আড়াল ব্যবহার করে সতর্কতার সঙ্গে এগোল বাড়িটার দিকে। একেবারে কাছে এসে স্যাডল ছাড়ল।

করালে প্রায় দশ-বারোটা স্যাডল পরানো ঘোড়া চোখে পড়েছে। স্যাডলে লাগানো পেতল আর দস্তার প্রলেপে ঝিলিক মারছে চাঁদের আলো। আরও কাছে যাওয়ার পর কয়েকটা ঘোড়া চিনতে পারল…থাম্ব বাটের রাইডারদের ঘোড়া। *তা হলে র‍্যাঞ্চের দখল নিয়ে ফেলেছে ওরা,* আনমনে ভাবল গ্যারি।

নিকট অতীতেও এ-র‍্যাঞ্চই ছিল এলাকার আইন। অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। ডিজার বা রজেনকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোন আইন নেই এখন। দশ হাজার গরু বিক্রির টাকা মরিয়া হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট বটে। এমন সুযোগ সারা জীবনেও পাওয়া যাবে না। ডিজার বা রজেন যে পাইকারি হারে খুন করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

গম্ভীর মুখে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল গ্যারি। অনিশ্চয়তা, বিপদ আর শোডাউনের আগাম উত্তেজনা টের পাচ্ছে। জানে বোকার মত আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে, কিন্তু তারপরও পিছন ফিরে ছুট দেওয়ার কথা একবারও ভাবল না।

এখনও হয়তো বেঁচে আছে টম কেলার। ভিতরে ঢুকে যদি আবার কথা বলতে পারে তার সঙ্গে…বুড়োর সম্মতি পেলে পাল্টা কামড় দিতে পারবে ও। বেসিনের সাধারণ লোকজনকে সংগঠিত

করে রুখে দাঁড়াতে পারে রাসলারদের বিরুদ্ধে। টি.কে-র ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার নেই ওর, কিন্তু কেলার যদি ওকে সামান্য কর্তৃত্বও দেয়, ওর পদক্ষেপ সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারবে না...

হোলস্টারের ফিতা ঢিলে করে, রাইফেল হাতে এগোল ও। এক চিলতে খোলা জায়গা পেরিয়ে বাড়ির পিছনের দরজার দিকে এগোল। বাঙ্কহাউসের দরজায় এক লোক এসে দাঁড়াল, দেখল গ্যারি, সিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল গ্যারির দিকে। থামল না গ্যারি, একই গতিতে এগোল, মুখ শুকিয়ে গেছে ওর, বুক ধড়ফড় করছে। মিনিট খানেক ওকে দেখল লোকটা, আবছা অন্ধকারে বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলল ওকে, ঘুরে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরজার কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গ্যারি ডুভাল। হাতড়ে দরজার ল্যাচ খুঁজে পেল, টান দিল। ঠেলা দিতে খুলে গেল পাল্লা, ভিতরে পা রাখল ও। সন্তর্পণে এগোল এবার। হলরুম হয়ে, বুড়োর বেডরুমে ঢুকে সামান্য ইতস্তত করল, মৃদু স্বরে ডাকল।

কোন উত্তর এল না।

দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে বিছানার দিকে তাকাল ও। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুয়ে আছে টম কেলার, বুকের কাছে নাইটশার্টটা রক্তাক্ত, চোখে শূন্য দৃষ্টি। পরখ করার দরকার হলো না। খুন হয়ে গেছে টি.কে মালিক। কোন সুযোগ না দিয়ে অসহায় একজন মানুষকে খুন করেছে কয়োটের দল।

বাঙ্কহাউস থেকে ভেসে আসা শব্দে পিছিয়ে এল গ্যারি। কাঠি নিভে যেতে ওটা ফেলে দিল, বুট দিয়ে মাড়াল।

পিছনে ক্ষীণ খসখস শব্দে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও, হাতে পিস্তল চলে এসেছে।

অন্ধকারে গাঢ় একটা কাঠামো চোখে পড়ল। 'আমি প্যালোমা!' নিচু, শঙ্কিত স্বরে বলল মেক্সিকান মহিলা। 'তোমাকে এটা দিতে বলেছে মি. কেলার।' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'ওরা এসে পড়ার আগেই জলদি চলে যাও!'

মহিলার হাত থেকে জিনিসটা নিল গ্যারি। মুঠোয় অনুভব করল, একটা চিরকুট।

দ্রুত সক্রিয় হলো ও, বাইরে নুড়িপাথরের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষের শব্দ কানে এসেছে। সন্দেহ হওয়ায় পরখ করতে আসছে ওরা। পিছনের দরজা দিয়ে মাত্র বেরিয়ে এসেছে, এসময় বাড়ির কোণ ঘুরল এক লোক। 'এই যে, তুমি!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'দাঁড়াও...' গ্যারিকে ছুটতে দেখে পিস্তলে থাবা মারল সে।

ট্রিগার টিপল গ্যারি। পিস্তলের মাজল নিচু অবস্থায় লোকটার পেট বরাবর গুলি করেছে। ওর কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেল লোকটার গুলি, পরপরই ধপাস করে ভারী একটা দেহ নুড়িপাথরের উপর আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল গ্যারি, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। আসলে ফুরসতই নেই। বাঙ্কহাউসের ওদিক থেকে সমানে গুলি করছে অন্যরা। বিচিত্র শব্দ তুলে ওর পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে তপ্ত সীসা। গুলির মুহুর্মুহু শব্দে মুখর হয়ে উঠল এতক্ষণকার স্তব্ধ টি.কে র‍্যাঞ্চ।

বাঙ্কহাউস থেকে কয়েকটা মশাল ছুঁড়ে দিল কেউ, একটা এসে পড়ল বাড়ির কোণে। দৌড়ের মধ্যে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল গ্যারি, মশালের অনুজ্জ্বল আলোয় পিটার মুনিকের নিষ্প্রাণ দেহটা দেখতে পেল। এক ধরনের বুনো উল্লাস আর সন্তুষ্টি অনুভব করল ও, আনমনে ভাবল, *একটা খতম!*

রাইফেল হাতে, মাথা নিচু করে ছুটছে গ্যারি। পিছনে চিৎকার করছে ক্রুরা। গোলাগুলি থেমে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, দেখল ছড়িয়ে পড়ছে হায়েনার দল, ছুটে এসে ঘিরে ফেলবে ওকে। ধূসর আঙিনার পটভূমিতে ছুটন্ত গাঢ় কাঠামোগুলো চোখে পড়ছে।

কোমরের কাছ থেকে দ্রুত পরপর চারটা গুলি করল ও, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য করল ক্রুদের। গুলির ধাক্কায় বাতাসে হোঁচট খেল একজন, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল একটু পর। অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে ভূপতিত হলো আরেকজন।

ততক্ষণে গাছের আড়ালে পৌঁছে গেছে ও। দৌড়ে চলে গেল ঘোড়ার কাছে, লাগাম চেপে ধরে এক লাফে স্যাডলে চেপে বসল। 'যত জোরে পারিস ছুট এবার!' হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়াকে নির্দেশ দিল গ্যারি।

তুফান বেগে ছুটল বে-টা।

স্টেজ স্টেশনে যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে এসেছে আকাশ। আশপাশে কোন ঘোড়া চোখে পড়ল না। গাছের আড়াল থেকে সরাসরি রেস্তোরাঁর পিছনের দরজায় চলে এল গ্যারি। স্যাডল ছেড়ে করাঘাত করল দরজায়।

ক্যারি দরজা খুলল। চট করে ভিতরে ঢুকে পড়ল গ্যারি, মেয়েটির চমকে ওঠা অভিব্যক্তি গ্রাহ্য করল না। মুখ গম্ভীর ওর, মুখে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি। 'কফি হবে?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল। 'আর···বেনের সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ওকে খুন করে ফেলেছে ওরা। ডিজার আর রজেন।'

'তোমার বাবার কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

'আহত হয়েছে। বাবাকে পিটিয়েছে ডিজার।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ক্যারিকে দেখল গ্যারি। প্রয়োজনের সময় ক্যারির পাশে থাকতে পারেনি বলে নিজের উপর ক্ষুব্ধ। টেবিলে বসে, পকেট থেকে প্যালোমার দেওয়া চিরকুট বের করে বিছিয়ে দিল সামনে। পড়ল ও:

গ্যারি ডুভাল,
টি.কে-র সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিলাম তোমাকে। যেভাবে পারো কয়োটের দলটাকে সামাল দাও।

–টম কেলার

টম কেলারের স্বাক্ষরটা স্পষ্ট, একটু জড়ানো হলেও এলাকার যে-কেউ শনাক্ত করতে পারবে।

তো···কর্তৃত্ব এখন ওর হাতে। হুকুম পেয়ে গেছে পাল্টা হামলা করার। টি.কে-র সমস্যা এখন ওর নিজের হয়ে গেছে। টম কেলারের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল, বুড়োর চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ভেসে উঠল মানসপটে। হঠাৎ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল মানুষটা, ডিজারের সামনে ওকে প্রায় খেদিয়ে বের করে দিয়েছে। সে জানত গ্যারির প্রতি সামান্য আগ্রহ প্রকাশ করলে দু'জনেই খুন হয়ে যাবে। দারুণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে টি.কে মালিক। ওকে তো প্রাণে বাঁচিয়েছেই, উপরন্তু নিজেও বেঁচেছে। তবে শেষরক্ষা হয়নি।

লড়াইটা এখন ওর একার।

বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ক্যারি। 'এখন তুমি পুরো স্লাম্বারিং হিলসের বস্,' মৃদু স্বরে বলল ও।

বস্···এবং কয়োটদের শিকার! ওর শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে দু'জন, আহত একজন বুড়ো আর তার অবলা মেয়ে।

তবে চিন্তা নেই, আনমনে ভাবল গ্যারি, *একা নই আমি। সঙ্গে একটা পিস্তল আছে।*

ওর খোঁজে নিশ্চই পাহাড় চষে ফেলছে ডিজারের দলবল। ব্যর্থ হয়ে এখানে চলে আসবে। আগেরবার ক্যারির প্রতি মনোযোগ দেয়নি–একে টম কেলার বেঁচে ছিল, তায় গ্যারির খোঁজে তাড়ার মধ্যে ছিল ওরা। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন এখন।

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও,' নির্দেশ দিল গ্যারি। 'আগে সবচেয়ে কাছের র‍্যাঞ্চে চলে যাবে। সবকিছু খুলে বোলো ওদের। দু'তিন র‍্যাঞ্চের ক্রুদের একত্র করে এখানে চলে আসতে বলবে।'

'তুমি কী করবে?' চোখ বড়বড় হয়ে গেছে ক্যারির। 'গ্যারি, তুমি কী করবে?' শঙ্কিত স্বরে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল

মেয়েটি।

'এখানে অপেক্ষা করব।'

'পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করার পর এখানে আসবে ওরা,' আতঙ্ক কাটছে না ক্যারির। 'তোমাকে খুন করে ফেলবে!'

'হয়তো···কিন্তু ওদের দেখাতে হবে টি.কে একজন নতুন বস্ পেয়ে গেছে,' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। 'আমি যে কাপুরুষ নই, সেটাও প্রমাণ করা দরকার। তুমি থাকলে হয়তো নিজের চোখে দেখতে পেতে।'

মুহূর্তে রক্ত উঠে এল ক্যারির মুখে, দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল। 'কারও কি ভুল হতে পারে না?' ম্লান কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করল ও।

'দুঃখিত, ক্যারি। কথাটা বলা উচিত হয়নি,' বিব্রত স্বরে বলল গ্যারি। 'আসলে···এত দ্রুত ঘটছে সবকিছু···কিন্তু একটা কথা স্বীকার করছি–অন্য কেউ হলে হয়তো গায়ে মাখতাম না, তুমি বলেই···'

আলতো হাতে গ্যারির বাহু স্পর্শ করল ক্যারি, চোখ তুলে জেদী পুরুষটির দিকে তাকাল। 'আমাকে নাচতে বলোনি সেদিন, অথচ আমি অপেক্ষায় ছিলাম, ভেবেছি নাচার সময় দুঃখ প্রকাশ করব।'

হাত বাড়িয়ে ক্যারির কোমর জড়িয়ে ধরল গ্যারি। 'দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। জলদি করো। ওরা যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।' টম কেলারের লেখা চিরকুটটা মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এটা দেখিয়ো ওদের। আমি দেখালে হয়তো বিশ্বাস করত না, কিন্তু তোমরা দেখালে করতেও পারে।'

মিনিট দশেক পর বিদায় নিল রজার্সরা। নীরব, শান্ত স্টেশনে অপেক্ষায় থাকল গ্যারি। একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। টিনের কাপে কফি ঢালল ও, আয়েশ ভরে চুমুক দিল। সবকিছু এখন ওর উপর নির্ভর করছে···। ধরা যাক, অস্ত্র ছাড়াই কাজটা শেষ করার চেষ্টা করল ও···পশ্চিম দ্রুত বদলে যাচ্ছে–সংঘাত বা

মতপার্থক্যের ফয়সালা করতে অস্ত্রেরও বিকল্প আছে, ক্রমশ মেনে নিচ্ছে মানুষ; নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপস করবে চার্লস রজেন? উঁহুঁ, অসম্ভব! রজেনের মত মানুষের পক্ষে এটা মর্যাদার প্রশ্ন। বারবার টম কেলারের কাছে মার খেয়েছে সে, জীবনের স্বর্ণ সময়ে কেলারই আধিপত্য দেখিয়েছে। কিন্তু টি.কে মালিক মারা গেছে, এদিকে রজেনের প্রতিহিংসার জ্বালা এখনও মেটেনি...

নিঃসীম নীরবতার মধ্যে ঘড়ির টিকটিক শব্দটা জোরাল শোনা যাচ্ছে। কফিতে চুমুক দিল গ্যারি, টেবিলের উপর পড়ে আছে ওর রাইফেল। হাতের নাগালে।

পিস্তলটা পরখ করল ও।

দুপুর হয়ে গেছে প্রায়। রজার্সদের এতক্ষণে বেসিনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। উপত্যকার র‍্যাঞ্চাররা কি আসবে? সামান্য একটা চিরকুট। তা ছাড়া, ওকে চেনেও না কেউ। তবে টম কেলারের খুনের খবর পেলে হয়তো খেপে উঠবে কেউ কেউ।

চেয়ার ছেড়ে জানালার কাছে চলে গেল ও। দূরে ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল। আসছে হায়েনার দল!

রাইফেলটা দরজার পাশে রেখে বাইরে পা রাখল গ্যারি ডুভাল। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ওরা। দশজন। এদিকে একা ও। ক্ষীণ হাসি ফুটল গ্যারির ঠোঁটে। অঙ্কের হিসাবে সবকিছু মেলানো যায় না। জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ও। মনে পড়ল একবার চল্লিশজন অ্যাপাচির বিরুদ্ধে একা লড়াই করেছিল বুড়ো টম কেলার। 'টম,' ঠোঁট প্রায় নড়লই না ওর, ক্ষীণ কণ্ঠে বিড়বিড় করে সাহস যোগাল নিজেকে। 'তুমি যদি চল্লিশজনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকো, তা হলে আমিও পারব!'

পোর্চের কিনারে সরে এল ও। দীর্ঘ সুঠামদেহী যুবক। কঠিন জীবন যাপনে রুক্ষ হয়ে গেছে মুখ, মুখে দাড়ির জঙ্গল, কিন্তু চোখ জোড়া শীতল, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। অপেক্ষায় আছে। নসেজের একটা

ঘটনা মনে পড়ল…মুখোমুখি হয়েছিল পাঁচ দুর্ধর্ষ আউটলর…স্থান আলাদা হলেও প্রায় একই পরিস্থিতি–অসম লড়াই।

একটা ঘোড়াও নড়ছে না। পাশাপাশি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। স্যাডলে স্থির হয়ে আছে দশজনের দেহ। ঠিক মাঝখানে টি.কে ফোরম্যান রিচার্ড ডিজার আর চার্লস রজেন। সবার দৃষ্টি মাত্র একটা মানুষের উপর।

আর কাউকে চোখে পড়ল না গ্যারির, আর কারও কথা ভাবলও না। এরা, সবাই ওর টার্গেট; এবং ও নিজেও তাদের টার্গেট।

'হ্যালো, রজেন।'

সরু-মুখো লোকটা দৃষ্টি দিয়ে যেন পুড়িয়ে ফেলবে ওকে, স্যাডল হর্নের উপর স্থির হয়ে আছে তার দু'হাত।

'রজেন, আমি একটা নোটিশ বিলি করছি। মরার আগেই আমাকে একটা নোট পাঠিয়েছে টম কেলার, টি.কে-র দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে।'

'এত বড় দায়িত্ব সামলাতে পারবে?'

'আলবৎ!'

অপেক্ষা করছে চার্লস রজেন, কিন্তু কেন অপেক্ষা করছে নিজেও জানে না। রিচার্ড ডিজারের কাছে শুনেছে এই লোক পুরোদস্তুর কাপুরুষ। অথচ তাকে নিজের চোখে দেখে, কথাবার্তা আর আচরণ খুঁটিয়ে দেখার পর কথাটার অসারতা উপলব্ধি করতে পারছে। মোটেই কাপুরুষ নয় সে। আরও একটা সত্য আবিষ্কার করেছে রজেন–দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলে দিচ্ছে লোকটা গানফাইটার।

'তুমি আসলে কে, গ্যারি? তোমাকে চেনা উচিত আমার?'

'এখানে আসার আগে নসেজে ছিলাম। ম্যাকেঞ্জি আউটফিটের কথা হয়তো শুনে থাকবে।'

ঝুলে পড়ল চার্লস রজেনের চোয়াল। শুনেছে সে। নসেজে রক্তক্ষয়ী এক পারিবারিক লড়াই হয়েছিল বছর খানেক আগে। শেষপর্যন্ত পাঁচজন ম্যাকেঞ্জি আর একজন ডুভাল বেঁচে ছিল। আর

এখন···ওই একজন ডুভালই বেঁচে আছে।

'যাক, মনে করতে পেরেছ,' স্মিত হাসল গ্যারি। 'পুরানো দিন শেষ হয়ে গেছে, চার্লস। আমি বা তুমি, দু'জনেই পুরানো দিনের মানুষ। অতীতের আবর্জনা মাত্র। বুড়ো টম কেলারও তাই ছিল। তবে ভালমানুষ ছিল সে। সময়ের প্রয়োজনে যা দরকার ছিল, ওর পিস্তল শান্তি এনেছিল বেসিনে। ওর কথাই ছিল আইন। কিন্তু পিস্তলবাজির দিন শেষ হয়ে গেছে, চার্লস। এটা হয় মেনে নিতে হবে, নইলে মরতে হবে। দুটোর যে-কোন একটা বেছে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'মেয়েটা কোথায়?' জানতে চাইল রিচার্ড ডিজার, গ্যারির গুরুগম্ভীর ভাষণে রীতিমত ত্যক্ত বোধ করছে।

'ওর বাবার সঙ্গে চলে গেছে। উপত্যকায় গিয়ে লোক যোগাড় করছে ওরা, এতক্ষণে হয়তো বিশ-ত্রিশজনের একটা দল রওনা দিয়েছে স্টেশনের উদ্দেশে। স্লাম্বারিং হিলসে বুড়ো কেলারের শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব হবে বলে মনে হয় না।'

তাকিয়ে আছে গ্যারি, দু'জনের কাউকেই দৃষ্টিছাড়া করছে না। এদের ধাত চেনা আছে ওর। 'কী করবে, রজেন?'

গ্যারির পিছনে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল একটা কণ্ঠ। 'আমি কিন্তু যাইনি, বাবাকে একা পাঠিয়েছি। একটা শটগান আছে আমার হাতে। শুনে নাও সবাই, শো-ডাউন বা যাই ঘটুক, সেটা ঘটবে গ্যারি ডুভালের সঙ্গে রজেন আর ডিজারের। অন্য কেউ নাক গলাতে পারবে না। ওই দু'জন ছাড়া যে-ই নড়াচড়া করবে, তাকে দুই টুকরো করে ফেলব আমি!'

'ন্যায্য কথা!' স্বস্তির সুরে বলল কুড়ালমুখো এক কাউহ্যান্ড। 'ধন্যবাদ, ম্যা'ম। লড়াইটা দেখার আগ্রহ আমারও আছে।'

স্যাডলে স্থির বসে আছে চার্লস রজেন, মুখে ক্রূর হাসি। 'হয়তো ঠিকই বলেছ, গ্যারি, আমি অন্তত একমত তোমার সঙ্গে। কি জানো, অনেক নাম-ডাক শুনেছি তোমার, কিন্তু কখনও ভাবিনি

দেখা হবে আমাদের···একটা প্রশ্ন তখন থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে মনে–আসলেই কি আমার চেয়ে ফাস্ট তুমি?'

কথা বলতে বলতে ড্র করল সে, এবং মিথ্যে ওই অহমিকা নিয়েই মারা গেল। স্যাডল থেকে ধূলিময় রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল চার্লস রজেনের দেহ, একটা গড়ান খেয়ে চিৎ হলো; মরিয়া চেষ্টায় ওঠার চেষ্টা করল সে, তখনই পরের গুলি এসে বিঁধল বুকে। ততক্ষণে সবে পিস্তল খাপমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সে, নিদারুণ বিস্ময়ে উপলব্ধি করল আগে পিস্তলে হাত দিয়েও লাভ হয়নি–ওর আগেই দু'বার গুলি করেছে গ্যারি ডুভাল! শেষ চেষ্টা করল সে, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে ট্রিগার টানল। বিশ হাত দূরে মাটিতে ধুলো চটকাল গুলিটা। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল চার্লস রজেনের দেহ।

হতভম্ব হয়ে পড়েছে রিচার্ড ডিজার। এক চুল নড়েনি সে। হঠাৎ ফ্যাকাসে এবং অসুস্থ দেখাল তার মুখ। যেন ঘোরে আক্রান্ত হয়েছে, গ্যারি ডুভালের পয়েন্ট ফোর-ফোর থেকে উদ্গত ক্ষীণ ধোঁয়ার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল।

একটু পর, সংবিৎ ফিরে পেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, নিজের অজান্তে ঢোক গিলল।

'তল্লাট ছেড়ে চলে যাও তোমরা,' মৃদু স্বরে নির্দেশ দিল গ্যারি ডুভাল। 'হয়তো তোমাদের ল্যাসোগুলোকে কাজে লাগানো উচিত, একসঙ্গে নয়জনের নেক-টাই পার্টি হলে জমত বেশ। কিন্তু ওই যে বলেছি, পিস্তলবাজি বা ল্যাসোর ফাঁসের দিন শেষ, তাই একটা সুযোগ পাচ্ছ সবাই। টম কেলারের শুভাকাঙ্ক্ষীরা চলে আসার আগেই যদি ভাগতে পারো···'

'ধন্যবাদ, গ্যারি,' বলল কুড়ালমুখো সেই কাউহ্যান্ড। দৃষ্টি নামিয়ে চার্লস রজেনের লাশের দিকে ইশারা করল সে। 'চেষ্টার ত্রুটি করেনি ও, সাহসী মানুষের মতই মরেছে। যাক্‌গে, আমার মনে হয় কবর দিয়ে ওর চেষ্টাকে সম্মান জানানো উচিত।' একটু থামল

সে, পরে যোগ করল: 'আমরা তো থাকতে পারছি না। তুমি যদি দয়া করে ওকে কবর দাও...'

নড করল গ্যারি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল ক্যারি রজার্স।

যেন স্যাডলে জমে গেছে রিচার্ড ডিজার, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। চটকা এখনও কাটেনি তার।

'ডিজারকে রেখে যাবে তোমরা। শুধু টম কেলারই নয়, বরং বেনকেও খুন করেছে ও। ওর ফুঁসলানিতেই উচ্ছন্নে গিয়েছিল বেন।'

এবার যেন হুঁশ হলো টি.কে ফোরম্যানের। ঘোড়ার পেটে স্পার দিয়ে খোঁচা দিল সে। কিন্তু ততক্ষণে সক্রিয় হয়ে গেছে ক্রুরা। সবাই মিলে তিনটা ল্যাসো দিয়ে কষে স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে ফেলল তাকে। শেষে ঘোড়াটকে বাঁধল রেইলের সঙ্গে। অনুনয় করে চলেছে ডিজার, কিন্তু পাত্তাও দিল না ক্রুদের কেউ। বরং একজন তার গলা থেকে ব্যান্ডানাটা খুলে জোর করে মুখে পুরে দিল। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি, রিচার্ড,' সরোষে বলল সে। 'আর শুনছি না। একটা সুযোগ পেয়েছি আমরা, ওটা হেলায় হারাতে চাই না। তুমি গুলি খেয়ে মরো কি কটনউডে লটকে মরো, তাতে কিছুই যায়-আসে না আমাদের। এই, চলো সবাই! লোকজন আসার আগেই কেটে পড়তে হবে!'

আতঙ্কিত ডিজারকে ফেলে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ওরা, বাতাসে হ্যাট নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গ্যারি আর ক্যারোলিন রজার্সকে।

পাশ ফিরে ক্যারির দিকে তাকাল গ্যারি, মেয়েটির বাহু চেপে ধরল এক হাতে। 'তুমি আমাকে অবাক করেছ, ক্যারি। তুমি কি জানো, পুরুষের পাশে চলার মত যোগ্য, সাহসী মেয়ে তুমি? সে যেখানেই যাক, পাশে থাকার যোগ্যতা রয়েছে তোমার?'

'ভিতরে এসো, কফির পানি চড়িয়েছি চুলোয়,' সলজ্জ স্বরে বলল ক্যারি। অপূর্ব কালো দুই চোখে স্বপ্নীল ব্যাঞ্জনা—মুখে যা বলেছে, তারচেয়ে বেশিই প্রকাশ পাচ্ছে।

ক্ষিপ্তঘাতক

দীর্ঘদেহী মানুষ সে। স্টেজ থেকে নেমে অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল, তারপর ছোট্ট একটা স্প্যানিশ সিগারো ধরাল। ধূসর হ্যাটের ব্রিমের নিচে রোদপোড়া মুখটা বাদামী দেখাচ্ছে, চোখজোড়া ধূসর আর শান্ত।

ভেস্টের নিচে ধূসর উলের শার্ট পরনে, গলায় গাঢ় লাল ব্যান্ডানা ঝুলছে। পায়ে পলিশ করা বুট। যখন হাঁটে, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে; মনে হয় না কোন রাইডার, বরং কাঠুরের মতই স্বচ্ছন্দ এবং নিঃশব্দ লোকটার চলাফেরা। পুরানো ফ্যাশনের হোলস্টারে রাখা পিস্তলটা ভেস্টের আড়ালে ঢাকা পড়েছে প্রায়।

স্টেজে ওঠার আগে ফুটপাথে অপেক্ষা করার সময় তাকে দেখেছে জিম থর্ন, পরে আরও ভাল করে দেখেছে। দ্বিতীয়বার দেখার পর অজান্তে ভুরু কুঁচকে গেল ওর। কি যেন পরিচিত ঠেকছে লোকটার, অথচ ধরতে পারছে না; এও ঠিক আগে কখনও দেখেনি তাকে।

স্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে বক্সে মালপত্র তোলা দেখছে জেরি হপম্যান। ওর উপস্থিতিতে নিশ্চিন্ত বোধ করছে থর্ন। এই স্টেজে সোনার চালান যাচ্ছে, স্বভাবতই সমর্থ ধীর-স্থির একজন মানুষ যদি শটগান হাতে পাহারা দেয়, নিশ্চিন্ত হওয়ারই কথা।

পাঁচজন যাত্রী ভেতরে আসন নিয়ে বসেছে। ষষ্ঠজন ছাদে চড়েছে। প্রায় সবাই চেনে মলি স্টুয়ার্টকে। ওর যখন ষোলো, এতিম অবস্থায় এক জুয়াড়ীকে বিয়ে করে; কিন্তু পরে ওকে ছেড়ে চলে যায় লোকটা। ডিভোর্স দেয়ার জন্যে এক জজের কাছে গিয়েছিল মলি, তাতে সব পুরুষের অহমে ঘা পড়ল যেন। এরপর থেকে মলি স্টুয়ার্টকে বাজে মেয়েছেলে হিসেবে দেখতে শুরু করে সবাই, যদিও ধারণাটার পক্ষে এমন কোন প্রমাণ মেলেনি কখনও।

মলি স্টুয়ার্টের করুণ জীবনের জন্যে নিজেও কিছুটা অপরাধবোধে ভুগছে জিম থর্ন। নিজেকে মলির চেয়ে বয়স্ক ভাবত সে, সেজন্যেই বিয়ের প্রস্তাব দেয়নি, অথচ জুয়াড়ী ওর সমবয়সীই ছিল। মলিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে দ্বিধা করেনি জুয়াড়ী। মলির বাবা ছিল সামান্য একজন কৃষক, তবে পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না, তা বলা যাবে না।

টিম ও'হারা স্থূলদেহী মানুষ। আট বছর ধরে স্টেজ চালায় সে, যথেষ্ট অভিজ্ঞ। জ্যাক টাউনি পেশায় খনি ব্যবসায়ী। নেভাডায় সমৃদ্ধ দুটো খনি রয়েছে তার, নিজেকে যথেষ্ট ধনী এবং প্রভাবশালী লোক মনে করে, সাফল্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ যেন–যদিও তার সাফল্যের মূলে রয়েছে নিছক সৌভাগ্য। স্টেজের ছাতের লোকটা অপরিচিত, দাড়ি কামায়নি বেশ কয়েকদিন, চাঁদি হালকা হয়ে এসেছে। চাহনি দুর্বল ও পরাজিত একজন মানুষের। হোলস্টারে নেভি কোল্ট ছাড়াও হাতে একটা স্পেন্সার পয়েন্ট ফাইভ-সিক্স রাইফেল রয়েছে তার।

শেষ যাত্রী স্টেশন অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে দেখল থর্ন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কুচকুচে কালো, দীর্ঘ চুল মেয়েটার। চলাফেরা আর আচরণে বোঝা যায় বনেদী ঘরের মেয়ে। দামী পরিচ্ছন্ন পোশাক পরনে, স্টেজে ওঠার সময় যেভাবে স্কার্টের প্রান্ত তুলে ধরল, তাতেই বোঝা গেল পরিপূর্ণ

থর্নের পাশে চলে এল ও'হারা। 'ধূসর হ্যাট পরা লোকটাকে চিনেছ?'

'কে?'

'জন কুপার। টেক্সাস রেঞ্জার। শুনেছি চ্যাটোকে ধরার জন্যে মেক্সিকো গিয়েছিল ও।'

'কুপার!' সঙ্গে সঙ্গে উদ্দিষ্ট লোকটির দিকে তাকাল থর্ন।

স্টেজে উঠছিল মনিকা মিলিগান। ও'হারা আর থর্নের কথা কানে এসেছে ওর, তীব্র কৌতূহল বোধ করল ও।

'এখন অবশ্য চাকুরি করছে না, তবে লোকজনের মুখে শুনেছি অন্তত দশজন লোককে মেরেছে কুপার। ভাবছি জো হলিঙ্গার সম্পর্কে ওর ধারণা আছে কিনা।'

'থাকাটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, এখানে কেন এসেছে ও? ওর নিজের এলাকা, টেক্সাস, এখান থেকে অনেক দূর।'

'হলিঙ্গার নিশ্চই এ প্রশ্নটাই করবে ওকে।'

জ্যাক টাউনি শুনছিল এতক্ষণ, এবার আলোচনায় যোগ দিল সে। 'ওকে দেখে কিন্তু এত টাফ লোক বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

বিরক্তি নিয়ে তাকে দেখল ও'হারা। 'চ্যাটোও ঠিক এরকম ভেবেছিল। গানফাইটে দশজন মানুষ খুন করেছিল সে, আর বিভিন্ন ভাবে খুন করেছিল আরও অন্তত ডজন খানেক। ওর পিছু নিয়ে হারমোসিলো পর্যন্ত চলে যায় কুপার, ছোট্ট একটা ক্যান্টিনায় মুখোমুখি হয় দু'জন।'

'আমি তো শুনেছি মেক্সিকোর অফিসাররা ঘটনাটায় অসন্তুষ্ট হয়েছে।'

'মাথা খারাপ! কুপার ওদের হয়ে চ্যাটোকে শেষ করেছে বলে

ওরা বরং খুশিই হয়েছে!'

ফের স্কার্টের ঝুল তুলে ধরল মনিকা, স্টেজে উঠবে। আচমকা 'সাহায্য করতে পারি তোমাকে, ম্যা'ম?' প্রশ্নটার পরপরই বাড়ানো একটা হাত দেখতে পেল। কোন কিছু না ভেবেই হাতটা গ্রহণ করল ও, তারপর লোকটির দিকে তাকাল। জন কুপার।

স্টেজে উঠল ওরা। মলি স্টুয়ার্টের পাশে, মনিকার বিপরীত দিকে বসল কুপার। বাইরে চাবুকের শব্দ হলো, আড়মোড়া ভেঙে এগোল স্টেজ, তারপর ছন্দময় গতিতে এগোতে শুরু করল। পেছনে ধুলো উড়ছে। আবহাওয়া চমকপ্রদ, সূর্যের আলো স্বস্তিকর পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মিনিট কয়েক পর স্টেজের ছায়াময় পরিবেশে ঠাণ্ডা জমাট বাঁধতে শুরু করল, ফ্রস্ট বাইটের মত জাঁকাল ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে ত্বকে, দিগন্তের ধূসর সীমানায় স্পষ্ট যে শীত আসতে বেশি দেরি নেই। এলাকাটা নিচু পাহাড়সারিতে ভরা, ঘাস কম কিন্তু পাইনের ঝাড়ে ভরা ঢাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। নিচু উপত্যকায় রয়েছে ওকের বন।

ঢুলতে শুরু করেছে মলি স্টুয়ার্ট, ঘুমের ঘোরে কুপারের কাঁধে এসে পড়ল মাথাটা। চমকে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি, তারপর নিচু স্বরে দুঃখ প্রকাশ করল।

'ঠিক আছে, ম্যা'ম। আমি কিছু মনে করিনি,' মৃদু স্বরে মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কুপারের দিকে তাকাল মনিকা, কিন্তু কিছু বলল না। খেয়াল করল বেশ কয়েকবারই ওকে দেখল সে, কোনবারই বেশিক্ষণের জন্যে নয়। তারপর ঢুলতে শুরু করল ও। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে জানা নেই, টের পেল স্টেজ থেমে গেছে। ধুলো জমেছে স্টেজের সর্বত্র, ওদের কাপড়ে মিহি আস্তর পড়েছে।

ড্রাইভারের ব্যাখ্যা শুনতে পেল ওরা: 'নিচে নেমে হাত-পা

একটু ঝেড়ে নেয়া যাক। একটা মিউল অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ। কিছুক্ষণ ওটাকে বিশ্রাম দিতে হবে।'

হেঁটে কিছু পথ এগিয়ে গেল জেরি হপম্যান যাতে অ্যারোয়োর কিনারা ছাড়িয়ে নিচে দেখতে পায়। সেদিকে একবার তাকাল কুপার, তারপর মনিকার কাছাকাছি চলে এল। 'বাইরে একটু হেঁটে আসবে নাকি?' ভদ্র, অমায়িক সুরে প্রস্তাব করল সে। 'পায়ের খিল ছাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে, তাছাড়া বসার মত পাথর আছে ওখানে।'

স্টেজ থেকে নেমে সত্যি সত্যিই সাদা একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল মনিকা। মলি স্টুয়ার্টকে অসহায় দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে ডাকল ও। 'আমার পাশে বসো। যথেষ্ট জায়গা আছে এখানে।'

বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল মলি, ওর পাশে বসে পড়ল।

অস্থির ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল জ্যাক টাউনি, নিচু স্বরে ও'হারাকে বলল কি যেন। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না ড্রাইভার। স্পেন্সারঅলা অন্য যাত্রী, গোড়ালির ওপর ভর করে বসে পড়েছে পেছনের চাকার কাছাকাছি, নিবিষ্ট মনে ধূমপান করছে।

'তুমি কি অনেক দূর যাচ্ছ, মি. কুপার?' নীলচে-সবুজ চোখ স্থির হলো কুপারের চোখে। 'আমি মনিকা মিলিগান। উইলো স্প্রিঙে যাচ্ছি।'

'বেশি দূরে যাচ্ছি না···ওখানে আমিও থামব। যদি কোন সাহায্য দরকার হয়, প্লীজ, ডেকো আমাকে।'

হঠাৎ ওদের আলাপে যোগ দিল জ্যাক টাউনি। 'ম্যা'ম, পশ্চিমে নতুন এসেছ বোধহয়, সেজন্যেই তোমার পাশের যুবতীর সত্যিকার পরিচয় জানো না। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করে দেয়ার···'

'উচিত হবে না তোমার!' শীতল, তীক্ষ্ণ চাহনি ফুটে উঠল নীলচে-সবুজ চোখে। 'মিস্ স্টুয়ার্ট আর আমি এখানে আরামেই

আছি, কারও কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় কোন মহিলার বিয়ে ঘটিত দুর্ভাগ্য তার সঙ্গে অন্যদের মেলামেশা বা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত নয়!' পাশ ফিরে মলি স্টুয়ার্টকে ঠোঁট কামড়ে ধরে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে দেখতে পেল ও। বেচারীর জন্যে সহানুভূতি অনুভব করল মনিকা। মলির হাত ধরে মৃদু চাপ দিল ও।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক টাউনি, হতাশ হয়েছে। আড়ষ্ট কাঁধ দেখে বোঝা গেল ক্ষোভে ফেটে পড়ছে ভেতরে ভেতরে। আড়চোখে জন কুপারের দিকে তাকাল মনিকা, তার ঠোঁটের কোণে স্মিত ব্যঙ্গের হাসি দেখতে পেল।

পরে, স্টেজে ওঠার পর, কুপারের অজান্তে ভাল করে তার মুখ খুঁটিয়ে দেখল মনিকা। শান্ত, গম্ভীর মুখ, প্রায় হাসেই না। এই লোক অন্তত দশ-বারোটা খুন করেছে, ভাবতেই অসম্ভব লাগছে।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল টাউনি, প্রায় বিদ্বেষের সুরে কথা বলল কুপারের সঙ্গে। 'জো হলিঙ্গার যখন চেপে ধরবে তোমাকে, তখন কি করবে?'

'কিছু মনে কোরো না, মিস্টার, বুঝতে পারছি না কি নিয়ে কথা বলছ তুমি।'

রেঞ্জারের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন শীতল সুরটা ঠিকই ধরতে পারল মনিকা, কুপারের চোখের তারায় বিরক্তি ঝিলিক খেতে দেখতে পেল।

'ওহ্, জো হলিঙ্গারের কথা তাহলে শোনোনি তুমি! উইলো স্প্রিঙের মার্শাল। সতেরো-আঠারোজন লোক খুন করেছে। সবাই তো বলে সিক্সগান হাতে নরক নামিয়ে আনতে পারে সে। লিউ কোলের মত দুর্ধর্ষ বেপরোয়া লোকও খুন হয়েছে ওর হাতে।'

'এমন কিছুই পাওনা ছিল কোলের।'

'হয়তো হলিঙ্গার মনে করে তোমারও পাওনা হয়েছে এমন

কিছু।'

শীতল শোনাল কুপারের কণ্ঠ। 'বন্ধু, আলাপ বা তর্ক চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমার। জো হলিঙ্গার কি মনে করে বা ভাবে, সেটা একান্তই তার ব্যাপার। আমার মনে হয় না অযথা ঝামেলা খুঁজে বেড়ায় সে।'

কিন্তু এত সহজে সন্তুষ্ট হওয়ার বান্দা নয় জ্যাক টাউনি। শেষ একটা মন্তব্য করল: 'স্টেজ পৌঁছলেই আসবে ও,' হাসল সে, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র আমোদ নেই। 'তখন দেখা যাবে, কি ঘটে!'

ঘুমানোর চেষ্টা করছিল ও'হারা। হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল। 'ফালতু কথা আমল না দেয়াই ভাল, কুপার,' বলল সে। 'হলিঙ্গার লোক হিসেবে ভাল। এ পর্যন্ত যারা খুন হয়েছে ওর হাতে, প্রায় সবাই খারাপ মানুষ ছিল কিংবা বাহাদুরি দেখিয়ে লাগতে গেছে ওর সঙ্গে। তবে শহরে সশস্ত্র আগন্তুকদের উপস্থিতির ব্যাপারে একটু বেশি স্পর্শকাতর ও।'

আলাপ বেশিদূর এগোল না। স্টেজের ছাতে ওঠা যাত্রীর হাঁটা-চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে এখন, জোরও বেড়ে গেছে। প্রবল বাতাসে ঝাঁকি খেল স্টেজ। 'দক্ষিণা ঝড়ো হাওয়া,' বলল ও'হারা। 'কি কপাল যে বাজে একটা জায়গায় আটকা পড়েছি! চারপাশে বিরান জমি ছাড়া কিচ্ছু নেই! ঝড়ো বাতাসে স্টেজ উল্টে যায় কিনা কে জানে!'

পর্দা তুলে বাইরের দিকে তাকাল কুপার। অন্ধকার নেমে এসেছে প্রেয়ারিতে, বাতাসে শুভ্র তুষার ভেসে বেড়াচ্ছে, নিতান্ত আলস্য ভরে পুঁতির দানার মত ছড়িয়ে পড়ছে জমিনে।

আসনে শরীর এলিয়ে চোখ বুজল ও। প্রায় সবখানে একই অবস্থা, তিক্ততার সঙ্গে ভাবল। গানফাইটার হিসেবে খ্যাতির বিড়ম্বনার শেষ নেই। তুচ্ছ কারণেও খুন হচ্ছে মানুষ, স্রেফ তর্ক থেকে গানফাইট–কৌতূহল বা বিকৃতি যাই হোক, কেউ কেউ মানুষের মৃত্যু দেখতেও দারুণ পছন্দ করে; দেখতে চায় আসলে

কে শ্রেষ্ঠ! এই কৌতূহলের কোন শেষ নেই, নিবৃত্ত হয় না কখনও–অন্তত যদ্দিন মানুষের মধ্যে লড়াই করার স্পৃহা আর ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে।

বেন থম্পসন আর হিকক মুখোমুখি হলে কি ঘটতে পারে, এ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকজনকে তর্ক করতে দেখেছে কুপার; অলস সময় উত্তেজনাপূর্ণ আর তর্কমুখর হয়ে ওঠে ওয়াইট অ্যার্প এবং জন রিঙোর কিংবা বুন মে ও সেথ বুলকের সম্ভাব্য গানফাইটের পরিণতি আন্দাজ করতে গিয়ে। বন্দুকবাজদের সামর্থ্য বা নৈপুণ্য নিয়ে তুলনা করতে পছন্দ করে সবাই, বেশিরভাগ সময় অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ে মন্তব্যগুলো, এমনকি কারও হাতে খুন হওয়া লোকের সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

আবারও শুরু হলো ব্যাপারটা!

'চার্লি স্টর্মই সবচেয়ে ফাস্ট,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে মন্তব্য করল জ্যাক টাউনি। 'কখনও ওকে ড্রতে হারতে দেখিনি। আমার মনে হয় না অ্যার্পও ওর সঙ্গে পেরে উঠবে।'

চোখ বন্ধ করে থাকলেও সবই শুনছে ও'হারা, পছন্দের প্রসঙ্গ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল। 'চালি স্টর্ম মারা গেছে,' মৃদু স্বরে জানাল। 'টম্বস্টোনে লুক শর্টের হাতে খুন হয়ে গেছে সে।'

'শর্ট?' প্রায় অবজ্ঞার সুরে জানতে চাইল টাউনি। 'বিশ্বাস করি না!'

'আমিও তাই শুনেছি,' মৃদু স্বরে বলল মলি স্টুয়ার্ট।

চোখ তুলে কুপারের দিকে তাকাল মনিকা। আসনে শরীর এলিয়ে দিয়েছে সে, চোখ বন্ধ, দেখে মনে হলো না কিছু শুনছে। যদিও ঘুমায়নি সে, মিনিট খানেক আগেও চোখ মেলে তাকাতে দেখেছে তাকে। জন কুপারের প্রতিক্রিয়া জানতে খুব ইচ্ছে করছে: কি ভাবছে সে? সত্যিই কি হলিঙ্গার অপেক্ষা করছে কুপারের জন্যে? দু'জন মুখোমুখি হলে কি ঘটবে?

শঙ্কিত দৃষ্টিতে জন কুপারের কঠিন কিন্তু সুদর্শন মুখটা জরিপ

করল মনিকা। উইলোস্প্রিঙে পৌঁছার পর এ লোকটি মারা যেতে পারে, চিন্তাটা আসা মাত্র অজান্তে শিউরে উঠল ও।

'আসলে কেউই কিন্তু অজেয় নয়,' মন্তব্য করল টাউনি, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে কুপারের ওপর। 'সঠিক লোকের সামনে পড়লেই হলো, সব ভেল্কি তখন শেষ হয়ে যায়!'

চোখ খুলে গেল কুপারের। 'কখনও পিস্তলে কারও মুখোমুখি হয়েছ তুমি?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ও।

'না কিন্তু...'

'তাহলে চুপ করে থাকো। যে জিনিসের অভিজ্ঞতা নেই, সেটা সম্পর্কে কথা না বলাই ভাল।' চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরল কুপার, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল টাউনি বা প্রসঙ্গটা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়েছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল ও, তুষার দ্রুত পড়ছে এখন। বাতাসে উড়ছে। ধীরগতিতে এগোচ্ছে স্টেজ, ঠিকমত ট্রেইল চোখে পড়ছে না বলে প্রায় হাঁটছে ঘোড়াগুলো।

ও'হারাও ঘুমিয়ে পড়েনি। মনে মনে দুই বন্দুকবাজের শোডাউন নিয়ে ভাবছে সে। জন কুপার আর জো হলিঙ্গার। দেখার মত হবে ব্যাপারটা—নরক নেমে আসবে...বলার মতই গল্প হবে বটে! এ ধরনের শোডাউনের গল্প শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে মানুষ। ডজ সিটিতে বিলি ব্রুকসের সঙ্গে চার জার্ভিস ভাইদের গানফাইট দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ওর। সুদূর টুকসন থেকে ব্রুকসকে খুন করার জন্যে এসেছিল জার্ভিসরা। রেস্তোরাঁয় বসে কফি গিলছিল ও'হারা, তখনই রাস্তায় বেরিয়ে গেল ব্রুকস। মুহূর্তের মধ্যে নরক নেমে এল—চার ভাই খুন হয়ে গেল ব্রুকসের হাতে।

ঘটনাটা এখন শুধুই ইতিহাস। কিন্তু ও'হারা ইচ্ছে করলেই যে-কোন সময়ে পঞ্চাশজন উৎসাহী শ্রোতার ভিড় জমিয়ে ফেলতে পারবে গল্পটা শুরু করলে। বহুদিন ধরে পশ্চিমে আছে সে, জানে বিখ্যাত বন্দুকবাজদের সম্পর্কে, যদিও সেরা দু'জন

গানফাইটারের শোডাউন কখনও দেখেনি নিজের চোখে।

কুপার লোকটার মাথা খুব ঠাণ্ডা। ফোর্ট গ্রিফিনে কন বিগলোকে খুন করেছে সে, অনায়াসে, অথচ দুর্ধর্ষ বন্দুকবাজ হিসেবে খ্যাতি ছিল বিগলোর। ড্রতে হারানোর পর বিগলোর হৃৎপিণ্ডে দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে কুপার। বিগলো আসলে কুখ্যাত এক আউটল, পিস্তলে নিজের দক্ষতার কারণে রেঞ্জারদের মোটেই আমল দিত না। কুপারের কথায় স্রেফ মুখের ওপর হেসেছে সে, কিন্তু সব রেঞ্জার যে এক নয়, সেদিন জীবন দিয়ে জেনেছে।

এক কোণে সরে গেল কুপার। প্রসঙ্গটা মনে পড়তে নিদারুণ বিরক্তি অনুভব করল। উৎসাহে কখনও ক্লান্তি নেই এদের, পেছনে লেগেই থাকে সারাক্ষণ…

জো হলিঙ্গার…বয়স হয়েছে মানুষটার। সহজ-সরল কিন্তু দৃঢ়চেতা মানুষ। যখন গুলি করার দরকার পড়ে, খুন করার জন্যেই করে সে। আসলে কি ধরনের মানুষ সে? জিম গিলেট বা জেফ মিল্টনের মত, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া যারা গুলি করেনি কখনও? নাকি বুড়ো জন সেলম্যানের মত নৃশংস মানুষ শিকারী, ব্যাজ আর আইনের দোহাই দিয়ে পাইকারি হত্যা করতে দ্বিধাহীন? এ ধরনের কয়েকজন টাউন মার্শালের কথা জানে কুপার, কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সম্ভাব্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন যে-কোন বন্দুকবাজকে সুযোগ পেলেই নিকেশ করে নিজের পথ পরিষ্কার করে ফেলেছে।

শোডাউন দূরে থাকুক, বিন্দুমাত্র ঝামেলায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর; কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। বন্দুকে একবার খ্যাতি অর্জন করলে কবরে শোয়ার আগে কখনও বিশ্রাম পাওয়া যায় না। খ্যাতিই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

রাতের অন্ধকার চিরে এগিয়ে চলেছে স্টেজ। মাঝখানে বিরতির সময় বেডরোল থেকে কম্বল বের করে এনেছে ও মলি

আর মনিকার হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দিয়েছে। তারপর নিজের আসনে শরীর ছেড়ে দিয়েছে। রক্তের টানে উইলোস্প্রিঙে যাচ্ছে, নইলে শহরটাকে এড়িয়ে নিজের পথে চলে যেত। আসলে থামার কোন ইচ্ছে নেই, আবিষ্কার করল কুপার, কিন্তু না থেমেও উপায় নেই। জো হলিঙ্গারের ভয়ে উইলোস্প্রিঙে যায়নি কুপার, কথাটা ছড়িয়ে পড়লে আরও ভোগান্তি নেমে আসবে, অনেকেই ওকে খুন করে নাম কিনতে আগ্রহী হয়ে পড়বে।

সময়টা ঘুমিয়ে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল কুপার। বাইরে লাগাতার তুষারপাত চলছে। ঝড়ো বাতাসে দুলছে স্টেজ, ধীরগতিতে অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে।

জো হলিঙ্গার বিষণ্ন চেহারার মানুষ। প্রায় সারাক্ষণই নির্লিপ্ত থাকে মুখটা। কিন্তু আগাগোড়া কঠিন চীজ। প্রথম যখন উইলোস্প্রিঙে এসেছিল সে, প্রতি রাতেই অন্তত দু'তিনটে খুন হত। চাকুরি নেওয়ার প্রথম মাসে চারজনকে হত্যা করেছে সে, পরবর্তী এক বছরে আরও দু'জন খুন হয়েছে মার্শালের হাতে। ক্রমে শান্তি চলে আসে উইলোস্প্রিঙে। রকবাজ, ধাপ্পাবাজ জুয়াড়ী বা বেয়াড়া কাউবয়রা হলিঙ্গারের ধাতটা বুঝে নেয় ঠিকই। ফুর্তি চলবে, কিন্তু বেপরোয়া হওয়া যাবে না–এই ছিল হলিঙ্গারের নির্দেশ। ব্যস, এরপর থেকে এখানে বলতে গেলে তেমন কোন ঝামেলাই হয়নি।

মাঝে মধ্যে অবশ্য বেয়াড়া দু'একজনের চাঁদিতে পিস্তলের ব্যারেল চালিয়েছে হলিঙ্গার, একবার উন্মত্ত মবের মুখোমুখি হতে হয়েছে–এক বন্দীকে গাছে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিল লোকজন। কিন্তু ইদানীং যেন দশ বছর আগের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। গত এক বছরে মার্শালকে খুন করার জন্যে উইলোস্প্রিঙে এসেছিল দু'জন–একজন ছিল উঠতি বয়সের যুবক, নিজেকে দারুণ বিপজ্জনক মানুষ মনে করত; আরেকজন ছিল বাগাড়ম্বরে অভ্যস্ত এক বন্দুকবাজ। বুড়ো হয়ে গেছে, তাই কাজ ছেড়ে

দেওয়া উচিত, হলিঙ্গারকে পরামর্শ দিয়েছিল সে।

দু'জনেই বুট হিলে শুয়ে আছে এখন। পিস্তলে দক্ষতার চেয়ে বরং সাহস এবং জেদই বেশি ছিল যুবকের, কোন ভাবেই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি হলিঙ্গার। আর বাচাল লোকটা শেষ মুহূর্তে নিরস্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে অ্যাম্বুশ করার চেষ্টা করে মার্শালকে। ফল যা হওয়ার কথা, তাই হলো। ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত নয় বলেই চুয়ান্নটা বসন্ত জীবনে পার করতে সক্ষম হয়েছে জো হলিঙ্গার। যথেষ্ট বয়স, গানম্যান হিসেবে অতীত হয়ে যাওয়ার কথা তার, কিন্তু এখনও স্থির, নিষ্কম্প হাতে নিখুঁত নিশানায় গুলি করে সে।

অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হলিঙ্গার দেখল হার্লকা তুষার পড়ছে, বাতাস বইছে। ধীর পায়ে গোল্ড স্টার সেলুনে গিয়ে ঢুকল সে, খেয়াল করল বারের কাছে বসে আছে এক লোক, এইমাত্র বোধহয় বাইরে থেকে এসেছে কারণ লোকটার কাপড়ে তুষার লেগে আছে। গ্লাসে হুইস্কি ঢালছিল সে, পদশব্দ পেয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকাল। 'ওই যে, আসল লোক চলে এসেছে,' মৃদু স্বরে বলল সে, তবে ত্রিশ গজ দূরে থাকলেও ঠিকই শুনতে পেল উইলোস্প্রিং মার্শাল। 'ওকেই জিজ্ঞেস করো নাহয়।'

বিশালদেহী এক র‍্যাঞ্চার ঘুরে দাঁড়াল মার্শালের দিকে। 'জো,' উৎসুক স্বরে বলল সে। 'গানফাইট নিয়ে আলাপ করছিলাম আমরা। আচ্ছা, তোমার মতামতটাই শুনি, পিস্তল হাতে কাকে সেরা মনে হয় তোমার? ওয়াইট অ্যার্প নাকি জন কুপার?'

ধূসর হয়ে যাওয়া গোঁফের প্রান্ত ছুঁলো হলিঙ্গার, ঠাণ্ডা চাহনিতে মাপল র‍্যাঞ্চারকে। বাচাল লোকজন একেবারে পছন্দ নয় ওর। 'ধারণা নেই আমার,' শীতল নির্লিপ্ত উত্তর দিল মার্শাল।

সরু দীর্ঘ পা এক লোকের, কোমরটাও বিস্ময়কর ভাবে ক্ষীণ; দীর্ঘ চ্যাপ্টা চোয়াল। 'শুনলাম স্টেজ ধরে এখানেই আসছে কুপার,' খরখরে কণ্ঠে গোপন খবরটা ফাঁস করল সে। 'ওকে

নিজের চোখে স্টেজে উঠতে দেখেছি।'

মার্শালের ওপর স্থির হয়ে আছে র‍্যাঞ্চারের দৃষ্টি, নীল চোখ উৎসাহে চকচক করছে। 'ভাবছি কেন এখানে আসছে সে। ও তো রেঞ্জার, কিন্তু এটা তো টেক্সাস নয়।'

অতি উৎসাহী গল্পবাজদের উপেক্ষা করল হলিঙ্গার, বারটেন্ডারকে ইঙ্গিত করল হুইস্কির জন্যে। প্রতি সন্ধেয়, এ সময় এক পেগ পান করে সে। মুখ-পাতলা আড্ডাবাজ এসব লোকের বাড়িতেই থাকা উচিত, বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল। র‍্যাঞ্চার লোকটা যতই ভালমানুষি দেখাক, আসলে শঠ, সুযোগসন্ধানী এবং হিংস্র প্রকৃতির–বছর কয়েক আগে যে-মবকে ঠেকিয়েছিল হলিঙ্গার, আড়াল থেকে মবের লোকজনকে নেতৃত্ব দিয়েছিল সে।

যাই হোক, জন কুপার কেন এখানে আসছে? না চাইলেও চিন্তাটা ভেতরে ভেতরে ত্যক্ত করে তুলছে ওকে। নিজের এলাকা অর্থাৎ টেক্সাস থেকে অনেক অনেক দূরে উইলোস্প্রিং। ব্যাপারটা হয়তো গুরুত্বহীন, কিন্তু জন কুপারের মত লোক সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে অভ্যস্ত বলেই ধড়ের ওপর এখনও মাথা রেখে চলছে সে, কিংবা মার্শাল হিসেবে চাকুরি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই পেশায় সাবধানী থাকার পাশাপাশি কোন ঝুঁকি নেওয়া চলে না। ঝুঁকি নেওয়া মানে বুট হিলে একটা পা রাখা।

জন কুপার প্রায় জীবন্ত কিংবদন্তী। রেঞ্জার হিসেবে ওর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কুখ্যাতি নয়, পিস্তলে সুখ্যাতিই অর্জন করেছে সে। দায়িত্ব পালনের সময় ছাড়া কারও বিরুদ্ধে পিস্তল ধরেনি কুপার, অথচ বহু বিপজ্জনক পরিস্থিতি পেরিয়ে এসেছে। বেশ কয়েকবারই প্রতিপক্ষ গুলি করার পর নিজে গুলি করেছে সে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে হঠকারি, মানুষটার ভেতরকার গোপন কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে; কারণ প্রতিবার যে প্রতিপক্ষের প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। স্বভাবতই, কোন একদিন এই দুর্বলতা বা খামখেয়ালীপনাই সর্বনাশ করবে

কুপারের। হয়তো সামান্য কোন টিনহর্নের হাতে খুন হয়ে যাবে।

জো হলিঙ্গারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন: এমন পরিস্থিতিতে প্রথমেই গুলি করা উচিত, এবং গুলিটা করতে হবে প্রতিপক্ষকে বুট হিলে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে।

'আজও স্টেজ অফিসে যাবে তুমি?' জানতে চাইল বারটেন্ডার।

'আজও' শব্দটা শুনেই রেগে গেল মার্শাল। জ্বলে উঠল ওর শীতল চোখজোড়া। 'নিশ্চই,' মাত্র একটা শব্দে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সে। বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে পানীয় ঢালল। মাত্র এক পেগ। প্রতি সন্ধেয় এটাই নিজের জন্যে বরাদ্দ করেছে হলিঙ্গার।

একটু পর বেরিয়ে এল সে। দরজা ভিড়িয়ে দিতে পেছনে উত্তেজিত তর্কাতর্কি শুনতে পেল বোকার হদ্দ সব! কিচ্ছু জানে না ওরা!

লাগাতার তুষারপাত ফ্যাকাসে করে তুলেছে রাতটাকে। জীবন ধারণের এরচেয়ে সহজ পথও আছে, তিক্ত মনে ভাবল উইলোস্প্রিং মার্শাল, কিন্তু কিভাবে? এটাই তার চেনা এবং জানা একমাত্র উপায়। গরু দাবড়ানোর সামর্থ্য এখন আর নেই ওর, কেই বা ওকে কাজ দেবে? সঞ্চয় নেই ওর, আছে শুধু শহরের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা বাড়ি আর ওটার পেছনের ক্ষুদ্র বাগানটা। এটাই মাটির ওপরে জো হলিঙ্গারের অস্তিত্বের একমাত্র নমুনা। ওর স্ত্রী মেরী যদি বেঁচে থাকত, তাহলে হয়তো সব ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেত। কারণ মেরী চায়নি অস্থির কোন শহরে মার্শালগিরি করুক সে।

সেক্ষেত্রে, কিভাবে জীবন চলত? চাকুরি ছেড়ে দিলেই যে মুক্তি, তা নয়। খ্যাতিপাগল অস্থির গানম্যানরা ঠিকই খুঁজে বের করবে ওকে, উচ্চাশাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইবে: জো হলিঙ্গারকে খুন করতে পারলে এক রাতের ব্যবধানে সারা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে তার সুনাম! অন্যরা ভয় করবে তাকে, সমীহ

করবে।

জীবন কত সস্তা, এরা কেউই জানে না!

তরুণ বয়সে বাফেলো শিকার করেছে হলিঙ্গার, সেনাবাহিনীর স্কাউট ছিল, মাত্র বিশ বছর বয়সে শটগান গার্ড হিসেবে কাজ করেছে। পঁচিশ বছর বয়সে টাউন মার্শাল হয় ও, তার পরের উনত্রিশ বছর এটাই ওর একমাত্র পেশা—উইলোস্প্রিঙে আসার আগে আরও বারোটা শহরে চাকুরি করেছে।

হাত দুটো এমনিতে ক্ষিপ্র ওর, নিরলস অনুশীলনে আরও উন্নতি করেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। সমৃদ্ধ হয়েছে অভিজ্ঞতার ঝুলিও। মানুষ চেনে সে, আছে কারও ভেতরটা পড়তে পারার ক্ষমতা। একসময় খ্যাতির অহঙ্কার ওকেও পুলকিত করত, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি উপলব্ধিটা। খুন না করলেও চলত, এমন এক লোককে খুন করার পর নিজের ওপর বিতৃষ্ণা বোধ করে হলিঙ্গার; পিস্তলে নিজের দক্ষতার জন্যে ন্যূনতম কিছু সন্তুষ্টিও যদি মনের গভীরে লালন করে থাকে, সেটাও এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল সেদিন। একসময় সেই স্মৃতিটাও প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গেল। এখন কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্যে, বেঁচে থাকার জন্যেই খুন করে সে।

গরু বেচতে আসা প্রতিটি আউটফিটে বেয়াড়া স্বভাবের লোক থাকে, অন্তত একজন কাউবয় থাকে যে নিজেকে গানহ্যান্ড মনে করে। এদেরকে সামাল দেওয়া যথেষ্ট ঝক্কির কাজ, হয় ওদের থামাতে হয় নইলে নিজেকেই থেমে যেতে হবে। বেপরোয়া কোন এক কাউহ্যান্ড চিরতরে থামিয়ে দিতে পারে ওকে। মেরী বেঁচে থাকলে ভাল হত, বরাবরের মত তিক্ত উপলব্ধি হলো হলিঙ্গারের। চুয়ান্ন চলছে ওর, অথচ দেখে মনে হবে ষাট পেরিয়ে গেছে।

কুপার এখানে আসছে কেন? উইলোস্প্রিঙে কি কাজ থাকতে পারে ওর? জো হলিঙ্গারকে শিকার করার জন্যে আসছে—চিন্তাটাই হাস্যকর। কিন্তু যদি সত্যি হয়ে থাকে? সেলুনে গুজবরত

বোকার হদ্দগুলো অন্তত তাই বিশ্বাস করে বসে আছে।

প্রায় অন্ধকার রাস্তা ধরে এগোল সে–দীর্ঘদেহী একজন মানুষ, বুক টানটান করে হাঁটে। এটা ওর শহর। এখানে ওর কথাই আইন। এই শহর ছাড়া আর কিছুই নেই ওর জীবনে। নেহাত আগন্তুক ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কখনও পিস্তল তোলেনি সে। জন কুপার যে-উদ্দেশেই আসুক, কিছু যায়-আসে না ওর। এখানে থাকতে হলে ওর মর্জিমাফিক চলতে হবে কুপারকে। দৃঢ় স্বরে, স্পষ্ট তাকে জানিয়ে দেবে কথাটা। যার যার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়াই উত্তম, তাহলে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশ থাকবে না।

পকেট থেকে রুপোর বিশাল ঘড়িটা বের করল জো হলিঙ্গার। জন্মদিনে ওকে উপহার দিয়েছিল মেরী। দারুণ খুশি হয়েছিল সে। এরকম একটা ঘড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন ছিল ওর।

কোর্টহাউসের কোণে চলে এল সে। ঝড়ো বাতাস হা-হুতাশ করছে করুণ সুরে। গায়ে ঠাণ্ডার কামড় অনুভব করল উইলোস্প্রিং মার্শাল। কালিগোলা অন্ধকার আকাশে, একটা তারাও নেই। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে আজকের রাতটা দারুণ দুর্ভোগে কাটবে লোকজনের।

চোখ খুলেই মনিকা টের পেল স্টেজ থেমে গেছে। ভেতরে নেই জন কুপার, যদিও তার বেরিয়ে যাওয়ার কোন সাড়া শুনতে পায়নি ও। জেগে আছে ও'হারা, পিঠ সিধে করে বসেছে আসনে। 'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল মনিকা।

'পথ হারিয়ে ফেলেছি আমরা। ট্রেইল খুঁজে পাওয়ার জন্যে বড়সড় একটা চক্কর কাটছে স্টেজ।'

'কিন্তু ট্রেইল থেকে স্টেজ সরে এল কিভাবে?'

'ট্রেইলে কোন বেড়া নেই, টেলিগ্রাফ পোস্ট নেই। আছে শুধু চাকার দাগ, বেশিরভাগ জায়গায় ঘাস গজিয়েছে। গত গ্রীষ্মের

সময় ইন্ডিয়ানরা হোয়াইট ক্রীক স্টেশন পুড়িয়ে দেওয়ার পর এ নিয়ে দুটো স্টেজ পথ হারিয়ে ফেলল।'

বাইরে, তুষারে ঢাকা খোলা জায়গায় জেরি হপম্যান আর কুপারের সঙ্গে পরামর্শ করছে জিম থর্ন।

'আমি নিশ্চিত থ্রী ওকস পেরিয়ে এসেছি,' জোর গলায় বলল হপম্যান।

'সেক্ষেত্রে ওয়ালের দক্ষিণে আছি আমরা,' বলল কুপার।

'জানতাম না এই এলাকা চেনা আছে তোমার,' খানিক বিস্ময়ের সুরে বলল থর্ন। 'ট্রেইলের দক্ষিণে ওয়ালের অবস্থান, কিন্তু চক্কর কাটার কারণে হয়তো ট্রেইল পেছনে ফেলে এসেছি।'

'দক্ষিণেই আছি আমরা,' একরকম নিশ্চিত কুপার। 'দক্ষিণে আর কিছুদূর গেলেই নর্থ ফর্ক ক্যানিয়ন।'

'আরে, তুমি দেখছি ওই জায়গাও চেনো!'

'চলো, জায়গাটা খুঁজে বের করি,' হপম্যানের উদ্দেশে বলল কুপার। 'মাঝামাঝি, আমাদের পেছনে থাকবে থর্ন, তাহলে এক লাইনে থাকব সবাই।'

আনমনা হয়ে গেল কুপার। বহু আগের ঘটনা। খোলা প্রেয়ারিতে করুণ সুরে বিলাপ করছিল বাতাস, ঘাসের ওপর আলগা তুষারের ঢেউ বইছিল···ভোলেনি সে। বছরের পর বছর পেরিয়েছে, কিংবা সামনে যতই দিন যাক, কখনও ভুলতেও পারবে না। নামটা হয়তো ভিন্ন ছিল, কিন্তু সত্তা ছিল একই।

'ওখানে পৌঁছে কি করব?'

'পাথরের তৈরি একটা কেবিন ছাড়াও যথেষ্ট জ্বালানি পাবে। পনেরো বছর আগের কথা অবশ্য, তবে পাথরের তৈরি কেবিন নষ্ট না হওয়ারই কথা। যাই হোক, আপাতত আশ্রয় মিলবে ওখানে।'

ঘুরে দাঁড়াল থর্ন। 'বেশ, চলো।'

ভারিক্কি চালে দক্ষিণে এগোল স্টেজ, বাতাসের বিপরীতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর, হঠাৎ করেই ঢালু হয়ে গেল জমি।

একটু পর দাঁড়িয়ে পড়ল জন কুপার, হপম্যান পাশে আসার পর দু'জনে মিলে গাইড করল–অ্যারোয়োয় নেমে গেল স্টেজ।

অসমান প্রান্তর ধরে এগোল এরপর–বরফ জমেছে মাটির ওপর, কিছু কিছু পাথরও রয়েছে। কিছুদূরে ক্লিফের কালো দেয়াল দেখা গেল, দেয়ালের লাগোয়া পাথরের কেবিনটা তুষারে ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়। তুষারের স্তূপ জমেছে ছাদে।

'ঘোড়াগুলোকে ভেতরে ঢোকাও!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল কুপার। 'বাড়ির পেছনে একটা গুহা পাবে, যথেষ্ট জায়গা আছে ওটায়!'

অন্ধকার গুহামুখ দিয়ে ভেতরে যেতে চাইল না প্রথম মিউলটা, প্রায় ঠেলে ঢোকানো হলো ওটাকে। অন্যগুলো অনুসরণ করল। গুহার টাই-পোলের সঙ্গে লাগাম বেঁধে বাড়িতে ঢুকল থর্ন, দেখল ফায়ারপ্লেসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে জন কুপার–আগুন জ্বালাচ্ছে, ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মনিকা মিলিগান।

সকৌতূহলে বন্দুকবাজকে দেখল থর্ন। 'জীবনেও এই জায়গায় আসিনি,' শেষে মন্তব্য করল সে। 'কখনও শুনিওনি যে এরকম জায়গা আছে ধারে-কাছে।'

পাশ ফিরে ঘরের কোণে জোড়া বাঙ্কের দিকে ইঙ্গিত করল কুপার। 'ওই বিছানায় জন্মেছি আমি। বহুদিন আগের কথা অবশ্য, গোল্ড রাশ চলছিল তখন।'

চট করে কুপারের দিকে চলে গেল মনিকার দৃষ্টি, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আবারও তাকাল বাঙ্কটির দিকে। সারা ঘরে নজর চালাল শেষে। জোড়া বাঙ্ক, একটা টেবিল, দুটো বেঞ্চ, আর একটা চেয়ার–এই হচ্ছে আসবাবপত্র। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা লোহার পাত্র। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ল ওর, কত আরামদায়ক আর নিরাপদ ওটা!

তবে এখন আর নিজের নয় সেটা। অন্যের হয়ে গেছে।

'ক্রীকের পাড়ে আমার মা-র কবর,' জানাল কুপার। 'আমার

জন্মের কিছুদিন পরই মারা গেছেন মা।'

কিছু শুকনো কাঠ নিয়ে এসে আগুনে যোগ করল থর্ন–একটা একটা করে। 'ইন্ডিয়ানরা খুব উৎপাত করত, রেডস্কিনদের এলাকা ছিল এটা তখন।'

'ঠিক ইন্ডিয়ান হামলার শুরুতে আমার জন্ম হয়েছিল,' বলল কুপার। 'ট্রেইলে চলার সময় একটা ওয়্যাগন অচল হয়ে পড়ে, সম্ভবত চাকা ভেঙে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটা পরিবার এসেছিল আমাদের সঙ্গে, টুকসনে গিয়ে স্বর্ণ তোলার জন্যে অধীর হয়ে ছিল ওরা, তাই আমাদের ফেলেই চলে গিয়েছিল। শুধু একটা ওয়্যাগন রয়ে গিয়েছিল।'

স্টেজ থেকে কফির সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে জেরি হপম্যান। আগুনে পানি ফুটছে। একেবারে চুপ মেরে গেছে জ্যাক টাউনি, কিন্তু ও'হারার কৌতূহল কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। জন কুপারের গল্প নতুন কিছু নয়, এমন শত শত গল্প শুনেছে সে–পশ্চিমে প্রথম আসার অভিজ্ঞতা; কিন্তু কোনটাই শুনতে খারাপ লাগে না। সম্ভবত ওর চেয়ে বেশি কেউ এমন গল্প শোনেনি, মাঝে মধ্যে ও নিজেও অন্যদের শোনায়।

'পরে কি হলো?' কুপারের শান্ত মুখে স্থির হয়ে আছে মনিকার দৃষ্টি, মনে মনে মহিলার ভাবনা আন্দাজ করার প্রয়াস পেল–মহিলার পক্ষে জানার উপায় ছিল না ছেলে আদৌ বেঁচে থাকবে কিনা, শৈশব-কৈশোর-তারুণ্য পেরিয়ে পরিপূর্ণ এক যুবকে পরিণত হবে কিনা; কিন্তু নিজের অসহায় মৃত্যু সম্পর্কে ছিল শতভাগ সচেতন। গানফাইটার আর যাই হোক, মৃত্যুর সময়েও নিশ্চই নিজের ছেলেকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন মহিলা।

'বাবার সঙ্গে আর যারা ছিল, উইলোস্প্রিঙের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল সবাই,' বলল কুপার।

পায়ের ভর বদল করল থর্ন। 'তুমি তাহলে,' মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলল সে, আচমকা অজানা কোন কারণে বিরক্তি বোধ

করছে। 'ক্লেট রায়ানের ভাতিজা।'

'হ্যাঁ।'

আগুনের ওপাশ থেকে থর্নের দিকে তাকাল মলি স্টুয়ার্ট, কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল, অসহায় দেখাল ওকে। উঠে দাঁড়িয়ে গুহার পেছন দিকে চলে গেল থর্ন। মলিও জানে, জানা উচিত, কারণ ও একজন ফুলটন। রায়ানদের প্রতিবেশী ছিল ওরা। মাঝে মধ্যে ক্লেট আর ডেভের হয়ে কাজ করেছে লুক ফুলটন, ওর বাবা। পরে অবশ্য মেরী ফুলটন বিয়ে করে ডেভকে, পশ্চিমে চলে আসে ওরা।

কুপারকে মনে নেই ওর, কিন্তু গল্পটা ঠিকই মনে পড়ছে। ওর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, ছেলেকে নিয়ে টেক্সাসের ফোর্ট ব্রাউনে চলে যান তিনি। এরপর আর ওদের ব্যাপারে কোন খবরই শোনা যায়নি।

স্পেন্সার রাইফেলধারী লোকটা কিছু কাঠ নিয়ে এসেছে, আগুনের কাছাকাছি বসে আছে সে; তবে অন্যদের সুযোগ দিতে কিছুটা দূরে সরে গেছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লেও কেবিনের ভেতরটা মোটামুটি উষ্ণ, আগুন আর মানুষের উপস্থিতিতে ক্রমশ আরও উষ্ণ হয়ে উঠছে।

এগিয়ে গিয়ে হপম্যানের কাছ থেকে কফির পট আর কাপ তুলে নিল মলি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে জিম থর্ন, চোখে চাপা রাগ। মেয়েটা ভাল। জুয়াড়ীটা চলে যাওয়ার পর আর কি করতে পারত মলি? অযথাই অন্যের কুৎসা রটায় লোকজন···

'ঠাণ্ডা বাড়ছে, মলি,' হঠাৎ বলল থর্ন। 'তোমার কোটটা নিয়ে আসব?'

চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা, বিস্ময়ের পর কোমল আন্তরিকতা ফুটে উঠল মুখে। 'ধন্যবাদ, জিম। লাগবে না, ঠাণ্ডা লাগছে না আমার।'

কোট নিয়ে এল থর্ন। অস্বস্তির কারণটা অনুভব করে বিস্মিত

হলো, চোখেমুখে গরম রক্ত চলে এসেছে। ক'বছর পর এমন অনুভূতি হলো ওর? আগুনের কাছে ফিরে এসে দেখল ক্ষীণ কিন্তু রহস্যময় এক চিলতে হাসি ঝুলছে জ্যাক টাউনির ঠোঁটের কোণে। আচমকা রাগে জ্বলে উঠল থর্নের ব্রহ্মতালু। একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিস তো তোকে খুন করে ফেলব, হারামজাদা, মনে মনে খিস্তিপূর্ণ শপথ করল সে, মলিকে নিয়ে একটা কিছু বললেই তোর চেহারা পাল্টে দেব!

কফিটা গরম। কুপারের পাশে বসেছে মনিকা। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বসল থর্ন, মলির দেয়া কফি সাগ্রহে নিল। গুহায় মিউলগুলোর নড়াচড়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। সন্তুষ্টির সঙ্গে ফীড-ব্যাগে দেয়া ওটের সদ্ব্যবহার করছে ওরা, বাইরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন। ঘোড়া এমন এক প্রাণী, সহজে সন্তুষ্ট হয় না···সম্ভবত পুরুষও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, কেবল থর্ন আর মলিই জেগে আছে। উঠে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল থর্ন, কাঠ যোগ করে উস্কে দিল আগুন। ঘুরে দাঁড়াতে নিজের ওপর মেয়েটির কৌতূহলী দৃষ্টি টের পেল সে, ক্ষীণ হাসল, কথা বলতে গিয়ে টের পেল জিভে জোর পাচ্ছে না, মুখটাও শুকিয়ে গেছে যেন।

কেশে গলা পরিষ্কার করল ও, শেষে আগুনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল: 'মলি, চার বছর আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল বোধহয়। হয়তো করতামও, কিন্তু আমার মনে হলো তোমার চেয়ে বয়সে একটু বেশি আমি। এখন অবশ্য আরও বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু···তোমারও বয়স বেড়েছে।

'আমাকে বিয়ে করবে?' শেষে চোখ তুলে তাকাল সে, ফায়ারপ্লেসের লালচে গোলাপি আলোয় মলি স্টুয়ার্টের নীল চোখের গভীরে ডুব দিয়ে উত্তরটা খোঁজার প্রয়াস পেল। অনুভব করল একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মেয়েটা। পরস্পরের আঙুল

চেপে ধরল ওরা, ধরে থাকল প্রবল নির্ভরতায়।

'করব, জিম। চার বছর আগেই এ প্রস্তাবটা আশা করেছি আমি, কিন্তু জিজ্ঞেস করোনি তুমি। শেষে ভেবেছি তুমি বোধহয় ওরকম চোখে দেখোনি আমাকে। তোমাকে বিয়ে করে সুখী হব আমি, জিম, সত্যি বলছি, ধন্য মনে করব নিজেকে!'

জিম থর্নের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিল মলি, এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

প্রায় বারো ঘণ্টা দেরিতে উইলোস্প্রিঙে পৌঁছল স্টেজটা। বাতাস মরে গেছে, গম্ভীর আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে সূর্য; জমির ওপর পড়ে থাকা তুষার দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। স্টেজ অফিসের সামনে ভিড় জমে গেছে কৌতূহলী লোকজনের।

অফিসের সামনে স্টেজ থামাল জিম থর্ন। স্টেশন থেকে এক ব্লক দূরে, লাগোয়া জেনারেল স্টোরের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে জো হলিঙ্গার, শরীর টানটান; সুতীর কালো কোট পরা নিঃসঙ্গ কিন্তু নিজের কর্তব্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন একজন পীস অফিসার।

নিজের আসন ছেড়ে নামতে উদ্যত হলো থর্ন, প্রায় তাড়া বোধ করছে, সবার আগে জো হলিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে; কিন্তু পেছনে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দে ফিরে তাকাল। স্টেজের ছাদে স্থির ভাবে বসে আছে স্পেন্সারধারী লোকটা। মনিকা মিলিগানের ট্রাঙ্কের আড়ালে অর্ধেক ঢাকা পড়েছে তার দেহ। লোকটার হাতে রাইফেল চলে এসেছে, ক্ষীণ ব্যঙ্গের হাসি ঝুলছে ঠোঁটে।

যাত্রীদের মধ্যে সবার আগে নামল জন কুপার, ঘুরে দাঁড়িয়ে মনিকাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল। স্টেশন অফিসের সামনের ভিড়ের দিকে তাকায়নি সে, তবে সচেতন; প্রথম সুযোগে তাকাল যখন, চল্লিশ গজ দূরে জো হলিঙ্গারকে

দেখতে পেল। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে উইলোস্প্রিং মার্শাল।

'কুপার!' তীক্ষ্ণ, টানটান শোনাল হলিঙ্গারের কণ্ঠ। 'আমাকে খুন করার জন্যে এসেছ এখানে?'

এক পা এগোল কুপার, বয়স্ক পীস অফিসারের মনের ভাবনা উপলব্ধি করতে অসুবিধে হলো না। একটা হাত তুলল ও। 'না, আমি স্রেফ...'

চোখের পলকে ঘটে গেল পরবর্তী ঘটনাগুলো, কোত্থেকে কি হলো উপস্থিত অনেকেই ঠিক বুঝতে পারল না। ঝট করে হাত নেমে গেল মার্শালের, হাতের তালুর সঙ্গে কোল্টের ওয়ালনাট বাঁটের স্পর্শের হালকা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল কুপার। পরক্ষণে ভোজবাজির মত হলিঙ্গারের হাতে চলে এল ভয়ালদর্শন কোল্টটা।

ফল্‌স-ফ্রন্টের দালানে ঘোরা জায়গাটায় ভোঁতা শব্দ তুলল গুলির আওয়াজ। বুকে তপ্ত সীসার তীব্র আঘাত অনুভব করল জো হলিঙ্গার। অজান্তে কিংবা বুলেটের ধাক্কায়...এক পা পিছিয়ে গেল সে, চোখ তুলে দেখল মোটেই ড্র করেনি জন কুপার!

বুলেটের আঘাতের চেয়ে বিস্ময়ের ধাক্কাটা বেশি লাগল বুড়ো মার্শালের কাছে। গুলির আওয়াজটাও কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকেছে কানে! বিস্ময় সামলে উঠতে দেখতে পেল বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে কুপারের হাতে, এবং এ মুহূর্তে গুলি করছে সে। কিন্তু ওকে নয়, অন্য কাউকে।

হাঁটুতে দুর্বলতা অনুভব করল মার্শাল, নিজেও জানে না ধড়াস করে আছড়ে পড়েছে ধূলিমলিন রাস্তায়। পিস্তল হাতে থাকলেও গুলি করল না সে, বরং সমগ্র মনোযোগ দিয়ে দেখার চেষ্টা করল, পরিস্থিতি বুঝতে চাইল।

জন কুপারকে ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি। স্টেজের ছাদে ট্রাঙ্কটা চোখে পড়ল, ওটার ওপর একটা স্পেন্সার রাইফেলের মাজল দেখা যাচ্ছে; ঠিক পেছনে কিন্তু রাইফেলের মাজলের একটু বাম দিকে তুষার আটকে থাকা ভুরু, চোখ আর একটা হ্যাট চোখে

পড়ল ওর। এবার গুলি করল হলিঙ্গার। ঠিক চোখের ওপর বিঁধল গুলিটা। মুহূর্ত খানেক পরেই লালচে গর্ত তৈরি হলো। ফের গুলি করল মার্শাল। এবারও টার্গেটে বিদ্ধ হলো গুলিটা।

হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিল লোকটা, তারপর গড়ান খেয়ে ধূলিময় রাস্তায় ভূপতিত হলো, ঠিক স্টেজের পাশে।

হলিঙ্গার জানে সময় উপস্থিত, মরতে যাচ্ছে সে। বহু মৃত্যু দেখেছে সে, জানে কোন্ ক্ষত কতটা মারাত্মক হতে পারে; তাছাড়া অন্তরেও ঘণ্টা বেজে গেছে। 'ওই হারামজাদা···কে ও?'

'জনি কোল,' ভিড় থেকে বলল কেউ। 'লিউ কোলের ভাই। তোমাকে খুন করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল।'

'হলিঙ্গার,' এগিয়ে এসে মার্শালের মাথাটা কোলে তুলে নিল কুপার। 'তোমার খোঁজেই এসেছি আমি। তুমি আমার মামা। মেরী রায়ানের বোন ছিল আমার মা।'

অদ্ভুত হলেও কিছুটা স্বস্তি আর সন্তুষ্টি অনুভব করছে জো হলিঙ্গার। সবসময়ই মনে হত নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরতে হবে ওকে। মেরীর ভাগনে সামনে থাকা অবস্থায়, একাকী মরতে হচ্ছে না ওকে; হাত ধরে সহানুভূতি প্রকাশ করার জন্যে অন্তত একজন তো রয়েছে! মরার সময় মনে হবে না পৃথিবীতে কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না। কুপারের পাশে একটা মেয়ে বসে আছে···দেখতে মেরীর মতই লাগছে ওকে। ভুল দেখছে বোধহয়?

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়েটির দিকে তাকাল মার্শাল, শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল মনিকা চেজের কব্জি। 'এই ছেলেটাকে ভালবাস তুমি?' জিজ্ঞেস করলেও অদ্ভুত, শূন্য অনুভূতি হচ্ছে ওর, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে অবচেতনতার সাগরে, মনে হচ্ছে অন্ধকার একটা করিডরে আছে যার দেয়ালগুলো দেখতে পাচ্ছে না। 'যাই ঘটুক, ওর সঙ্গে থেকো আজীবন। তুমি যা দেবে ওকে, তাই হবে ওর সারা জীবনের প্রাপ্তি।'

কিছুটা পিছিয়ে গেল জন কুপার, তবে মনিকার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল। জো হলিঙ্গারের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেছে শহরের লোকজন, তবে বোর্ডওঅকে তাজা রক্ত পড়ে আছে এখনও।

'কোথায় যাব আমরা?' ঘুরে মেয়েটির চোখে চোখ রাখল কুপার।

'কেন···পশ্চিমে।'

'কিন্তু কতদূর?'

'উপায় কি। যেখানেই যাই না কেন, আমাকে একটা কাজ দিয়েছে মি. হলিঙ্গার, তাতে কোন খুঁত রাখতে চাই না আমি।'

'তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম,' স্বীকার করল কুপার। 'কিন্তু সময়টা···'

'জানি,' মৃদু স্বরে বাধা দিল মনিকা। সত্যিই জানে। নিঃসঙ্গ একজন বুড়ো মানুষের চোখের ভাষা কিংবা মৃত্যুর ঠিক আগের কথাগুলোর তাৎপর্য ঠিকই বুঝতে পেরেছে ও; আর গতরাতে পাথরের কেবিনে আগুনের ধারে পাশাপাশি বসে থাকার পর থেকেই নিশ্চিত জানত। জীবনটা কখনোই একরকম যায় না, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা বা বিষণ্নতা থাকে; ভয়-দ্বিধা-অস্থিরতাও আসবে···কিন্তু যাই ঘটুক, একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে কখনও নিঃসঙ্গ বা একাকী থাকতে হবে না ওদের–আজীবন পরস্পরের পাশাপাশি থাকবে।

অপয়া মেসা

পবর্তশৃঙ্গ আর গভীর গিরিখাতের মাঝে এমন জায়গা কল্পনাই করা যায না। অপূর্ব সুন্দর সবুজ উপত্যকা। অথচ কাছেই মরুভূমি। প্রায় ছয়শো ফুট উঁচুতে ওটার অবস্থান।

শুরুতে খাড়া পাহাড়ী ঢাল, তবে দুর্গম নয়। শেষ তিনশো ফুট একেবারে খাড়া, শুধু এক কোণে এবড়োখেবড়ো পাথরের কোণা বেরিয়ে আছে। এটাই নাকি মেসায় ওঠার বহু পুরানো ও একমাত্র ট্রেইল।

গুজব রয়েছে মেসায় একটা ঝর্না আছে। গাছ বা ঘাসের অভাব নেই। রয়েছে বুনো জন্তুও। কিন্তু এসব আসলে গুজবই, কারণ জীবিত কোন লোক স্বচক্ষে মেসাটা দেখেনি।

ব্ল্যাক মেসা সম্পর্কে নানা রহস্যময় গল্প চালু আছে এলাকায়। একবার রায়ার্সনরা দুই ভাই মেসায় উঠতে চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ তো হয়েছেই, পরের দুই মাসে নাকি এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। চার বছর পর পিটার মুর্নিক নামে দুঃসাহসী একজন উঠতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রাচীন ট্রেইলে পা ফস্কে পড়ে মারা যায় বেচারা। সেবারও বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গরু বা মোষ ওদিকে যায় না, মানুষ তো নয়ই। কোন ঘোড়া বা গরু যদি ভুল করে গিয়েও থাকে, দেখা গেছে ভূতুড়ে আচরণ করছে ওগুলো, অযথা ভয় পাচ্ছে, চোখে শূন্য চাহনি ফুটে ওঠে, ক্রমে হাড্ডিসার হয়ে যায়, হাড়-চামড়া এক হয়ে যাওয়ার পর একসময় মারা পড়ে। এদের সাদা হাড় রহস্যময় গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করে। 'ওই ব্ল্যাক মেসা না থাকলে,' বুড়ো রায়ার্সন প্রায়ই

বলে। 'এলাকাটাকে ভালই বলা চলে।'

ডেভ কোয়ান যখন ওয়্যাগনস্টপে পৌঁছল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে তখন। স্টেবলে ঢুকে হসল্যারের হাতে ঘোড়ার যত্নের ভার চাপিয়ে দৌড়ে সেলুনে প্রবেশ করল সে।

'রীতিমত ঝড় হচ্ছে!' বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা চারজনের উদ্দেশে বলল ডেভ। 'বছরের এসময়ে এমন ঝড় বা বৃষ্টি অস্বাভাবিক না?'

'আমাদের বাগানের বারোটা বাজাবে,' মাথা নেড়ে পশ্চিমে ইশারা করল সবচেয়ে কাছের লোকটা। 'সব দোষ অপয়া ওই মেসার।'

'বৃষ্টির সাথে মেসার কী সম্পর্ক?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'তুমি এখানকার লোক হলে প্রশ্নটা করতে না।'

স্লিকার খুলে, হ্যাট ঝেড়ে বৃষ্টির পানি নিংড়াল ডেভ। 'কখনও শুনিনি পাথরের স্তূপ ঝড়-বৃষ্টি নামায়।'

ওর অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করল ওয়্যাগনস্টপের অধিবাসীরা, যার যার ড্রিঙ্কের দিকে মনোযোগ দিল। বাইরে গম্ভীর আকাশ চিরে গেল নীল বজ্র, পরপরই বজ্রপাত হলো। চারজনের দু'জন বুড়ো রায়ার্সন আর স্প্রিং ক্যানিয়ন র‍্যাঞ্চের মালিক বিল গিলনার। অন্যরা পিচফর্ক র‍্যাঞ্চের দুই হার্ডকেস রাইডার–স্টেইনেস ও ব্লট। বারকীপ গ্যারি বার্চ রয়েছে বারের পিছনে।

ডেভ কোয়ান দীর্ঘদেহী মানুষ। চওড়া কাঁধ ওর, সরু কোমর। রুক্ষ মুখ, এক গালে হনুর হাড়ের বিপরীতে পুরানো একটা ক্ষত রয়েছে।

'অনেকদিন আছ এখানে?' বার্চের উদ্দেশে জানতে চাইল ও।

'এখানেই জন্ম।'

'তুমি তা হলে বলতে পারবে র‍্যাফটার-এইচে কীভাবে যেতে পারি।'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেল ডেভের দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বারকীপ, কয়েক মুহূর্ত পর শ্রাগ করল। 'গত পনেরো বছর ধরে একটা কুকুরও পা রাখেনি ওখানে। দালান আর হাড়গোড় ছাড়া কিচ্ছু পাবে না। এমনকী পানিও মিলবে না।'

আমুদে হাসি দেখা গেল বুড়ো রায়ার্সনের মুখে। 'ঠিক কালো মেসার কিনারার নীচে। বাইরে বেরোলেই দেখতে পাবে। অভিশপ্ত জায়গা।'

গম্ভীর হয়ে গেল ডেভের মুখ। 'অভিশাপে বিশ্বাস নেই আমার। যাক্‌গে, অভিশপ্ত হোক আর যাই হোক, ন্যায্য দামে র‍্যাঞ্চটা কিনেছি যখন, ঠিক করেছি ওখানেই থাকব।'

'কিনেছ?' চরম বিস্ময় প্রকাশ পেল গ্যারি বার্চের কণ্ঠে। 'স্ট্রেঞ্জার, সুযোগ পেয়ে তোমাকে ঠকিয়েছে কেউ। কালো মেসার কথা যদি বাদও দাও, এক ফোঁটা পানি নেই ওখানে। আর পুরো জমি ভরে আছে ঘন আগাছায়।'

'হয়েছিল কী? র‍্যাফটারের মালিক কি গরু পালত না?'

ডেভের গ্লাস ভরে দিল বার্চ। 'কীসের মধ্যে গিয়ে পড়বে, আগে-ভাগে জেনে নাও,' বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে পরামর্শ দিল সে। 'পঁচিশ বছর আগে পল হোবার্ট র‍্যাঞ্চটা শুরু করেছিল। কালো মেসার ব্যাপারে ওকে সতর্ক করেছিল লোকজন, কিন্তু সবার মুখের উপর হেসেছে সে। পরে দেখা গেল ওর সব গরু পাগল হয়ে গেছে, ফসল পুড়ে গেছে, একসময় পানির সব উৎসও শুকিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে কেটে পড়ে সে।

'মার্ক শিয়ার নামে এক লোক কিনল র‍্যাঞ্চটা। বেশ কিছুদিন পাত্তা মিলল না তার। এলাকার এক কাউহ্যান্ড কৌতূহলবশত গিয়েছিল তার ওখানে, গিয়ে দেখে আঙিনায় পড়ে আছে শিয়ারের লাশ। শরীরে একটা চিহ্নও ছিল না, যেন একেবারে স্বাভাবিক মৃত্যু।'

'হার্ট অ্যাটাক বোধহয়।'

'কে জানে! তো, পরে শিয়ারের ভাতিজা এল, কিন্তু মেসায় রাত কাটাতে চাইত না। বলতে গেলে প্রায় সারাদিনই এখানে কাটিয়ে দিত। রাতে মেসায় থাকার বদলে বরং খোলা জায়গায় ক্যাম্প করত সে।

'শেষে কিছু গরু রাউন্ড-আপ করল সে, বেচে দিয়ে চলে গেল এখান থেকে। আজব ব্যাপার কী জানো, স্ট্রেঞ্জার? দুই হাজারের বেশি গরু নিয়ে র‍্যাঞ্চ শুরু করেছিল হোবার্ট, কিন্তু মাত্র পাঁচশো বেচতে পেরেছে শিয়ারের ভাতিজা। অন্যগুলোর চামড়া বা চুল, কোনটাই কেউ দেখেনি কখনও।'

'হোবার্টের কথাও বলো,' বাতলে দিল রায়ার্সন।

'সবই রহস্য! প্রথমে হোবার্ট দেশছাড়া হলো, তারপর মারা গেল শিয়ার, ওর ভাতিজাও পালিয়ে গেল। এরপর কেউই আর পারতপক্ষে ওদিকে যায় না। এক রাতে মেসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল গিলনার...'

'জীবনে আর কখনও ওদিকে যাব না আমি!' মাঝখানে বলে উঠল বিল গিলনার। 'মরতে হলেও নয়!'

'ক্লিফের কাছাকাছি গেছে, এসময় একটা চিৎকার শুনতে পায় ও। রক্ত হিম করা চিৎকার। তারপর কোন কিছু আছড়ে পড়ার আওয়াজ। ঘোড়া ছুটিয়ে যখন ফিরে আসছিল, অস্পষ্ট গোঙানি আর করুণ বিলাপ শুনতে পেল ও। পাথরের স্তূপের কাছে এসে দেখল একটা লোক পড়ে আছে। ওকে দেখে লোকটা বলে উঠল: "অপয়া মেসা আমাকেও ধরেছে!" পরমুহূর্তে মারা গেল সে। লোকটা ছিল পল হোবার্ট। এবার বুঝেছ, কালো মেসা কী জিনিস?'

'তারপর থেকে ওখানে আর থাকছে না কেউ?'

'কেউ থাকবেও না।'

স্মিত হাসল ডেভ কোয়েন। 'আমি থাকব। জীবনে যা রোজগার করেছি, সব খরচা হয়েছে ওটা কিনতে। ওখানে থাকা ছাড়া উপায় নেই আমার। কালই কালো মেসায় চলে যাব আমি।'

*

সেলুনে যত লোক আছে, সবার চোখে বিদ্বেষ দেখে রীতিমত বিমূঢ় বোধ করল ডেভ কোয়েন। চট করে কারণটা আঁচ করতে পারল ও। মনে-প্রাণে একটা সংস্কার–কিংবা কুসংস্কারও হতে পারে–লালন করে এরা, কেউ সেটা অবিশ্বাস করছে দেখতে পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

'সময় থাকতে চিন্তা করে দেখো, স্ট্রেঞ্জার,' শান্ত স্বরে বলল বুড়ো রায়ার্সন। 'আমরা কিন্তু তোমাকে ওখানে থাকতে দেব না। কালো মেসায় যখনই কোন লোক থাকতে গেছে, আমাদের সবার জন্য অমঙ্গল ডেকে এনেছে।'

'তোমাদের অমঙ্গল হবে কেন? যে থাকবে, তারই হওয়ার কথা,' মৃদু স্বরে জবাব দিল ডেভ। 'সুতরাং অমঙ্গল বা অশুভ ব্যাপার নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দাও।'

ধৈর্য হারিয়েছে রায়ার্সন, রীতিমত কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। 'ওই মেসার কারণে দুই ছেলেকে হারিয়েছে আমি। ফসল গেছে, কত গরু যে হারাল, গুনে শেষ করা যাবে না! বাছা, ওই জায়গার ধারে-কাছেও যাবে না তুমি। দুঃসাহসী ইন্ডিয়ানরাও যায় না ওখানে, বুঝে দেখো, কেমন অপয়া জায়গা!'

'পিচফর্কের মতামতটা আমার কাছ থেকে জেনে নাও,' গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল বেন স্টেইনেস। 'তুমি ওখানে পা রাখা মাত্র তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাব আমরা।'

'কী করবে, জানতে পারি?' উস্কানির সুরে জানতে চাইল ডেভ।

নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে হাতের গ্লাসটা বারের উপর নামিয়ে রাখল স্টেইনেস। 'তোমার কথাবার্তার ধরন ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, স্ট্রেঞ্জার, এত চটাংচটাং কথা শুনতে অভ্যস্ত নই আমরা। নতুন এসেছ, এখানকার নিয়মকানুন শিখে নিলে নিজের উপকার করা হবে তোমার।'

বিশালদেহী মানুষ সে, ভারী পেশীবহুল হাত। অবিশ্বাস্য

ক্ষিপ্রতায় ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর গায়ের জোরে ঘুসি হাঁকাল। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ে নতুন নয় ডেভ, তা ছাড়া অনুমান করেছিল এমন কিছু হতে পারে; চট করে একপাশে সরে গেল ও। বাম কনুই দিয়ে বিশালদেহী পাঞ্চারের ঘুসি সরিয়ে দিল একপাশে, একই মুহূর্তে ডান হাত চালাল। জবর ঘুসি ল্যান্ড করল স্টেইনেসের অরক্ষিত চিবুকে। বিস্ময় সামলে নেওয়ার সুযোগই পেল না পাঞ্চার, আগেরটাকে অনুসরণ করে ধেয়ে এল বাম হাত, আপারকাট ঝাড়ল ডেভ। অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এল পিচফর্ক রাইডারের গলার গভীর থেকে। সেকেন্ড দুয়েক পর ডেভের ঘুসিতে ঢলে পড়ল সেলুনের মেঝেয়। শিক্ষা পেয়ে গেছে সে, বুঝে গেছে বিশাল দেহ নিয়েও সবার সঙ্গে জেতা যায় না।

'দুঃখিত, বন্ধু,' আন্তরিক স্বরে বলল ডেভ। 'ঝামেলা করতে চাইনি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ব্লট, কিছু বলছে না; কিন্তু ডেভ ঘুরে দরজার দিকে এগোতে পিছন থেকে বলল, 'এবার তোমার পিছনে লাগবে পিচফর্কের সবাই, স্ট্রেঞ্জার।'

'পিচফর্ক কেন, এলাকার সব লোকই ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে!' থোক্ করে থুথু ফেলল বুড়ো রায়ার্সন। 'কেউ তোমার কাছে মালপত্র বেচবে না, তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। এক হপ্তার মধ্যে যদি না ভাগো, তা হলে খেদিয়ে তোমাকে দেশছাড়া করব আমরা।'

বৃষ্টি ধরে এসেছে। অগভীর ওঅশের ধারে পৌঁছল ডেভ কোয়ান। ঘোড়ার হাঁটু সমান উচ্চতা পানির, তবে স্রোত নেই তেমন। ওঅশ পেরিয়ে ওপাশের সমতল জমির গ্রীজউড বনে ঢুকে পড়ল ডেভ। গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে এগোল। দূরে, পাহাড়ের উপর দালানকোঠার এক চিলতে মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে। আরও দূরে, ঢালের আকারে বিস্তৃত হয়েছে জমি, ক্রমে কালো মেসার পাদদেশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রায় মাইল খানেক দূরে থাকতে পড়ে থাকা হাড় চোখে পড়ল। ডজন খানেক কঙ্কাল।

বর্ষাতির উপর টপটপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আঙিনায় ঢুকে ঢালের উপর পাথুরে দালানের দিকে তাকাল ডেভ। পাশে স্টেবল, স্মোকহাউস, পাথরের করাল রয়েছে।

স্টেবলে শুকনো এবং উষ্ণ একটা স্টলে ঘোড়া রাখল ও। স্যাডলের পিছনে রাখা থলে থেকে কিছু শস্যদানা বের করে ফীড বক্সে ছড়িয়ে দিল। 'এবার বিশ্রাম নে,' ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলানোর সময় বিড়বিড় করল ও। 'সকালে দেখা হবে।'

বর্ষাতির নীচে রাইফেল হাতে বাড়ির দিকে এগোল ডেভ। পিছনের দরজার তালায় মরিচা পড়ে গেছে, দরজার সঙ্গে পা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে চাড় দিল ও, কয়েকবারের চেষ্টায় খুলে গেল তালাটা। ভিতরে ঢুকতে গুমট বাতাস ঝাপটা মারল নাকে, তবে মেঝে পরিষ্কার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র অক্ষত রয়েছে। বাতাস আসার জন্য একটা জানালা খুলে দিল ডেভ, তারপর মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ডেভ জেগে উঠল দেখল তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। ধূলিমলিন পাত্র আর প্যান ধুয়ে তাড়াহুড়োয় নাস্তা তৈরি করল। খাওয়ার পর স্যাডলে চেপে মেসার দিকে এগোল। ঢালু চড়াইয়ের গোড়ায় পৌঁছার আগেই পানি পড়ার টপটপ শব্দ কানে এল, কিন্তু যেখানে ওটা থাকার কথা, ওখানে পৌঁছে দেখল কিছুই নেই। স্যাডল ছেড়ে পায়ে হেঁটে ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল ডেভ।

কিছুদূর এগোতে গ্র্যানিটের আড়ালে আবিষ্কার করল ঝর্নাটা, ওটাকে অনুসরণ করে এগোল। একশো গজ দূরে ছোট্ট ঝর্নাটা আরেক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেসার পাদদেশে গভীর গর্তে পতিত হয়েছে। কান পেতে শব্দ শুনল ডেভ। আওয়াজ শুনে মনে হলো বড়সড় পাথুরে কোন গর্তে আছড়ে পড়ছে পানি। চিন্তিত মনে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও।

'কী খুঁজে পেলে?' আচমকা একটা কণ্ঠ শুনতে পেল।

চমকে উঠল ডেভ, পাশ ফিরতে দেখতে পেল কণ্ঠের

মালিককে। একটা মেয়ে! বর্ষাতি চাপিয়েছে মেয়েটা। হ্যাটের নীচে ঘন কালো চুল। উজ্জ্বল নীল চোখ।

ওকে চমকে দিয়ে আমোদ পেয়েছে মেয়েটা, হেসে উঠল। 'শোনোনি এটা আমার রাজ্য, ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করি আমি?'

'সবাই তো বলল এটা ভূতের আখড়া! তোমার মত সুন্দরী মেয়ের আখড়া জানতে পারলে আরও আগেই চলে আসতাম।'

হাসি ম্লান হলো না মেয়েটির। 'ভূতদের মধ্যে কিন্তু পড়ি না আমি! সত্যি কথা হচ্ছে, আমি যে এখানে আসি এটা খুব কম লোকই জানে।'

'জায়গাটা সম্পর্কে আমার মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে সবাই,' স্মিত হেসে বলল ডেভ। 'তোমার কথা যদি কেউ জেনেও থাকে, কিছু বলেনি।'

'আমি ক্লডিয়া ক্যারি। পাঁচ মাইল দূরে ছোট একটা বাথান আছে আমাদের। র‍্যাঞ্চিংয়ের পাশাপাশি ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন বাবা—ওদের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি…এসব সম্পর্কে। বাবাকে সাহায্য করছি আমি।'

'এখানে তো কোন ইন্ডিয়ান নেই।'

'দূর থেকে দেখলাম এখানে নড়াচড়া করছে কেউ। কৌতূহল মেটাতে এলাম। বাবা আশায় আছেন একদিন কেউ ঢাল টপকে মেসায় উঠবে, তা হলে ওখানে যদি কোন পুরাদর্শন থেকে থাকে, সেগুলো দেখার সৌভাগ্য হবে ওঁর।'

'কী বললে?'

'পুরাদর্শন। ধরো, পাত্র, পাথরে তৈরি যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র। ইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত প্রাচীন যে-কোন জিনিস।'

পাশাপাশি রাইড করে র‍্যাঞ্চের দিকে এগোল ওরা। এলাকা আর বৃষ্টি সম্পর্কে আলাপ করল দু'জন। মিনিট কয়েকের মধ্যে ইন্ডিয়ান পুরাকীর্তি সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে গেল ডেভ, যা জানার সৌভাগ্য বহু মানুষেরই হয় না।

*

র‍্যাফটারের রাস্তায় থামল ওরা। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, ভারী মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করছে সূর্য।

'ডেভ,' হঠাৎ সিরিয়াস কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'এখানে থাকতে এসেছ তুমি, কাজও শুরু করেছ। সবার মনে যে সংস্কার আছে, ওটাকে খাটো করে দেখো না। এখানকার বেশিরভাগ লোক পুবের পাহাড়ী এলাকা থেকে আসা, এমন গল্প ওদের জন্য নতুন কিছু নয়। আর, রহস্যজনক যে-সব ঘটনা ঘটেছে, ওগুলোর কোনটাই তো অস্বীকার করা যাবে না। সঙ্গত কারণে এমন বিশ্বাস তৈরি হয়েছে ওদের মনে, অন্তত ওরা তাই মনে করে। ওরা যখন তোমাকে তাড়ানোর কথা বলবে, ধরে নিয়ো কেউ তামাশা করছে না।'

'সেক্ষেত্রে, আমার ধারণা,' স্মিত হেসে বলল ডেভ। 'কঠিন একটা শিক্ষা পাবে ওরা, কারণ এখান থেকে এক চুল নড়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

ক্লডিয়া ক্যারি চলে যেতে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডেভ। পিছনের দরজার তালা ঠিক করল, স্টেবলের দরজা এবং ওঅটর ট্রাফ মেরামত করল। কাজ শেষ হলো যখন, দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও।

সকালে স্যাডলে চেপে সীমানা পরখ করতে বেরোল ডেভ। উত্তরে বেশিরভাগ অংশ বুনো ঝোপঝাড় আর আগাছায় ভরা, তবে এ-নিয়ে তেমন ভাবল না, পরে পরিষ্কার করে নেবে। বেশ কিছু আগাছা এমনিতে জন্মায়, গরুর খাদ্য হতে পারে ওগুলো; তবে ধারে-কাছে সতেজ ঘাস থাকলে গরু তেমন আগ্রহ বোধ করে না। মাটিতে বিদ্যমান লবণের মাত্রাও একটা কারণ। এগুলোর কয়েকটা প্রজাতি ক্ষতিকর, কিন্তু রেঞ্জে ঘাসের চেয়ে আগে যদি গজায়, সেক্ষেত্রে ওগুলোর উপরই নির্ভর করে গরুর পাল।

বসন্তের শুরু মাত্র, অথচ এরইমধ্যে বেড়ে উঠেছে ঘাস; আগাছাও আছে, তবে গুটিকয়েক জায়গায় সীমাবদ্ধ। টেক্সাসের

অভিজ্ঞতা থেকে ডেভ জানে, জমিতে গরু না চরলেই আগাছার বৃদ্ধি কমতে থাকে, বাড়ন্ত ঘাস আগাছার জায়গা দখল করে নেয়। এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে।

পরের কয়েকটা দিন সকাল-সন্ধ্যা টানা কাজ করল। পুরানো কিছু তার খুঁজে পেয়ে সবচেয়ে ঘন আগাছার চারপাশে বেড়া তৈরি করল যাতে ওগুলোর পরিধি আর না বাড়ে। তারপর ক্লডিয়ার বাবার কাছ থেকে দুটো ঘোড়া ধার নিয়ে এল। বড়সড় একটা প্ল্যাটফর্মে পাথর ও ভারী লগ চাপিয়ে ওয়্যাগনের মত ঘোড়ার জোয়ালের সঙ্গে বাঁধল। শেষে আগাছা মাড়াই করল। বেশিরভাগ আগাছা শিকড় সুদ্ধ উপড়ে এল। ওগুলোর গাঁট বেঁধে শুকাতে দিল ডেভ, জ্বালানি হিসাবে পরে ব্যবহার করা যাবে।

এ ক'দিনে কাউকে দেখতে পায়নি ধারে-কাছে, কেউ আসেওনি। তারপর, একদিন সকালে স্যাডলে চাপার পর সিদ্ধান্ত নিল আজ কাজ করবে না। হাতে সময় একেবারে কম, ওকে দেওয়া সপ্তাহ পার হতে বেশি বাকি নেই। ঝামেলা যদি হয়, আগামীকাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উত্তরে এগোল ও, কিন্তু চ্যাপারালের উঁচু ঝোপের কারণে বেশিদূর এগোতে পারল না। দশ থেকে পনেরো ফুট উঁচু, তায় ঘন এবং ওগুলোর শাখাপ্রশাখা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে প্রায় নিরেট একটা দেয়াল তৈরি করেছে। কোনভাবেই ওপাশে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু নসেজ অঞ্চলে এমন ঘন ঝোপঝাড় দেখেছে ডেভ।

প্রায় মাইল দুয়েক জুড়ে প্রিকলি পিয়ার, ক্যাটক্ল, মেস্কিট আর গ্রীজউডের জঙ্গল পেরিয়ে ব্ল্যাক মেসার একেবারে পিছনে পৌঁছে গেল ও। চোখ তুলে তাকাল ডেভ, বুঝতে পারছে একটু ভিন্ন কোণ থেকে মেসাটাকে দেখতে পাচ্ছে। সামনে অসংখ্য বোল্ডার, পাথর আর স্ল্যাব, পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে; পেরিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরও, ডেভের চোখে পড়ল একপাশে মেসার দেয়ালে একটা ছায়ার মত পড়েছে—তারমানে কোন সঙ্কীর্ণ

ফোকর বা পথ রয়েছে! সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াকে সামনে বাড়াল ও, কাছে গিয়ে দেখল আসলে ক্লিফের দেয়ালের ফাটল এটা, ভূমিকম্প বা অন্য কারণে তৈরি হয়েছে। এমনিতে চোখে পড়ত না, বৃষ্টির পানির প্রবাহের কারণে দেয়ালে শ্যাওলা জমেছে বলে দূর থেকে ছায়ার মত দেখায়। অন্য কোন জায়গা থেকে হয়তো চোখেই পড়বে না।

ঘন ঝোপ ঠেলে এগোল ঘোড়াটা, খুবই সঙ্কীর্ণ পথ। মাঝে মধ্যে ছুরি দিয়ে ঝোপ কাটতে হলো, তবে একসময় দেয়ালের কয়েক ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল ডেভ। কাছে আসার ফলে দেখল ফাটলটা আসলে বেশ বড়, তলায় ক্ষীণ স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। কোন ঝর্নার শাখা বোধহয়, মেসার দিকে চলে গেছে ওটা!

ফাটলের তলায় নেমে এল ডেভ। একটু উপরে যেখানে ঘোড়া রেখে এসেছে, জায়গাটা প্রায় ত্রিশ ফুট প্রশস্ত, কিন্তু ফাটলের তলায় হাত ছড়িয়ে দুই দেয়াল স্পর্শ করতে পারবে।

সুনসান নীরবতা। সবকিছু শান্ত···শুধু পানি প্রবাহের মৃদু শব্দ এবং ওর বুটের সঙ্গে নুড়িপাথরের হালকা সংঘর্ষের আওয়াজ। তবে পানির চাপা গর্জন কানে আসছে, একটু মনোযোগ দিতে শুনতে পেল ডেভ। অনুমান করল মেসার গভীরে, ভূগর্ভস্থ কোন জায়গায় আছড়ে পড়ছে বিপুল জলরাশি।

এগোল ডেভ। যত এগোচ্ছে পানির গর্জন ততই বাড়ছে।

আচমকা থমকে দাঁড়াল ও। সামনে বিশাল কালো গহ্বর! ঝর্নার ক্ষীণ ধারা নেমে গেছে গর্তে, অনেক নীচে একটা প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক উল্টোদিকে ছোট্ট গর্তের কথা মনে পড়ল ওর। ডেভ নিশ্চিত, মেসার নীচে খরস্রোতা বিশাল এক নদী বা হ্রদ বইছে। মেসা থেকে প্রবাহ দূরে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু জায়গায় জায়গায় ফাটল আর বাঁকের কারণে নীচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে বিপুল স্রোত, ব্ল্যাক মেসার একেবারে গোড়া বরাবর কোন বেসিন তৈরি হয়েছে।

ভূমিকম্প এর কারণ হতে পারে।

পানি যদি নীচের দিকে প্রবাহিত না হত, তা হলে মেসায় পানির ঘাটতি হত না, সারা বছর ধরে প্রবাহিত হত।

বেরিয়ে এসে দেয়ালের ছায়ার দিকে তাকাল ডেভ, খুঁটিয়ে দেখল। বৃষ্টি আর বাতাসের কারণে ফাটলটা চওড়া হয়ে গেছে। একটা আইডিয়া খেলে গেল ওর মাথায়।

পরেরদিনও উত্তরে চলে এল ও, চ্যাপারাল ঝোপের কিনারা ধরে এগোল, একটা পথ আবিষ্কার করার ইচ্ছে। ক্রমে ঝোপের সংখ্যা কমতে শুরু করল, একেবারে শেষ সীমানায় মরুভূমির মত রুক্ষ জায়গার শুরু হলো। ক্লডিয়া ক্যারির কাছে শুনেছে সামনে একটা র‍্যাঞ্চ রয়েছে–ব্ল্যাক মেসা থেকে উত্তর-পশ্চিমে–পিচফর্ক।

হঠাৎ দুটো ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল। নাল লাগানো। পাশাপাশি হেঁটে পশ্চিমে চলে গেছে। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা চুনাপাথরে পূর্ণ একটা জায়গায় উধাও হয়ে গেল ট্র্যাক, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে ঘোড়া দুটো। কিন্তু চুনাপাথরের বুকে কয়েকটা আঁচড়ের দাগ রয়েছে। এগোল ডেভ। *ঘোড়া দুটো তা হলে পক্ষীরাজ নয়,* কৌতুকের সঙ্গে ভাবল ও।

চুনাপাথরের বুকে উঠে এল ডেভ। এগোতে সময় লাগল, তবে মাঝে মধ্যে হালকা আঁচড়ের দাগ, উঠে যাওয়া চল্টা দেখে ঠিকই অনুসরণ করতে সক্ষম হলো অচেনা দুই ঘোড়সওয়ারকে।

চড়াইয়ের আকারে শুরু হলেও একসময় নীচের দিকে নামতে হলো। একেবারে তলায় যখন পৌঁছল, ডেভ আবিষ্কার করল ছোট্ট এক তৃণভূমিতে এসেছে। পিছনে চ্যাপারালের ঘন ঝোপ। দুই রাইডার রাউন্ড-আপ করেছে এখানে! ব্যাপারটা বিহ্বল করে তুলল ওকে। কয়েকটা গরুকে জড়ো করার পর খেদিয়ে উত্তর-পশ্চিমে তৃণভূমির কিনারার দিকে নিয়ে গেছে লোক দুটো।

রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতে স্বস্তি অনুভব করল ডেভ। ঘোড়া ঘুরিয়ে কয়েক গজ এগিয়েছে, এসময় ঝোপের আড়াল থেকে

বেরিয়ে এল একটা বলদ। মার্কাটা দেখল ডেভ। স্ল্যাশ-বি। সেলুন মালিক বার্চের স্প্রেড। আরও কিছুদূর এগোতে আরও চারটা গরু চোখে পড়ল। একটা স্ল্যাশ-বি, অন্য তিনটা সার্কেল-সির। সার্কেল-সি ক্লডিয়াদের ব্র্যান্ড। সন্তুষ্টির হাসি হাসল ডেভ, তারপর যে-পথে এসেছিল, ঠিক একই পথ ধরে নিজের র‍্যাঞ্চের দিকে ঘোড়া ছোটাল।

রান্নাঘরে ঢুকে ডেভ দেখল বেকন আর ডিম ভাজছে ক্লডিয়া।

'ডিম!?' এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো ডেভের হাসি। 'গত কয়েক মাসে এই প্রথম ডিম দেখলাম!'

'কয়েকটা মুরগী আছে আমাদের,' বলল ক্লডিয়া। 'ভাবলাম তোমাকে চমকে দেব।' থালায় বেকন আর ডিম পরিবেশন করল মেয়েটি, কফি ঢেলে দিল মগে। 'তুমি বরং পালানোর জন্য তৈরি হও, ডেভ। যদ্দূর শুনেছি আজই এখানে আসবে পিচফর্কের মালিক জো হার্শ। ওর ক্রুরা তো আছেই, সঙ্গে যোগ দিয়েছে ওয়্যাগনস্টপের হুজুগে লোকেরা। শুনলাম তোমাকে দেশছাড়া করে তবেই বাড়ি ফিরবে ওরা।'

'আসুক ওরা!' ডেভের হাসি এতটুকু ম্লান হয়নি। 'ওদের জন্য তৈরি হয়ে বসে আছি আমি!'

'একটুও ভয় পাচ্ছ না তুমি, দুশ্চিন্তাও করছ না,' কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল ক্লডিয়া। 'ব্যাপার কী, বলো তো?'

'অপেক্ষা করেই দেখো! মজার জিনিস আগে থেকে বলে দেওয়া ঠিক না!'

'এত কষ্ট করে আগাছা উপড়ালে। কী করবে ওখানে?'

'ফসল ফলাব। কয়েক মরশুম ফলনের পর খালি রাখব যাতে ঘাস গজিয়ে ওঠে। এতেই নির্মূল হয়ে যাবে আগাছার বংশ।'

'কিন্তু পানি ছাড়া ফসল ফলাবে কী করে?'

'পানির অভাব হবে না! দুনিয়ায় কোথায়ই বা পানির অভাব

আছে? এখানেও তাই। ফসল বা গরুর চাহিদা মিটিয়ে, প্রতি রাতে আমাদের বা বাচ্চাদের গোসল করার পরও যথেষ্ট পানি থাকবে।'

ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ক্লডিয়া। 'আমাদের?'

'আমার স্ত্রী আর আমার কথা বলছি।'

'কখনও বলোনি তোমার স্ত্রী আছে!' ডেভের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লডিয়া।

'স্ত্রী নেই বটে, তবে শিগ্‌গিরই জুটে যাবে। একজনই, কিন্তু ওর বাচ্চা হবে পনেরো থেকে বিশটা। সারা ঘরে ছোটাছুটি করবে বাচ্চারা।'

'পনেরো-বিশটা? মাথা খারাপ!'

'বড়সড় পরিবার পছন্দ করি আমি। ভাইদের মধ্যে আমি হচ্ছি বারোতম। ঘাবড়াও মাৎ, এত বাচ্চা কীভাবে মানুষ করতে হবে, একটা উপায় জানা আছে আমার! যেমন ধরো…'

'তোমার উপায় পরে শুনব,' বাধা দিল ক্লডিয়া, আলতো হাতে ডেভের বাহু স্পর্শ করল। 'ওরা চলে এসেছে।'

উঠে দাঁড়াল ডেভ। ওর উরুতে বাঁধা নিচু হোলস্টারটা চোখে পড়ল ক্লডিয়ার, মনে করতে পারল না আগে দেখেছে কি-না। আরও দুটো জিনিস চোখে পড়ল ওর। দরজার পাশে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা একটা রাইফেল আর শটগান।

বাইরে দৃষ্টি চালাল ক্লডিয়া। চলে এসেছে ঠেঙাড়েবাহিনী। সবার সামনে দীর্ঘদেহী জো হার্শ। তার একটু পিছনে স্টেইনেস, ব্লথ এবং আরও ছয়জন। পিছনের কাতারে রয়েছে ওয়্যাগনস্টপের বাসিন্দারা–রায়ার্সন, বার্চ, গিলনার এবং অচেনা দশ-বারোজন রাইডার।

দরজার বাইরে পা রাখল ডেভ। 'হাউডি, ফোকস! অতিথি পেয়ে খুশি হলাম! আমি তো আশঙ্কায় ছিলাম তোমরা হয়তো মনে করো পানির প্রতি ভীতি রয়েছে আমার!'

উত্তরে, সম্ভাষণ বা সহৃদয়তা, কোনটাই এল না। 'তোমাকে

রওনা করিয়ে দিতে এসেছি আমরা, কোয়ান!' গম্ভীর, কর্কশ স্বরে ঘোষণা করল জো হার্শ। 'আমরা চাই না এখানে কেউ থাকুক!'

স্মিত হাসল ডেভ, কিন্তু হাসিটা চোখ স্পর্শ করল না, বরং শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে বে ঘোড়ার স্যাডলে আসীন পিচফর্ক মালিককে নিরীখ করল ও। 'তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য দুঃখিত, হার্শ, কিন্তু থাকছি আমি। আমাকে যদি তাড়াতে চেষ্টা করো, কয়েকটা স্যাডল খালি হয়ে যাবে, যার একটা হবে বড় ওই বে ঘোড়াটার।

'কী জানো, এ জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। সবকিছু গুছিয়ে নিই, দেখবে তোমার মত দুশ্চিন্তায় বা ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে না আমার।'

কী যেন ছিল ডেভের কণ্ঠে, মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল দীর্ঘদেহী হার্শের দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেভকে নিরীখ করল সে। কোনরকম ইঙ্গিত ছাড়াই, ঘোড়াকে কয়েক কদম পাশে সরিয়ে নিল জন স্টেইনেস, একই কাণ্ড ব্লথও করল–তবে ডান দিকে। নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে নিয়েছে যাতে গোলাগুলির সময় বাড়তি সুবিধা পায়।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। শেষে উচ্চস্বরে হেসে উঠল ডেভ কোয়ান, প্রায় কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'আমার কথা পছন্দ হচ্ছে না, হার্শ? ল্যাসোর একটা গেরোর মধ্যে গলাটা ঢোকালে কেমন লাগবে তোমার, বলো তো? পল হোরানের মৃত্যু তোমাদের জন্য একটা ধাঁধা, তাই না? আমি কিন্তু এর রহস্য জানি। ওর মৃত্যুর কারণটা জানো তুমি, হার্শ? বেচারা বোধহয় হারানো গরুর ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, ফিরে এসে সব রহস্য আবিষ্কার করাতে কি মরতে হলো ওকে?'

পালাক্রমে ডেভ আর হার্শকে দেখছে বিল গিলনার, বিমূঢ় দেখাচ্ছে সেলুনমালিককে। 'কী আবোলতাবোল বকছ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ওকে বলো, হার্শ। তুমি জানো কী বলতে চাইছি আমি।'

গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে পিচফর্ক মালিক। ডানে-বামে চকিত দৃষ্টি চালাল, তারপর সবকিছু উপেক্ষা করে তার দুর্ভোগের হোতার মুখোমুখি হলো। ঝোলার বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে সে চাইত না র‍্যাফটার-এইচে থাকুক কেউ। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়! ঠিক যা আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটল শেষপর্যন্ত।

উরুর দিকে একটু একটু করে এগোল হার্শের ডান হাত।

দরজার ডান দিকের একটা জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে ক্লডিয়া ক্যারি, নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল মেয়েটি। 'ব্লথ, যে-আশায় পাশে সরে গেছ, কারণটা আমিও জানি। আমার হাতে একটা ডাবল ব্যারেল শটগান আছে। পিস্তলে হাত দিয়েছ কি খুলি উড়িয়ে দেব তোমার!'

'হচ্ছে কী এখানে?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল বুড়ো রায়ার্সন। 'কীসের কথা বলছে ও, জো?'

'ওর যখন বলার ইচ্ছে নেই,' দরজা থেকে এক পা পাশে সরল ডেভ। 'আমিই বলছি। ব্ল্যাক মেসা সম্পর্কে আজগুবি সব গল্প বলে এসেছ তোমরা, এদিকে তোমাদের গরুর পাল ছোট করে আনছে হার্শ। গরু খোয়া যাচ্ছে টের পেলেও কোন সন্দেহ করোনি কেউ, ভেবেছ অপয়া মেসার কারণে পাগল হয়ে মারা গেছে ওগুলো।'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল জো হার্শ। 'ডাঁহা মিথ্যে বলছে ও!' বলেই পিস্তল খামচে ধরল সে।

দু'বার ট্রিগার টানল ডেভ কোয়ান। প্রথম গুলিতে জো হার্শের বিক্ষত মুঠি থেকে ফস্কে গিয়ে বাতাসে উড়াল দিল পিস্তলটা, দ্বিতীয় গুলিতে ফুটো হয়ে গেল পিচফর্ক মালিকের ডান কান। হাতে গুলি লাগায় নিজের অজান্তে পাশে সরে গিয়েছিল হার্শ, সে-কারণেই বেঁচে গেল।

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্লথের মুখ, দু'হাতে পমেল আঁকড়ে ধরল সে।

শক্ত হয়ে গেছে বিল গিলনারের মুখ। 'বেশ, কোয়ান! খেলা যখন তুমি শুরু করেছ, শেষ আমরা করব! পিস্তল থাকুক বা না-থাকুক, একটা নেক-টাই পার্টি হবে এখানে!'

'পানি খুঁজতে খুঁজতে তোমাদের গরু এমন জায়গায় চলে গেছে,' ব্যাখ্যা করল ডেভ। 'ওখানে যে পানি আছে সেটা কারোই জানা নেই। এভাবে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জায়গাটা আবিষ্কার করে ফেলে হার্শ। এরপর থেকে কয়েকদিন পরপরই ওই ড্রতে রাউন্ড-আপ চালিয়ে এসেছে সে, যে-কয়টা গরু পেয়েছে নিজের বাথানে নিয়ে গেছে। ওগুলোর গায়ে যে-মার্কাই থাকুক, পরোয়া করেনি। গরু খোয়া গেছে তোমাদের, কিন্তু রাসলিঙের কোন নমুনা দেখতে পাওনি, ট্র্যাক নেই, তাই কাউকে সন্দেহ করারও উপায় ছিল না। ব্ল্যাক মেসার উপর সব দোষ চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তোমরা। যখনই তোমাদের গরু ওদিকে সরে গেছে, একটাও ফিরে আসেনি। ক্রমে ধনী হলো জো হার্শ। এমন কোন পরিশ্রম করতে হত না ওকে, মেসার উল্টোদিকে চ্যাপারেল ঝোপের পিছনের ড্রতে গেলেই পেয়ে যেত খোয়া যাওয়া সব গরু।

'ব্ল্যাক মেসা সম্পর্কে তোমাদের ভীতির কারণ কী? কেউ কেউ ওখানে রহস্যময় নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। ভুল দেখেনি ওরা। আমার ধারণা র‍্যাফটার-এইচের পুরানো গরুগুলো পানির খোঁজে অতদূর পর্যন্ত চলে গেছে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল বুড়ো রায়ার্সন। 'গরু দূরে থাক, মানুষের পক্ষেও অত উঁচুতে ওঠা সম্ভব নয়!'

'মেসার উল্টোপাশে একটা ফাটল আছে। ওটা দিয়ে সহজে মেসায় ঢোকা সম্ভব। কয়েক বছর ধরে গরুর দল ওখানে চরছে, প্রায় কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে সবুজ ঘাস রয়েছে।'

ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল জো হার্শ, বিক্ষত হাতটা চেপে ধরেছে অন্য হাতে। কান থেকে রক্ত গড়িয়ে কাঁধ আর বুকে পড়ছে। এক ক্রু স্যাডল ছেড়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। শঙ্কিত চোখে পরিস্থিতি

দেখছে বুড়ো রায়ার্সন, স্পষ্ট টের পাচ্ছে পুরো এলাকাই বিস্ফোরিত হতে পারে। রক্তপাত, খুনোখুনি...শুরু হবে।

ডেভের দিকে ফিরল বিল গিলনার। সামান্য ইতস্তত করার পর বলল, 'নিজেকে বোকার হদ্দ মনে হচ্ছে আমার! স্বীকার করছি, না বুঝেই ব্ল্যাক মেসাকে অপবাদ দিয়েছি, অন্যদের ভয় দেখিয়েছি; অথচ একবারের জন্যও গল্পগুলো সত্যি কি-না, যাচাই করিনি বা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখিনি ধন্যবাদ, কোয়ান। আমাদের সবার পক্ষ থেকে ড্রিঙ্ক পাওনা রইল তোমার।'

এবার পিচফর্ক মালিকের দিকে ফিরল সে। 'মনে হচ্ছে সঙ্গে দড়ি এনে ভুল করিনি!'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জো হার্শের মুখ। 'একটা সুযোগ দাও আমাকে!' মিনতি ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। 'সবার পাওনা মিটিয়ে দেব আমি! পাই-পাই পয়সা দিয়ে দেব! সব হিসাব আছে আমার কাছে। স্বীকার করছি, বোকামি হয়ে গেছে কাজটা। কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা ছিল আমার, গরুগুলোকে দ্রুতে দেখার পর লোভ সামলাতে পারিনি...'

'আগে লেনদেন চুকুক,' দৃঢ় স্বরে ঘোষণা করল বুড়ো রায়ার্সন। 'তারপর ভেবে দেখব তোমাকে সুযোগ দেওয়া যায় কি-না। আমাদের সবার ক্ষতি যদি পুষিয়ে দাও, হয়তো মাফ করতে পারি।'

একে একে ফিরে গেল সবাই। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের চলে যেতে দেখল ডেভ কোয়ান আর ক্লডিয়া ক্যারি।

'পনেরো-বিশটা ছেলেমেয়ে যদি না চাও,' হঠাৎ প্রস্তাব করল ক্লডিয়া। 'তোমার প্রস্তাবে রাজি হতে পারে এমন একটা মেয়ের কথা জানি আমি।'

স্মিত হাসল ডেভ। 'ছয়টা হলে কেমন হয়?'

'সংখ্যাটা বোধহয় বেশি নয়।'

হাত বাড়িয়ে ক্লডিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরল ডেভ। 'সেক্ষেত্রে ধরে নাও তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করা হলো।'

সূর্যের আলোয় ঝলমলে হয়ে উঠল ব্ল্যাক মেসার আনাচ-কানাচ। শুয়ে থাকা বাছুরের গা চাটছে একটা গাভী, মেসার রহস্য বা বিভীষিকা সম্পর্কে পুরোপুরি অসচেতন ওটা। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল বাছুরটা, গা ঝাড়া দিল। সাদা, শুকনো পাতার মত ভঙ্গুর একটা জারের সঙ্গে গা ছুঁয়ে গেল ওটার।

বহু পুরানো, কাদার তৈরি প্রাচীন একটা জার ওটা।

***

ক্যালকিন

ডাইনিংরুমের ঠিক শুরুতে চারটে সিঁড়ি, ধাপ টপকে ক্ষণিকের জন্য থামল জন ক্যালকিন, সারা কামরায় চকিত দৃষ্টি চালাল–অনুমোদন আর সন্তুষ্টির সঙ্গে। অবশ্য শুধু এখানে নয়, সারা দুনিয়াকে এভাবেই বিচার করে জন। সবসময়। উচ্ছল তারুণ্য ছাড়াও খোশমেজাজে থাকবার আরও একটা কারণ: পাহাড়ী উপত্যকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এক হাজার গরু বিক্রির টাকা এ মুহূর্তে ওর পকেটে রয়েছে, উপরন্তু রয়েছে পোকারে জিতে নেওয়া প্রায় চারশো ডলার।

ধূসর রঙের সুট ওর পরনে, হ্যাটটা সদ্য কেনা–সাদা, অক্ষত এবং দাগহীন। সাদা শার্টের সঙ্গে কালো টাই, পায়ে নিখুঁত পলিশ করা স্প্যানিশ চামড়ার কালো বুট। উরুতে এ মুহূর্তে হোলস্টার বা গানবেল্ট নেই, তবে কোমরের বেল্টের পিছনে একটা স্মিথ এন্ড ওয়েসন পয়েন্ট ফোর-ফোর কোল্ট গুঁজে রেখেছে।

সময়টা দারুণ উপভোগ করছে জন। সুস্বাদু খাবার, দামী ওয়াইন এবং শেষে একটা সুগন্ধী সিগারের লোভনীয় আকর্ষণে জীবনটা উপভোগ্য তো মনে হবেই!

টেক্সাস, অ্যারিজোনা আর নেভাডার বুনো প্রেয়ারির টাটকা স্মৃতি এ মুহূর্তে ফিকে হয়ে এসেছে ওর মনে, স্বভাবতই রাউন্ড-আপ বা গরুর পাল দেড়শো মাইল দূরে নিয়ে আসবার দুর্ভোগও মামুলি মনে হচ্ছে।

মাত্র একটা চেয়ারই শূন্য। দৃঢ় পদক্ষেপে সেদিকে এগোল জন, তারপর শূন্য চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল। ব্যাক-রেস্টে হাত রেখে টেবিলে বসা অন্যদের দিকে তাকাল। 'তোমাদের আপত্তি নেই

তো, বন্ধুরা?'

দু'জন। মুখ তুলে ঠাণ্ডা, সতর্ক দৃষ্টিতে ওকে মাপল দুই খদ্দের। কাউকে উৎফুল্ল বা সুখী মনে হলো না, বরং আচরণে স্পষ্ট নিস্পৃহতা প্রকাশ পেল। 'তুমি সেই আমেরিকান?' নিচু স্বরে জানতে চাইল একজন।

'আমেরিকান তো অবশ্যই।'

'সেক্ষেত্রে···বসতে পারো।'

"সেই" বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে লোকটা? নাকি স্রেফ কথার কথা, বিশেষ কিছু বোঝাতে চায়নি? কিংবা ওর ভুলও হতে পারে।

এ নিয়ে তেমন ভাবল না জন, মেন্যু তুলে নিয়ে চোখ বুলল। ট্রেইল ড্রাইভের দুর্ভোগের পর এমন মনোরম পরিবেশে লোভনীয় একটা ডিনার পাওনা হয়েছে ওর, অযথা খুঁটিনাটি চিন্তা করে এর আনন্দ মাটি করা উচিত হবে না।

ওয়েটার পাশে এসে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকাল জন, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল অন্য দু'জন নিবিষ্ট মনে নিরীখ করছে ওকে।

সকৌতূহলে তাদের দেখল জন। হৃষ্টপুষ্ট গড়ন। পোশাক দামী, ধনী লোক বলে মনে হচ্ছে। ওয়েটার আসতে স্প্যানিশে খাবারের ফরমাশ দিল, নিজের উপর দুই মেক্সিকানের মনোযোগের ব্যাপারে এখনও সচেতন।

'স্প্যানিশ জানো তুমি,' ওয়েটার চলে যেতে মন্তব্য করল একজন।

'শুনলে তো।'

'বেশিরভাগ আমেরিকানই স্প্যানিশ জানে না। তবে জানা থাকলে বেশ কাজে আসে।'

দু'জনের ভাবচক্কর দেখে জনের মনে হচ্ছে ওর স্প্যানিশ জানা না থাকলেই বোধহয় খুশি হত এরা।

'তো, ঠিকমতই এসেছ দেখছি,' বলল অন্যজন।

বিষয়টা নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করবার কারণ নেই। বিভিন্ন সমস্যার পরও গরুর পাল নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছেছে ও। 'হ্যাঁ,' ছোট্ট উত্তর দিল জন।

'তৈরি আছ তো?'

প্রশ্নটা কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকল জনের কাছে। তবে তৈরি যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই; যে-কোন সময়েই তৈরি থাকে ও। থাকতে অভ্যস্ত। 'অবশ্যই,' প্রায় অলস সুরে জবাব দিল ও। 'সবসময়ই তৈরি থাকি আমি।'

'বেশ! সময়টা জানো তো? সকাল ঠিক ছয়টায়।'

খাবার চলে এসেছে। খাওয়ার ফাঁকে ভাবল জন, কিন্তু সন্দিহান মনে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পেল না: কীসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে?

'এত ভোরে!' হালকা চালে বলল ও।

কঠিন হয়ে গেল দু'জনের চাহনি। 'অবশ্যই। ওই সময়ে না হলে হবে না। সরাইখানার বাইরে অপেক্ষায় থাকবে তো?'

রাজি হলে বোধহয় আরও তথ্য মিলবে, ভাবল জন। 'হ্যাঁ, থাকব।'

আদপে অবশ্য তা হলো না। আর কেউই কোন কথা বলল না। খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে চলে গেল দুই মেক্সিকান। পিছনে তাকিয়ে থাকল জন, ভাবছে মনে মনে। ডিনারটা দারুণ, কোন সন্দেহ নেই। কাল ভোর ছয়টায় উঠতে হবে! গত এক মাসে এই প্রথম সুযোগ হয়েছে বিছানায় শুয়ে সূর্যোদয়ের সময়টা কাটিয়ে দেওয়ার।

ব্যাপারটা কী? আনমনে ভাবছে জন। সম্ভবত অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে ওকে। কাকে মনে করেছে? গত ক'দিন অক্লান্ত খাটুনি গেছে, এখানে আসবার সময় ভেবেছিল নিরলস বিশ্রাম আর ফুর্তিতে কাটিয়ে দেবে, একটা দিন দেরি করে ঘুম থেকে জেগে ফর্তির পর্ব শুরু করবে।

ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল ও, সিগার ধরিয়ে দুই মেক্সিকানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। আপাতত সাফল্যের আনন্দ উপভোগ করা যাক। দরজা খুলবার শব্দে তাকাল ও, দীর্ঘদেহী সুদর্শন এক বুড়োর সঙ্গে ভিতরে ঢুকল এক তরুণী। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল জন, চোখ সরাতে পারছে না।

মেয়েটা স্প্যানিশ। চোখ ধাঁধানো সুন্দরী। সারা কামরায় চোখ চালাল সে, জনকে দেখল পলকের জন্য, দৃষ্টি সরিয়ে নিলেও সেকেন্ড খানেক পরই ফিরে তাকাল।

স্মিত হাসল জন।

সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে গেল মেয়েটার চাহনি। একটা ভুরু সামান্য উঁচাল, অজান্তে, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল। নুয়ে পড়ল জনের কাঁধ, চওড়া কাঁধে ফ্রস্টবাইটের কামড়ের মত আড়ষ্টতা অনুভব করল, অহমে লেগেছে মেক্সিকান অপরূপার তাচ্ছিল্য।

কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল ওরা।

বুড়োর দিকে মনোযোগ দিল জন। এক কথায় অভিজাত। জুলফি আর গোঁফ ধবধবে সাদা লোকটার। নিদারুণ সমীহের সঙ্গে তার সঙ্গে কথা বলছে ওয়েটার, এবং একজন নয়, বরং আধ-ডজন ওয়েটার উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছে সেবা করবার জন্য—কেউ টেবিল সাজাচ্ছে, কেউ টেবিলে বাসন-কোসন লাগাচ্ছে, কেউ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে নতুন কোন ফরমাশের জন্য।

এক ওয়েটার, খেয়াল করল জন, সে-ই ওকে পরিবেশন করেছিল, ঝুঁকে পড়ে নিচু স্বরে কথা বলছে বুড়োর সঙ্গে। লোকটার কথা শুনবার ফাঁকে, চোখ তুলে জনের দিকে তাকাল মেক্সিকান গোলাপ; আর ওয়েটার চলে যাওয়ার পর, ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল বুড়ো।

দৃশ্যত, মেক্সিকান এই সমাজে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে ও, কিন্তু কেন? ওর টেবিলে যারা একটু আগে খেয়ে চলে গেছে, তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে এসবের? আর

মেয়েটা...নিঃসন্দেহে ওর সারা জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে; এবং মেক্সিকান তরুণীও এ ব্যাপারে শতভাগ সচেতন।

ওয়েটারকে ডেকে বিল পরিশোধ করল জন। লোকটার চকিত ও অস্থির চাহনি দেখে জানতে চাইল: 'কোন সমস্যা?' ঠাণ্ডা চাহনিতে মাপল তাকে।

'না। না, সেনর! শুধু...' থেমে গেল সে।

'শুধু কী?'

'শুধু...বয়সটা। সেনরের বয়স এত কম!' অর্থপূর্ণ স্বরে বলল লোকটা। 'আফসোস! এত কম বয়সে মরতে হবে!'

কথাটা বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে, ঘুরেই চলে গেল। পিছনে তাকিয়ে থাকল জন, তারপর হেঁটে সিঁড়ির কাছে চলে এল। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, বুড়ো আর তরুণী দু'জনেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখাচোখি হতে সামান্য হাত নাড়ল মেয়েটি।

ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে এল জন।

এখানে যাই ঘটুক, ওর গম্যের অতীত। আপাতত। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, গরু ক্রেতা ছাড়া মেক্সিকোর এই অংশের কাউকে চেনে না জন। লোকটা থাকেও কয়েক মাইল দক্ষিণে। যেভাবেই হোক, এখানকার কোন একটা ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে ও, যদিও পরিস্থিতি বা কারণটা ওর অজানা।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা বিচার করল জন, কিন্তু কিছুই পরিষ্কার হলো না। সূত্র পাবে ভেবে গত কয়েকদিনের ঘটনা স্মরণ করল, কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টাই সার হলো শুধু।

সহসা সকাল ছয়টার রহস্যময় অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে পড়ল ওর।

'সকাল ছয়টা?' স্বগতোক্তি করল ও। 'দূর! আয়েশ করে ঘুমাব আমি!'

রাস্তা আর প্যাসিওর সংযোগস্থলে, গেটে বুড়ো এক মেক্সিকান

ঘোরাফেরা করছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে প্যাসিও ধরে এগোল জন, লোকটার ঠিক সামনে এসে থামল। সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল, তারপর তামাক আর কাগজ বাড়িয়ে দিল মেক্সের উদ্দেশে।

'গ্রেসিয়াস, সেনর,' চোখ তুলে তাকাল সে, সিগারেট রোল করে তামাক আর কাগজ ফিরিয়ে দিল, জন দেয়াশলাই জ্বালাতে উদ্যত হতে বাধা দিল: 'উঁহুঁ, এখানে নয়। দেয়ালের পিছনে গিয়ে জ্বালাও। নিরাপদ নয়।'

'কী নিরাপদ নয়?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল জন। 'বুঝলাম না!'

'তোমাকে বলেনি? লোকটার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, ওরা হয়তো এ সুযোগে তোমাকে খুন করে ফেলবে। এ ব্যাপারে সেনরের কুখ্যাতি আছে বেশ।'

'কী মনে হয় তোমার, আমি কে?'

'তুমি কে?' সন্দিহান চাহনিতে ওকে মাপল সে। 'উত্তরটা কি দিতেই হবে? আমিই বা বিচার করবার কে? তুমি এখানে এসেছ, এই যথেষ্ট। কালও এখানে থাকবে, এটাই হচ্ছে স্বস্তির ব্যাপার।'

ধূমপান করবার ফাঁকে কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখল জন। তেরছা পথটাই সঠিক মনে হলো ওর। 'ডাইনিংরুমের সুন্দরী সেনোরিটা কে?'

'কী?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বুড়োর কণ্ঠ। 'জানো না তুমি? ও-ই তো সেই মেয়ে, সেনর! সেনোরিটা জুয়ানিতা ফিয়েরো।' কথাটা শেষ করেই গলি ধরে সটকে পড়ল বুড়ো।

সরাইখানায় ঢুকে পড়ল জন, দোতলায় নিজের কামরায় এসে সতর্কতার সঙ্গে দরজা আটকে দিল। তারপর দেয়াশলাই জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরাল।

'সেনর?' মেয়েলি কণ্ঠ।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ও, এরকম অসতর্কতার জন্য মনে মনে নিজেকে গাল দিল। এ মুহূর্তে একটা পিস্তল রয়েছে ওর কাছে,

এমন অবস্থানে যাতে শুধু ডান হাতে ড্র করতে পারবে; অথচ দেয়াশলাইয়ের কাঠি রয়েছে ওর ডান হাতে।

নিজেকে সামলে নিল জন। চরম বিস্ময়ের সঙ্গে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল সেনোরিটা ফিয়েরোকে।

'তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি,' মিষ্টি কিন্তু তাগাদার সুরে বলল তরুণী। 'এখনও সময় আছে, এখুনি চলে যাও! ঘোড়া নিয়ে চুপিসারে রাতের অন্ধকারে সরে পড়ো, যত জোরে পারো ঘোড়া ছুটিয়ো! সীমান্ত পেরোনোর আগে মুহূর্তের জন্যও থেমো না!'

স্মিত, কিন্তু প্রাণখোলা হাসি ফুটল জনের মুখে। বিমূঢ় বোধ করলেও, এর মধ্যেই আনন্দের খোরাক জুটে গেছে। মেয়েটির উপস্থিতিও কম নয়। এত সুন্দর! কাছ থেকে আরও সুন্দরী মনে হচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে নাকি? নিজেকে প্রশ্ন করল জন।

মোমবাতি নামিয়ে রেখে ইশারায় মেক্সিকান গোলাপকে বসতে বলল ও। 'ব্যাপারটা খোলসা করো তো। একটা ব্যাখ্যা আছে নিশ্চই।'

'ব্যাখ্যা?' শব্দটা বিমূঢ় করে তুলেছে তরুণীকে। 'কী ব্যাখ্যা করব? করবারই কী আছে! বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি, চাচা বোধহয় টের পেয়ে গেছে আমি কামরায় নেই। কিন্তু তোমাকে সতর্ক না করলে···ওহ্, ভাবতেই পারিনি এত কম বয়সী কেউ আসবে! চলে যাও তুমি! যেতেই হবে! আমি চাই না আমার কারণে মারা পড়ুক কেউ।'

'দেখো, ম্যা'ম,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় ভুল করছ তোমরা, আমাকে অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছ। আমাকে এমন কেউ ভাবছ, যা আমি নই।'

'তাই!' অধৈর্য দেখাচ্ছে জুয়ানিতাকে। 'দয়া করে তর্ক কোরো না, সেনর! তর্ক করা মানেই বোকামি। নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টায় দোষ নেই, কিন্তু সফল তো হতে হবে। সবাই জানে তোমার

পরিচয়।'

ফের হাসল জন, বিছানায় বসে পড়ল। 'সবাই জানে, শুধু দেখছি আমি নিজে নিজের পরিচয় জানি না,' বলল ও। 'সেটা যাই হোক, কিছু যায়-আসে না। একটা কথা কি জানো, ম্যা'ম, আগে-পরে যাই ঘটুক, আজীবন মনে রাখব যে মেক্সিকোর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল!'

'দুঃসাহস দেখানোর বা প্রশংসা করবার সময় নয় এটা,' প্রতিবাদ করল জুয়ানিতা। 'চলে যাওয়া উচিত তোমার। যেতেই হবে। নইলে ঠিক খুন হয়ে যাবে। এতক্ষণে দেরি হয়ে গেছে কিনা কে জানে!'

'আসলে ব্যাপারটা কী, বলো তো!'

'ওহ্, এমন বোকামি কোরো না!' দরজার কাছে চলে গেছে মেয়েটি, ওর আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ রইল না জনের মনে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জুয়ানিতার মুখ, মোমবাতির ম্লান আলোতেও বড়বড় চোখে স্পষ্ট শঙ্কা প্রকাশ পাচ্ছে। 'তুমি যদি ওকে খুন করো, তা হলে ওর দলবল তোমাকে খুন করে ফেলবে। আর যদি ওকে খুন না করো, ও-ই তোমাকে খুন করবে।'

ঘুরেই চলে গেল মেক্সিকান গোলাপ।

'দুনিয়ায় শুধু আমিই বোকা নই...' থেমে গেল জন। আসলে কী ঘটছে, অনুমান করতে পারছে না, কিন্তু এটা ঠিক যে অদ্ভুত হলেও অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে; অথচ ঝামেলাটা কী, সেটাও বুঝতে পারছে না।

জন ক্যালকিন ভীতু বা ঝামেলাকে ভয় পায়, ওর জাতশত্রুও এমন কিছু বলবে না। কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে, কিছু না জেনে-শুনে ঝামেলার মুখোমুখি হওয়া স্রেফ নির্বুদ্ধিতা মনে হচ্ছে ওর কাছে। ঠিকই বলেছে জুয়ানিতা। সরে পড়া উচিত। এখানে থাকলেই ফাঁদে পড়তে হবে, খুন করতে হবে নইলে খুন হয়ে যাবে; অথচ কেন, কী কারণে কিছুই জানা নেই ওর।

নিরানন্দ দৃষ্টিতে নিজের স্যাডলব্যাগ আর রাইফেল দেখল ও, সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল···সরাইখানার পিছন দরজা হয়ে স্টেবলে চলে যেতে পারবে···শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ভয় পেয়েছে তা নয়, স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্যই, কারণ লড়াইটা ওর নয়। ইতোমধ্যে ঝামেলা কম হয়নি···

আকাশে চাঁদ নেই। প্রায় অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল জন। শহর থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে আসা পর্যন্ত ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল, তারপর স্যাডলে চেপে হালকা চালে ঘোড়া ছোটাল। মাত্র একবার পিছন ফিরে তাকাল। জুয়ানিতা···দারুণ ভড়কে গিয়েছিল মেয়েটা। এত সুন্দরী!

স্টেবলে আসবার পথে ছায়ায় অবস্থান নেওয়া দু'জন লোকের কথা মনে পড়তে ভুরু কোঁচকাল জন। উঁহুঁ, ফাঁকি দিতে পারেনি। ওর শহর ছেড়ে চলে আসবার কথা ঠিকই জেনে গেছে এরা। পানির কলের কাছে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিল; লোকটার পরিচয় জানা নেই ওর, আমলও দেয়নি, কারণ ওকে চ্যালেঞ্জ করেনি কেউ। নিশ্চিন্তে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।

টানা উত্তরে এগিয়ে চলল ও। মাঝে মধ্যে হেঁটে এগোচ্ছে। সামনে কোথাও একটা গ্রাম আছে, মনে পড়ল ওর; ওখানে না যাওয়াই ভাল। আবার কী গ্যাঁড়াকলে পড়ে, কে জানে!

সহসা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওর। গতি কমাল জন, ট্রেইল থেকে সরে আসতে উদ্যত হয়েছে, এসময় অন্য একটা ঘোড়ার চিঁহি ডাক শুনতে পেল।

হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করল ও। 'কে তুমি?' স্প্যানিশে জানতে চাইল।

'সেনোরিটা ফিয়েরোর জন্য একটা খবর নিয়ে সরাইখানায় যাচ্ছি আমি। তুমি ওখানে গিয়েছিলে নাকি?'

'পেয়ে যাবে ওকে,' মুহূর্তের জন্য থামল ও, তারপর বলল:

'সতর্ক থেকো। সম্ভবত ঝামেলা হতে পারে ওখানে।'

স্যাড্‌লে নড়েচড়ে বসল লোকটা, আকাশের বিপরীতে গাঢ় অবয়ব ফুটে উঠেছে। 'ঝামেলা? তুমি সম্ভবত আমেরিকান, কথা শুনে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আহত এক আমেরিকান পড়ে আছে আমার বাড়িতে। কী সব বলছে ও, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। লোকটার অবস্থা ভাল নয়, টিকবে না।' ঘোড়াকে কয়েক পা আগে বাড়াল সে, জনের কাছাকাছি চলে এল। চওড়া সমব্রেরোর নীচ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীখ করল জনকে। 'লোকটা যেহেতু মারা যাচ্ছে, আমার তো মনে হয় কোন মহিলার বদলে বরং তুমিই ওর সঙ্গে কথা বললে ভাল হয়।'

রাজি হয়ে গেল জন।

দ্রুত গতিতে এগোল ওরা। জায়গাটা কাছেই, তাই বেশি সময় লাগল না। মূল ট্রেইল থেকে বিচ্ছিন্ন অ্যাডোবির কেবিন। কাছাকাছি কিছু দৈত্যাকার বোল্ডার থাকায় ট্রেইল থেকে চোখে পড়ে না। স্যাডল ত্যাগ করে আগে আগে এগোল মেক্সিকান, দ্রুত পায়ে কেবিনের দিকে এগোল।

বাঙ্কে শুয়ে থাকা লোকটিকে একনজর দেখেই পরিস্থিতি আঁচ করতে পারল জন। সময় শেষ। বিশালদেহী মানুষ সে, দৃঢ় চোয়াল বা মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাছাকাছি চেয়ারে একজোড়া কোল্ট আর লোকটার রক্তাক্ত কাপড় পড়ে রয়েছে। সচেতন সে, পদশব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে।

'ওহ্···তোমাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করল সে। 'একজন ইয়াঙ্কিকে দেখলাম বহুদিন পর।'

জখম সম্পর্কে মোটামুটি জানে জন, পশ্চিমের রুক্ষ জীবনে চলাফেরা করতে হলে সবারই ন্যূনতম জ্ঞান রাখতে হয়। লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ল। একনজর দেখেই বুঝল যা ও নিজে করতে

পারত, তাই করেছে মেক্সিকান। বাড়তি কিছু করবার নেই। অন্তত ছয়টা গুলি বিঁধেছে লোকটির শরীরে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এখনও বেঁচে আছে সে।

'আমি জিম ড্রুরি,' ফিসফিস করল সে। 'বেশ কয়েকবারই আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছে ওরা, কিন্তু এবার বোধহয় সফল হয়েছে।'

মুমূর্ষু লোকটিকে দেখল জন। ড্রুরি! অন্তত দুটো মেক্সিকান বিদ্রোহের সময় জেনারেল ছিল, মধ্য-আমেরিকার এক দেশে একনায়ক ছিল কিছুদিন। লড়াকু লোক। এমনকি মৃত্যুর সময়ও, যা বয়স তারচেয়ে দশ বছর কম মনে হচ্ছে তার।

'বুঝেছি!' ফেলে আসা শহরের ঘটনা মনে পড়তে উপলব্ধি করল জন। 'এখন বোঝা যাচ্ছে কাকে মনে করেছিল ওরা!' সবকিছু খুলে বলল ও, নীরব বিস্ময়ে শুনে গেল ড্রুরি, নিজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার পরও বিস্ময় বোধ করছে।

'মহা হারামী লোক,' নিচু স্বরে জানাল ড্রুরি। 'আমাকে অ্যাম্বুশ করেছে ওরা···মেয়েটা আর ওর চাচাই দায়ী।'

'ওর চাচা?' বিমূঢ় হয়ে গেছে জন। 'খুলে বলো তো!'

বাধা দিল মেক্সিকান। 'ওর যা অবস্থা, কথাবার্তা না বলাই ভাল।'

হাত নেড়ে তাকে বাতিল করে দিল ড্রুরি। 'এমনিতেও মারা যাব আমি। আফসোস একটাই: সমান সুযোগ পেলাম না! আর মেয়েটাকেও ওদের হাত থেকে উদ্ধার করা গেল না।' হঠাৎ জনের দিকে তাকাল সে, যেন এই প্রথম ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। 'কে তুমি?'

'জন ক্যালকিন।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল ড্রুরির চোখজোড়া। 'শুনেছি তোমার কথা! টেক্সাসের সেই গানফাইটার তুমি!' অনেকক্ষণ কথা বলায় শক্তিক্ষয় হয়েছে, বিছানায় নেতিয়ে পড়ল সে, ক্লান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'জন,'

ফিসফিস করল সে। 'পারলে ফিরে গিয়ে সাহায্য করো মেয়েটাকে। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস কোরো না।'

আহত মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকল জন। একেবারে শিথিল হয়ে গেছে ড্রুরির মুখ, কিন্তু চোখজোড়া উজ্জ্বল এখনও।

'ওর বাবাকে চিনতাম,' ফিসফিস করে বলছে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। 'ভালমানুষ। ওই শয়তানটা···ওর চাচাই খুন করেছে তাকে, অথচ মেয়েটা জানে না।'

আরও কিছু বলবার চেষ্টা করল সে, জড়িয়ে যাচ্ছে শব্দগুলো, একসময় ক্লান্ত হয়ে চুপ মেরে গেল। নিথর পড়ে থাকল, ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল জন।

রাত নয়টার দিকে নিজের কামরায় গিয়েছিল ও। তারপর, প্রায় দু'ঘণ্টা লাগাতার উত্তর দিকে রাইড করেছে···দ্রুত ছুটলে অর্ধেক সময়ে ফিরতি পথে পৌঁছে যেতে পারবে। পকেট থেকে রুপোর কয়েকটা পেসো বের করল, গত তিন মাসে হয়তো এও দেখেনি মেক্সিকান। 'ওর যত্ন নিয়ো,' তাকে বলল জন। 'চেষ্টা কোরো, যদি বাঁচানো যায়। মরে গেলে কোন প্রীস্টকে ডেকে নিয়ে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি। হয়তো দু'এক সপ্তাহ লাগবে।'

'ও আমার ভাইয়ের মত, সেনর,' বলল মেক্সিকান। 'টাকা দিচ্ছ কেন? হুয়ান মোরালেসের বাড়িতে কারও শুশ্রূষার জন্য টাকা লাগে না।'

'রেখে দাও, মনে করো এটা আমার শুভেচ্ছা। ওর দিকে খেয়াল রেখো।'

দ্রুত স্যাডলে চাপল ও, তারপর তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল শহরের দিকে। অদ্ভুত হলেও, নিজের মধ্যে আনন্দ আবিষ্কার করল জন। 'জীবনে লড়াই থেকে পালিয়ে যাইনি আমি···' স্বগতোক্তি করল ও। 'আর এমন সুন্দর একটা মেয়ের কাছ থেকেও পালিয়ে যাওয়া বোকামি!'

কারও ডাকে ঘুম ভাঙল জনের। ওর মনে হলো মিনিট কয়েক বিশ্রাম নিয়েছে, আসলে রাত দুটোর সময় বিছানায় এসেছে, তারপর পুরো চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। দ্রুত কাপড় পরে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল ও। মেক্সিকান কূক চোখ বড়বড় করে দেখল ওকে, সহকারিণী বয়স্ক মহিলার মুখ অবশ্য নির্বিকার, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ওর কাপে কফি ঢেলে দিল সে। টর্টিয়া আর বীনের সদ্ব্যবহার শুরু করল জন। বাইরে এসে স্যাডলে চড়বে, এসময় ডিনার টেবিলে দেখা সেই দু'জন উপস্থিত হলো।

'তুমি দেখছি আছ এখনও,' বলল একজন। 'ঠিকমত ঘুমিয়েছ তো?'

'দারুণ!' খোশমেজাজে জবাব দিল ও, সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসছে। 'আচ্ছা, বলো তো, তোমরা আসলে কে?'

'আমি পাবলো অর্তেগা। আর এ হচ্ছে লুই গার্সিয়া। বুড়ো জেনারেলের পক্ষে আছি আমরা। নিশ্চই শুনেছ আমাদের কথা, সেনর ড্রুরি?'

স্যাডলে চড়ল ওরা, সরাইখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে এগোল। পুরো একটা ঘণ্টা কেউই কিছু বলল না, ভিতরে ভিতরে বিমূঢ় বোধ করছে জন। গার্সিয়া এবং অর্তেগাকে অস্বাভাবিক রকম নির্লিপ্ত মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রশ্ন করবার ঝামেলায় গেল না ও

কোনরকম আগাম সঙ্কেত ছাড়াই আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে বনের দিকে মোড় নিল ওরা। পিছু নিল জন। বনের কিনারে এসে স্যাডল ছাড়ল দুই মেক্সিকান। খোলা জায়গায় কয়েকজন লোক রয়েছে, একজন দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'দেরি করেছ!' অধৈর্য স্বরে বলল লোকটা। 'কত আর অপেক্ষা করা যায়? মহা খেপে গেছে সেনর গিলমোর।'

'উপায় ছিল না,' গার্সিয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর। 'সেনর ড্রুরি দেরি করে ঘুমিয়েছিল।'

'ঘুমিয়েছিল?' বিস্ময় নিয়ে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। 'ঘুম ঠিক হয়েছে তো?'

'কেন হবে না?' শ্রাগ করল জন, তারপর খোলা জায়গার ওপাশে তাকাল। বিশালদেহী এক লোক গা থেকে কোট খুলে পাশে রাখা বাক্স থেকে পিস্তল বাছাই করছে। বিহ্বল বোধ করল জন...অসম্ভব...রীতিমত পাগলামি, এমন অদ্ভুত ব্যাপার হয় কী করে!

কিন্তু হচ্ছে।

ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গার্সিয়া। 'জ্যাকেট খুলবে না, সেনর?'

জ্যাকেট খুলল জন, তারপর কৌতূহলী স্বরে বলল: 'কি জানো, আমাদের ওখানে কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। দয়া করে এখানকার নিয়মটা জানাবে?'

'দুঃখিত। সম্ভবত আগেই তোমাকে বলা হয়েছে এসব। বিশ গজ দূরে থাকতে মুখোমুখি হবে তোমরা। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র পিস্তল তুলে গুলি করবে। যদি দু'জনই মিস্ করো, তা হলে এক পা আগে বেড়ে দ্বিতীয় শট নিতে পারবে।'

গার্সিয়ার চঞ্চল দৃষ্টি স্থির হলো জনের মুখে। 'আশা করছি...তুমিই জিতবে, সেনর। তোমার কাছে হয়তো পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত মনে হবে...তোমাকে না চিনলে আমারও তাই মনে হত...দয়া করে কিছু মনে কোরো না, সেনর...'

'তোমার ধারণা আমি জিম ড্রুরি নই?' স্মিত হাসল জন। 'ঠিকই ধরেছ, অ্যামিগো।' গার্সিয়ার বিস্ময় কাটবার আগেই খেই ধরল: 'ড্রুরিকে অ্যাম্বুশ করা হয়েছে। গুরতর অবস্থা ওর এতক্ষণে হয়তো মরেও গেছে। ওর জায়গা নিচ্ছি আমি। ধরে নাও, ওর মতই নিপুণ নিশানায় গুলি করতে পারব। যাক্‌গে, জরুরি দুটো প্রশ্নের জবাব দাও তো: আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? কী নিয়ে এই ডুয়েল?'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গার্সিয়া। কিছু বলতে মুখ হাঁ করল সে, তারপর আচমকা হেসে উঠল। 'অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! এমন আজব

ঘটনা ঘটে? তবে যত অদ্ভুতই হোক, ঘটছে!

'তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে কর্নেল নেড গিলমোর। জুয়ানিতার বাবা, জেনারেল রুডলফ ফিয়েরোর জাতশত্রুদের একজন। ভয়ঙ্কর লোক। সত্যি কথা হচ্ছে, কিছু কিছু লোক সেনোরিটাকে ওর এস্টেট থেকে হটিয়ে দিতে চাইছে, আর কর্নেল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

'ফিয়েরোকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সে, আজই ওদের ডুয়েল লড়বার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত খুনীদের হাতে খুন হয়ে যায় ফিয়েরো। পরে, জিম ড্রুরি নিজ থেকে লড়তে চেয়েছিল। তোমার কাছে শুনলাম, সেও মারা গেছে বা মারা যাচ্ছে।'

হাতের পিস্তলে নজর চালাল জন। কাজ সারতে যে-কোন পিস্তলই যথেষ্ট, তবে নিজের স্মিথ এন্ড ওয়েসন পয়েন্ট ফোর-ফোরটা পেলেই আস্থা বোধ করত। এদিকে এগিয়ে আসছে কর্নেল গিলমোর, থমকে দাঁড়িয়ে দেখল জনকে।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চম্যান। 'এ আবার কে? এ তো জিম ড্রুরি নয়! কোত্থেকে বাচ্চা একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছ!'

মুহূর্তে সবক'টা চোখ ঘুরে গেল জনের দিকে। এক পা আগে বাড়ল ও। 'অসুবিধে কী, গিলমোর?' জনের শান্ত, নির্লিপ্ত স্বরে দর্শকদের গুঞ্জন থেমে গেল। 'ভয় পাচ্ছ? নাকি জেনারেল ফিয়েরো আর জিম ড্রুরিকে যেভাবে অ্যাম্বুশ করেছ, ওভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করো তুমি?'

রাগে লাল হয়ে গেল কর্নেলের মুখ। 'দোষটা আমাকে দিচ্ছ? খোদার কসম...'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, সেনর!' তীক্ষ্ণ, কঠিন স্বরে বলল লুই গার্সিয়া। 'ডুয়েলের সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ইস্তফা দিতে চাইলে বলে ফেলো। কিন্তু এই ভদ্রলোক সেনর ড্রুরির হয়ে লড়াই করবে।'

ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে জনকে দেখছে গিলমোর, মিনিট খানেকের মধ্যে ক্ষোভটা হারিয়ে গেল চাহনি থেকে, উল্লাস বোধ করল সে। একেবারে বাচ্চা ছেলে, বড়জোর বিশ-বাইশ হবে বয়স, তবে

সুঠামদেহী। চেহারা-সুরতে বোঝা যায় ইঁচড়ে পাকা ছেলে। মহা উৎসাহে ড্রুরির জায়গা নিতে চাইছে, কিন্তু নিজের ওজন তার জানা নেই। অনায়াসে খুন করা যাবে একে···

'তোমার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল কর্নেল গিলমোর। 'এখুনি শুরু করব আমরা!'

ধীর পায়ে, দৃঢ় ভঙ্গিতে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল জন ক্যালকিন। পশ্চিমা ডুয়েল থেকে এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমে রাস্তায় বা অন্য কোথাও ডুয়েলের সময় হাঁটতে হাঁটতে গুলি ছোঁড়ে লোকজন।

এখানকার ব্যাপারটা উৎসবের ঢঙে ঘটছে। আগে থেকে সময়, স্থান আর পাত্র নির্বাচন করে···সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে···

জন আশা করছে এখানেও কর্তৃত্ব করতে সমস্যা হবে না ওর। দৃষ্টি নামিয়ে ভারী পিস্তলের দিকে তাকাল ও—সিঙ্গল শট পিস্তল। একবারে মাত্র একটা গুলি করা যাবে। প্রয়োজন হলে, দ্বিতীয় শট নিতে হলে বেল্ট থেকে কার্তুজ বের করে সিলিন্ডারে ঢোকাতে হবে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল একজন। 'এক!' চেঁচাল লোকটা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল জন, ওর ডান পাশে আছে কর্নেল। একেবারে কাছে মনে হচ্ছে তাকে।

'দুই!'

পিস্তল তুলল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। দু'জনের পিস্তলই সেকেলে, ভারী। বয়স কম হলেও সমস্যা হচ্ছে না জনের; রাইডিং, ল্যাসো ছোঁড়াছুঁড়ি আর রেঞ্জের কাজে শক্তিশালী বাহু গড়ে তুলেছে ও—স্থির ভাবে ধরে রাখল পিস্তলটা, ব্যারেল বরাবর কর্নেল গিলমোরের দিকে তাকাল।

'তিন!'

আগুনের ঝলক দেখতে পেল জন, কিছু একটা ওর গাল পুড়িয়ে দিল। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে গিলমোর, ধীরে ধীরে ঘুরল জনের

দিকে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। ঠিক ডান চোখ ফুটো করে চলে গেছে বুলেট।

বাম হাত তুলে গাল স্পর্শ করল জন, হাতটা চোখের সামনে নিয়ে এল। রক্ত! ফের গাল স্পর্শ করল। বুলেট ওর গালের চামড়া সামান্য পুড়িয়ে দিয়েছে, মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়ায় চলে গিয়েছিল!

উত্তেজিত দর্শকরা ঘিরে দাঁড়াল মৃত গিলমোরকে। এদিকে নির্বিকার মুখে ফিরে এসে গায়ে জ্যাকেট চাপাল জন, ভারী পিস্তলটা ওয়েস্টব্যান্ডের সঙ্গে গুঁজে রাখল। পয়েন্ট ফোর-ফোরটা অবশ্য স্যাডল ব্যাগে রয়ে গেছে, মেক্সিকোয় পা রাখবার পর থেকে ওখানেই আছে।

গার্সিয়া এগিয়ে এল ওর দিকে। 'দারুণ শট!' অকৃত্রিম প্রশংসা ঝরে পড়ল মেক্সিকানের কণ্ঠে। 'দেখবার মত শট! বিজয় উদ্‌যাপন করবার সময় নেই, সেনর, এখুনি চলে যেতে হবে আমাদের! অনেক বন্ধু আছে কর্নেলের। যত শীঘ্রি সম্ভব মেক্সিকো ত্যাগ করতে হবে তোমার।'

'মেক্সিকো ছেড়ে যাব?' মাথা নাড়ল জন। 'কোথাও যাচ্ছি না আমি, এখানে থাকব। সেনোরিটার সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'অসম্ভব!' ওদের সঙ্গে যোগ দিল পাবলো অর্তেগা। 'চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যদি মেক্সিকো ছেড়ে যেতে না পারো, কর্নেলের বন্ধুরা ঠিক গ্রেফতার করবে তোমাকে।'

'ঝুঁকিটা নেব আমি,' শান্ত স্বরে তর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করল জন।

খানিকটা কঠিন হয়ে গেল অর্তেগার মুখ। 'তোমার যা ইচ্ছে,' বলেই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে।

স্যাডলে চাপবার সময় জনের দিকে ঝুঁকে এল গার্সিয়া। 'তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাব,' নিচু স্বরে বলল সে। 'এখন হোটেলে যাব আমরা। সরাসরি তোমার রুমে চলে যাবে!'

ঘোড়া দাবড়ে শহরে, সরাইখানায় চলে এল ওরা। স্টেবলে ঘোড়া রেখে পিস্তল পরখ করল জন। তারপর চট করে সিঁড়ি হয়ে নিজের কামরায় চলে এল। দ্রুত কাপড় বদলে রেঞ্জের পোশাক পরল, জোড়া হোলস্টার জড়াল কোমরে। নিকট ভবিষ্যতে যে যথেষ্ট ঝামেলা হবে, সন্দেহ নেই ওর।

ঘোলাটে পরিস্থিতি। চমকপ্রদ এসব ঘটনার পিছনে কী আছে, বা শত্রুদের পরিচয়ও জানা নেই ওর। জিম ড্রুরি সতর্ক করে দিয়েছে কাউকে বিশ্বাস না করতে, আরও বলেছিল জুয়ানিতার চাচা নিজেই ওর বিশাল সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে।

অপেক্ষা করতে একটুও ভাল লাগছে না। রীতিমত অধৈর্য বোধ করছে জন। টুকিটাকি জিনিসপত্র স্যাডলব্যাগে ঢোকাল ও, ধূসর সুট ঢোকাল ছোট্ট কার্পেটব্যাগে। জানালার কাছে এসে নীচের প্যাসিওর দিকে তাকাল। দৃষ্টিসীমায় নেই কেউ, অথচ মাঝ-সকাল পেরিয়ে গেছে। ওর কামরার উদ্দেশে আগুয়ান কোন পদশব্দও কানে এল না।

আচমকা, ফটক দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল এক অফিসার আর আধ-ডজন সৈন্য। চার সৈনিক স্যাডল ছেড়ে সরাইখানার দিকে এগোল। ঘুরেই দরজার উদ্দেশে ছুটল জন, তখুনি ক্ষীণ পদশব্দ শুনতে পেল।

দ্বিধা করল ও, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে দরজার কাছে চলে এল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পা ফেলছে। হঠাৎ ঝট করে খুলে গেল দরজাটা। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা হলওয়েতে ঠেলে দিল জন।

দরজা খুলবার পরপরই গর্জে উঠেছে একটা শটগান। সময়মত চেয়ারটা সামনে মেলে ধরেছে জন। শটগানের গোলা আঘাত করল চেয়ারের তলায়, কিছু বাকশট দরজার নবে আঘাত করে ছিটকে গেল চতুর্দিকে। চট করে লাফিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল জন, হাতে খোলা পিস্তল। দেখল হলওয়ে ধরে ছুটে যাচ্ছে এক লোক।

কোমরের কাছ থেকে গুলি করল ও।

পিছন থেকে যেন টেনে ধরেছে কেউ, আচমকা থমকে দাঁড়াল লোকটা, একটা মুহূর্ত, তারপর সটান আছড়ে পড়ল মেঝেয়। নীচতলায় চিৎকার করল কেউ, তারপরই সিঁড়িতে সৈন্যদের বুটের শব্দ শুনতে পেল জন। স্যাডলব্যাগ আর কার্পেটব্যাগ খামচে ধরে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, পিছনে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা, তারপর ঘুরেই হলওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল। পড়ে থাকা লোকটাকে টপকে, হলওয়ের শেষ মাথার দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। সামনে আলগা লোহার সিঁড়ি, সরাসরি সরাইখানার পাশের রাস্তায় উন্মুক্ত হয়েছে।

ছুটে নীচে নেমে এল ও, কয়েক হাত দূরে একটা ঘোড়া দেখতে পেয়ে গতি বাড়িয়ে দিল। লাফিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল, লাগাম চেপে ধরে মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে, স্পার দাবাল। লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, দুই লাফে বেরিয়ে এল গলি থেকে, তারপর তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল। পিছনে চেঁচামেচি করছে সৈন্যরা, কেউ কেউ দৌড়ে ছুটে এল, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখল চিড়িয়া পগার পার হয়ে গেছে।

আসলে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে জন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থামিয়েছে। ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ শুনিয়ে এদেরকে পিছনে পিছনে নিয়ে যাওয়ার, কিংবা কোন্ দিকে গেছে, সে-আভাসও দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। ডানে বাঁক নিয়ে সরু আরেক গলিতে ঢুকে পড়ল, তারপর ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এল। চ্যাপারাল ঝোপের ফাঁকফোকর গলে এগোল। কাজটা কষ্টকর, কারণ ট্রেইল নেই। কিন্তু ঠিকই পথ খুঁজে নিল ও, পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে ক্রমশ। সবে দুপুর হয়েছে, আরও কয়েক ঘণ্টা থাকবে দিনের আলো। যথেষ্ট সময় রয়েছে হাতে। ক্ষণিকের জন্য থেমে ব্যাগ দুটো স্যাডলের সঙ্গে জুত করে বাঁধল, তারপর ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গার্সিয়ার ব্যাপারটা কী, যোগাযোগ করেনি কেন? জুয়ানিতার কিছু হয়নি তো?

আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে জন ক্যালকিন, তাড়াহুড়ো করছে না, যেহেতু ঘোড়ার দম জিইয়ে রাখা দরকার। ক্যানিয়নের ট্রেইল এড়িয়ে যাচ্ছে, সিয়েরা মাদ্রের বুকে চলে গেছে ওগুলো। কোন্‌টা বক্স ক্যানিয়নে গেছে, জানবার উপায় নেই।

উঁচু রীজের চূড়ায় থেমে কয়েকবারই পিছনের ট্রেইল খুঁটিয়ে দেখেছে ও, সতর্ক ছিল যাতে কারও চোখে না পড়ে। ধুলো বা ধাওয়ার অন্য কোন নমুনা চোখে পড়েনি।

বুনো, ক্ষীণ ট্রেইল ধরে এগোল ও, পাহাড়ী ঢালের আধ-পরিধি বরাবর চক্কর কেটে এগিয়েছে ট্রেইল। কিছুদূর এগোতে দেখল ভাগ হয়ে ওটা, একটা আরও উপরে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের বুকে হারিয়ে গেছে, অন্যটা নাক বরাবর চলে গেছে।

প্রথমটাই বেছে নিল জন। স্যাডল ছেড়ে ঘোড়ার পাশে পাশে এগোল। কিছুটা হলেও বিশ্রাম পাবে চারপেয়ে জন্তুটা। হোক না অন্যের ঘোড়া, কিন্তু এ পর্যন্ত ওকে যথেষ্ট সেবা দিয়েছে ধূসর শক্তিশালী গেল্ডিং। দুর্দান্ত গতি ওটার, দমও আছে বেশ।

পাহাড়ী একটা খাঁজে উঠে থামল ও। সামনে মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। পাহাড়ী জমির বুকে কিছু লতা আর গুল্ম জন্মেছে। ঘুরে ঘোড়ার মুখ থেকে বিট সরিয়ে দিল যাতে নিশ্চিন্তে খেতে পারে ওটা। গেল্ডিংকে পিকেট করে চাতালের কিনারে বসে পড়ল ও।

প্রায় এক ঘণ্টা পর জীবনের নমুনা চোখে পড়ল, এক মেক্সিকান একটা ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে লোকটা, ছাগল খেদানো যে কী ঝক্কির কাজ, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। জনের কাছাকাছি আসতে, আচমকা থমকে দাঁড়াল ছাগলটা, তারপর ফিরতি পথে এগোতে উদ্যত হলো। চারপাশে কৌতূহলী, সতর্ক দৃষ্টি চালাল মেক্সিকান।

'ভয়ের কিছু নেই,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'আমি বন্ধু।'

একটু খুঁটিয়ে দেখতে জন দেখল গালের একটা ক্ষত থেকে রক্ত

গড়াচ্ছে লোকটার। তাজা ক্ষত। জনের দিকে এগিয়ে এল না সে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'সম্ভবত তোমাকেই খুঁজছে ওরা,' গম্ভীর স্বরে বলল মেক্সিকান। 'খোদা তোমার সহায় হোন! শয়তানের দল যেন তোমার নাগাল না পায়।'

'ওদের দয়া?' গালের ক্ষতের দিকে ইঙ্গিত করল জন।

'চাবুক,' তিক্ত, ক্ষুব্ধ স্বরে বলল লোকটা। এ মুহূর্তে জনকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে সে, তবে আড়ালের কারণে নীচ থেকে অন্য কেউ দেখতে পাবে না। 'আমাকে জিজ্ঞেস করল কোন গ্রিংগোকে দেখেছি কিনা। বললাম দেখিনি, কিন্তু বিশ্বাস করল না ওরা। সত্যিই তো, তোমাকে কি দেখেছি? তারপরই চাবুক দিয়ে মারল আমাকে।'

'কোথায় আছে এখন ওরা?'

'নীচের ক্যানিয়নে। ট্র্যাক খুঁজছে।'

নড করল জন। মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে ওর ট্র্যাক খুঁজে পাবে প্রতিপক্ষ, তারপর পিছু ধাওয়া করবে। পিকেট-পিন তুলে ঘোড়ার মুখে ফের বিট পরিয়ে দিল ও। 'বন্ধু, ফিয়েরোর হাসিয়েন্দাটা চেনো তুমি? ধারে-কাছে ওটা?'

'উত্তরে। নাক বরাবর গেলেই পেয়ে যাবে। পুব-পশ্চিমে ত্রিশ মাইল, আর উত্তর-দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল জুড়ে সেনোরিটার এলাকা। সরাসরি চলে গেলে ডিনারের আগে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু শয়তানগুলো আশপাশেই আছে।'

'গিলমোর মারা গেছে।'

'সি, জানি আমরা। কিন্তু ওর জায়গা নেওয়ার মত লোকের অভাব নেই।'

স্যাডলে চড়ল জন। 'কিন্তু জায়গা নিয়ে উপভোগ করতে পারবে না, বুড়ো খোকা,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'কারণ ওদের দু'একজনের খোঁজে আছি আমি।'

*

কিন্তু সমস্যার কথা হচ্ছে, রাইড করবার সময় উপলব্ধি করল, কাকে খুঁজছে জানা নেই ওর। জুয়ানিতাকে খুঁজে, কথা বলবার ইচ্ছে ওর। মেয়েটি যাই মনে করুক, অন্তত ওর ভাল লাগবে; চিন্তাটা আসা মাত্র আনমনে হেসে উঠল জন, জানে জুয়ানিতার সঙ্গে কথা বলবার আনন্দে কষ্টকর এই যাত্রার দুর্ভোগ মুহূর্তে ভুলে যাবে। কোন মেয়েকে যদি সাহায্য বা রক্ষা করতেই হয়, মেয়েটা সুন্দরী হলে তো কথাই নেই।

দেখবার মত বাড়ি–ফিয়েরোর হাসিয়েন্দা–চিন্তিত দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে বাড়িটা দেখল জন। তিন পাশে দেয়াল পরিবেষ্টিত, পিছনে পাহাড়ের জমকাল শরীর প্রাকৃতিক দেয়ালের কাজ করছে। তৃণভূমি, ফলের বাগান, সেচের ব্যবস্থা এবং নানান জাতের ফসল রয়েছে। দূরের পাহাড়ে গরু দেখা যাচ্ছে, সাদামুখো গরু–টেক্সাস থেকে আমদানী করা।

পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখে বাড়ির দিকে এগোল জন, তারপর একশো গজ দূরে থাকতে ইউক্যালিপ্টাস ঝাড়ের নীচে এসে থামল। কেউ পিছু নিয়ে আসছে না, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই ওকে ট্রেস করতে পারবে না কেউ, যেহেতু এখনও পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করছে প্রতিপক্ষ। ফের এগোবে, এসময় কাছাকাছি গাছের আড়ালে এক মেক্সিকানকে দেখতে পেল, ওকেই দেখছে লোকটা।

জন ধরেই নিল এই লোকও ওর শত্রুদের অপছন্দ করে। তাই মৃদু স্বরে বলল: 'সেনোরিটা জুয়ানিতার বন্ধু আমি। সকালে জেনারেলের এক শত্রুকে ডুয়েলে খুন করেছি। একটা তাজা ঘোড়া লাগবে আমার। আর সেনোরিটার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ও আছে এখানে?'

সরু, চিপসানো মুখ লোকটার; কিন্তু চোখজোড়া বড়সড়, ধূর্ত চাহনি সেখানে। দ্রুত এগিয়ে এল সে, হাসতে ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। 'এখানেই আছে ও, সেনর। ঘণ্টা খানেক আগে

এসেছে। গল্পটাও শুনেছে···গিলমোরকে তুমিই খুন করেছ। খুব খুশি হয়েছি আমরা, অ্যামিগো!'

গেল্ডিঙের লাগাম হাতে তুলে নিল সে। 'নিশ্চিন্ত থাকো, তাজা একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করব–বাতাসের আগে ছুটবে ওটা, আর থামবেও না কখনও! ওরা এলে সতর্ক করে দেব তোমাকে। যাও, বাড়িতে চলে যাও···সাবধানে থেকো।'

পরনে যা আছে, তাই নিয়ে গেটের দিকে দ্রুত পায়ে এগোল জন। মনে মনে ভাবছে সব ধাঁধার জবাব পেয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, অন্ধের মত আর এগোতে হবে না। তবে বিপদের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা এতটুকু কমেনি, জানে ও। মৃত জেনারেল ফিয়েরোর শত্রু যারাই হোক, যথেষ্ট প্রভাব আছে তাদের, নইলে সেনাবাহিনীকে এসবের সঙ্গে জড়াতে পারত না। দৃশ্যত, দারুণ শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী এরা। এরা যে ওকে খুন করতে চাইবে, তাতে ছিটেফোঁটা সংশয়ও নেই। ব্যক্তি হিসেবে ওর উপস্থিতি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এরা ভয় পাচ্ছে হয়তো সেনোরিটাকে সাহায্য করবে ও।

গেট পেরিয়ে বাড়ির দরজার দিকে এগোল জন। চারদিক ঝকঝকে, সুদৃশ্য বাগানের মাঝখান চিরে যাওয়া পাথরের তৈরি পথ ধরে এগোনোর সময় নিজের বেহাল দশা আর সামান্য পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। বাড়ির পাথুরে মেঝেয় তীক্ষ্ণ ও শ্রুতিকটু শব্দ তুলল ওর বুট, বড়সড় একটা কামরায় ঢুকল জন। গাঢ় রঙের প্যানেল বিস্তৃত কামরার দেয়ালে।

হালকা পদশব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল জন, ঘুরে দাঁড়াল। জুয়ানিতা ফিয়েরো। অপূর্ব কালো চোখে রাজ্যের ভীতি। 'সেনর! ওহ্, কেন এসেছ এখানে! এখুনি চলে যাওয়া উচিত তোমার! তোমাকে খুঁজে হয়রান হতে বাকি ওদের, কোন জায়গা বাকি রাখেনি। এখানেও আসবে। চাচা আর আমি তো এমনিতেই ওদের সন্দেহের তালিকার প্রথমে আছি।'

'তোমার চাচা এখানেই আছে?' মেয়েটির অপরূপ মুখে স্থির হলো জনের দৃষ্টি।

'হ্যাঁ। ডুয়েলে তোমার জয়ের খবর শুনে যা খুশি হয়েছিল চাচা! ওহ্, সেনর, দারুণ দেখিয়েছ! কিন্তু,' আচমকা তাগাদা প্রকাশ পেল মেক্সিকান গোলাপের কণ্ঠে। 'এখানে থাকতে পারবে না তুমি। গিলমোরের বন্ধুরা সবাই প্রভাবশালী, নির্ঘাত তোমার খোঁজে এখানেও আসবে ওরা। চাচাও তাই বলছিল, এখানে আসা উচিত হবে না তোমার।'

'তার মানে সে জানে না এখানে এসেছি আমি?' দ্রুত জানতে চাইল জন। 'যদি না জেনে থাকে, জানানোর দরকার নেই।'

'কেন?' শীতল একটা কণ্ঠ শুনতে পেল জন। 'অকৃতজ্ঞ ভাবছ আমাকে, তরুণ বন্ধু?'

আধ-পাক ঘুরে দীর্ঘদেহী অভিজাত লোকটির মুখোমুখি হলো জন। পুরোপুরি সাদা হয়ে গেছে তার জুলফি এবং গোঁফ। জন নিশ্চিত, সারা জীবনে এমন গুরুগম্ভীর জাঁকাল ব্যক্তিত্বের মানুষ দেখেনি। যদিও জুয়ানিতার চাচা কাছাকাছি আসতে তার মুখের বলিরেখাগুলো চোখে পড়ল, যার অর্ধেক গোঁফের কারণে আড়াল হয়ে গেছে। আরও একটা ব্যাপার: লোকটির চোখের শীতল চাহনি।

'আমি ডন রেমন,' বলল বুড়ো। 'এই হাসিয়েন্দার প্রভু। তোমার সেবায় নিয়োজিত!'

'তুমি এই র‍্যাঞ্চের মালিক?' জানতে চাইল বিস্মিত জন। 'আমি তো জানতাম হাসিয়েন্দার মালিক সেনোরিটা।'

পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ডন রেমনের ঠোঁটজোড়া, চোখে শীতল চাহনি ফুটে উঠল। এই লোক বদমেজাজী, উপসংহারে পৌঁছল জন, অল্পতে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে।

'ব্যাপারটা ওরকমই,' শান্ত স্বরে বলল ডন, নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'র‍্যাঞ্চের ম্যানেজার। এক অর্থে প্রভু বা মালিকই, কারণ নিতার অভিভাবক হিসেবে সবকিছু আমিই দেখাশোনা করছি।'

ঘুরে জুয়ানিতার দিকে ফিরল জন। 'তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি? জরুরি কয়েকটা ব্যাপারে আলাপ করা দরকার।'

জুয়ানিতা কিছু বলবার আগেই আপত্তি জানাল ডন। 'মেক্সিকোর সামাজিক রীতিতে বয়স্কা সহচরীর অনুপস্থিতিতে অবিবাহিতা লেডিদের সঙ্গে কথা বলা বারণ যে-কোন ভদ্রলোকের। রীতির সঙ্গে মিলে না, এমন কিছু অনুমোদন করতে পারি না আমি।'

'ও বরং গোসল সেরে ডিনারের জন্য তৈরি হোক,' দ্রুত বলল জুয়ানিতা। 'তুমি কি ওকে রুম দেখিয়ে দেবে, নাকি মারিয়াকে ডাকব?'

ঘুরে মেইডকে ডাকল জুয়ানিতা। কামরায় ঢুকল হালকা-পাতলা গড়নের এক মেক্সিকান তরুণী। মারিয়াকে অনুসরণ করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল জন। পিছনে নিচু স্বরের তর্ক কানে এল ওর, কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

গেস্টরুমে ঢুকে চারপাশে সন্দিহান দৃষ্টি চালাল জন। বেশ বড় কামরা, মাঝখানে আরামদায়ক বিছানা, অন্তত চারজন ঘুমাতে পারবে। মাথার হ্যাট দেয়ালের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেসিনে পানি ঢালল ও, তারপর নেকারচিফ ঢিলে করে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে, তখনই দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। ভিতরে পা রাখল জুয়ানিতা। 'সবসময় দেখছি আমিই তোমার রুমে আসছি!' ফিসফিস করে বলল মেক্সিকান গোলাপ। 'একেবারে অনুচিত হচ্ছে এটা!'

'আমার কাছে কিন্তু মন্দ লাগছে না,' অনুমোদনের চাহনিতে জুয়ানিতার অপরূপ মুখের দিকে তাকাল জন। 'উপভোগ্য মনে হচ্ছে। আশা করছি অভ্যাসে পরিণত করবে ব্যাপারটা। যাক্‌গে, এবার বলো তো, আসলে কী ঘটছে এসব? জলদি বলো!'

দ্রুত বলে গেল জুয়ানিতা। ব্যাখ্যার ঝামেলায় গেল না ও।

পারিবারিকভাবে এই এস্টেটের মালিক ফিয়েরো পরিবার। সেই রাজার আমল থেকে। ইদানীং এই সম্পত্তির গুরুত্ব বেড়ে গেছে।

ম্যাক্সিমিলিয়ানের আমলে গিলমোরদের কারসাজিতে সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে ফিয়েরো পরিবার, সব চলে যায় নেড গিলমোরের দখলে। ফরাসী রাজার অনুসারী বলে এই সৌভাগ্য অর্জন করে গিলমোর।

কিন্তু ম্যাক্সিমিলিয়ান সিংহাসন-চ্যুত হলে—এবং পরে খুন হয়ে গেলে—এস্টেট আর সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পায় ফিয়েরোরা। কিন্তু ততদিনে মেক্সিকান এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেছে গিলমোর, সেই সূত্র ধরে এস্টেটের মালিকানা দাবি করতে থাকে। গিলমোর আর রুডলফ ফিয়েরোর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় আর তর্ক কয়েকবারই হলো, তারই ফলশ্রুতিতে ডুয়েলের চ্যালেঞ্জ।

পিস্তলে দক্ষ ছিল ফিয়েরো। গিলমোরকে ডুয়েলে হারানোর ব্যাপারে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিল সে। জানত গিলমোর খুন হলে তার বন্ধুরা খেপে যাবে, পাল্টা হামলা করতে পারে। সেক্ষেত্রে, নিজের নিরাপত্তার জন্য জিম ড্রুরিকে খবর দেয় সে। ডুয়েল-পরবর্তী উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এবং ফিয়েরো পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল এই যোদ্ধার। কিন্তু ফিয়েরো খুন হয়ে যাওয়ায়, স্বভাবতই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে ড্রুরি। খবর পাঠায় সে নিজেই লড়বে গিলমোরের বিরুদ্ধে। কিন্তু সময়মত উপস্থিত হতে পারেনি সে, বরং পথে অ্যাম্বুশে পড়ে। তার যখন শহরে পৌঁছবার কথা, কাকতালীয়ভাবে উপস্থিত হয় জন ক্যালকিন; স্বভাবতই লুই গার্সিয়া আর পাবলো অর্তেগা ওকেই ড্রুরি বলে ধরে নেয়।

নেড গিলমোর শেষ হয়ে গেছে বটে…কিন্তু ঝামেলার সবে শুরু হয়েছে।

'এখানে থাকা উচিত হবে না তোমার,' দ্রুত বলল জুয়ানিতা। 'যে-কোন জায়গার চেয়ে এখানে বিপদের সম্ভাবনা বেশি তোমার। নিজের দেশে ফিরে যাওয়া উচিত তোমার।'

'তোমার কী হবে? চাচাকে সামলাবে কীভাবে?'

'মানে? কী বলতে চাইছ?' জুয়ানিতার অপূর্ব চোখে বিস্ময়।

'তোমার চাচা শত্রুপক্ষের একজন, জুয়ানিতা। সে নিজেই

এস্টেট দখল করতে চাইছে, গিলমোর আর অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'ওহ্, না! অসম্ভব! তুমি নিশ্চই ভুল করছ! হতেই পারে না!'

মুখে যাই বলুক, জুয়ানিতার চোখে বিশ্বাস দেখতে পেল জন।

'কেন এমন মনে হলো তোমার? কার কাছ থেকে শুনলে?'

'ড্রুরির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওর কাছেই শুনেছি ডনই খুন করেছে তোমার বাবাকে। ড্রুরিকেও সে-ই অ্যাম্বুশ করেছে।'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে জুয়ানিতা, বেকুব বনে গেছে। তারপর ধীরে ধীরে টেবিলের কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। 'এখন তা হলে কী করব আমি? চাচা ছাড়া কেউ নেই আমার···এমন বিপদে কে সাহায্য করবে আমাকে?'

'আমাকে বাদ দিলে কেন?' বিছানায় বসে একটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল জন ক্যালকিন। 'জুয়ানিতা। ভুল করে হলেও, এসবে পুরোপুরি জড়িয়ে গেছি আমি। আমার নিজের নিরাপত্তার খাতিরে হলেও সীমান্তের দিকে না ছুটে বরং এখানে থেকেই ওদের মোকাবিলা করা উচিত। কারণ আমার পিছু ছাড়বে না ওরা। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওরা। যাও, ডিনারে দেখা হবে।'

বিশাল টেবিল, অথচ মাত্র তিনটে চেয়ার। খাওয়ার ফাঁকে কথা বলবার চেয়ে শুনলই বেশি জন। সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে ওর কান দুটো, যতই ক্ষীণ হোক, বাইরের শব্দ ঠিকই শুনতে পাবে। অথচ ডন রেমন ফিয়েরো নিশ্চিন্তে আছে, বিপদের কোন আশঙ্কা করছে না। পরে, জুয়ানিতা যখন পিয়ানো বাজাল, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকল জন, মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে মেয়েটিকে দেখল।

জুয়ানিতা এত সুন্দর! এই জীবনটা কত আনন্দের! ভাবছে জন। কত সাধারণ সহজ জীবন! সুস্বাদু খাবার, দামী সুগন্ধী

ওয়াইন, পুরানো স্প্যানিশ বাড়ির স্বস্তিকর পরিবেশ–বাইরের ধুলোময় তপ্ত পরিবেশ বা রেঞ্জের কাজের তুলনায় রীতিমত স্বর্গ। এমন আয়েশী জীবন লোভ জাগাবে যে-কারও মধ্যে। কিন্তু এত চমকপ্রদ পরিবেশের আড়ালে রয়েছে ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র আর হীন স্বার্থের কারসাজি। অপূর্ব সুন্দরী অনাথ এক মেয়েকে সর্বস্বান্ত করবার ফিকির করছে কিছু মানুষ। যাদের একজন এই মুহূর্তে পিঠ উঁচু আরামদায়ক চেয়ারে বসে আছে, নিশ্চিত হয়ে আছে শিগ্‌গিরই বিশাল এই এস্টেটের সবকিছু তারই হবে।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ডন রেমন। 'দারুণ তোমার হাতের নিশানা, সেনর! কেউ ভাবতেও পারেনি তুমি জিতবে ডুয়েলে।'

'দু'একজন ছাড়া সবাই অবাক হয়েছে।'

'সবসময়ই কি জোড়া পিস্তল ঝোলাও তুমি?'

'যখন ঝামেলার সম্ভাবনা থাকে।'

'এখানে ঝামেলা আশা করছ? এখন?' বিস্ময় প্রকাশ করল ডন, সেটা মেকী বলে সন্দেহ হলো জনের। 'এই বাড়িতে?'

ঘাড় ফিরিয়ে বুড়োর দিকে তাকাল জন। 'হ্যাঁ। এই জিনিসটা দুনিয়ার সব জায়গায় আশা করি আমি। যারা ড্রুরিকে অ্যাম্বুশ বা জেনারেলকে খুন করেছে, এরা সবাই আশা করেছিল ডুয়েলে গিলমোরের হাতে খুন হয়ে যাব আমি। সেটা যেহেতু হয়নি, এখন আমাকে খুন করবার সব চেষ্টাই চালাবে ওরা।'

*

চোখ মেলে তাকাল জন ক্যালকিন, তারপর চট করে উঠে বসল বিছানায়। নীরব এবং অন্ধকার হয়ে আছে পুরো কামরা। কিন্তু হলওয়েতে চাপা পদশব্দ হচ্ছে, জনের কান ফাঁকি দিতে পারেনি সতর্ক পদশব্দ। বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় আর নিঃশব্দে পায়ে ট্রাউজার গলাল ও···কোমরে গানবেল্ট জড়াল···তারপর বুটের দিকে হাত বাড়াল···তখুনি খুলে গেল দরজা!

দরজার উপর দাঁড়িয়ে আছে পাবলো অর্তেগা, হাতে শটগান।

শটগানের নল কিছুটা উঁচিয়ে ধরা, নিশানা শূন্য বিছানার উপর।

'সেনর?' মৃদু স্বরে ডাকল সে।

'অস্ত্রটা তুলে দাও আমার হাতে,' বলল জন। 'আগে বাঁট দেবে।'

দ্বিধা করল অর্তেগা, তারপর জুয়া খেলাই মনস্থ করল। চট করে এক পা পিছিয়ে গেল সে, পজিশনে নিয়ে এল শটগান। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি করল জন। সম্ভাবনা কম ছিল, কারণ পিছনে লাফ দেওয়ায় রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে মেক্সিকান, নিতান্ত বাধ্য হয়ে চান্সটা নিয়েছে জন।

অস্ফুট স্বরে চিৎকার করল অর্তেগা, হাত থেকে ফেলে দিল শটগান। ভারী অস্ত্রটা তীক্ষ্ণ শব্দে গড়িয়ে সরে গেল কয়েক হাত। সঙ্গে সঙ্গে আগে বেড়েছে জন, দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। দেখল করিডরের ওপাশে দেয়ালের কাছাকাছি সরে গেছে অর্তেগা, দু'হাতে পেট চেপে ধরেছে।

হলরুমের লাগোয়া ব্যালকনিতে চাপা শব্দ শুনতে পেয়ে সেদিকে ছুটল জন। শুধু মোজা পরা থাকায় তেমন কোন শব্দই হলো না। বাঁক ঘুরে এগোল ও। সামনেই জুয়ানিতার কোয়ার্টার। আচমকা থমকে দাঁড়াল সামনের দৃশ্য দেখে। জুয়ানিতার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক, খিড়কি খুলবার চেষ্টা করছে। ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডন রেমন।

'দরজা খোলো, নিতা!' ডাকল ডন। 'জলদি! নইলে দরজা ভেঙে ফেলব আমরা!'

হঠাৎ জনের উপস্থিতি টের পেয়ে গেল লোক দুটো, ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলল গুলি করবার জন্য···কিন্তু বড় শ্লথ মনে হলো তাদের গতি।

চট করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জন, পরপর তিনটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। পিস্তলের প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠল রাতের নিস্তব্ধতা। প্রথম মেক্সিকান চিৎকার করে গড়িয়ে পড়ল ডনের কাঁধের উপর,

ফলে নিশানা নড়ে গেল রেমনের। জনের দ্বিতীয় গুলি দ্বিতীয় রাইফেলধারীর কপাল ফুটো করে দিয়েছে। আর তৃতীয়টা মিস্ হয়েছে।

লাফিয়ে আগে বাড়ল ডন, পিস্তল উঁচাল। ততক্ষণে দু'পা আগে বেড়ে একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে জন, সপাটে পিস্তলের ব্যারেল নামিয়ে আনল বুড়োর চাঁদিতে। দরজার সামনে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ডন।

'জুয়ানিতা?' দরজায় করাঘাত করল ও। 'আমি ক্যালকিন। বেরিয়ে আসাই মনে হয় মঙ্গল হবে।'

ঝট করে খুলে গেল দরজা। বাইরের দৃশ্য দেখে চোখ বড়বড় হয়ে গেল জুয়ানিতার। বিহ্বল মেয়েটির কব্জি চেপে ধরল জন, তারপর দ্রুত এগোল করিডর ধরে। নিজের কামরায় এসে পায়ে বুট গলাল ও। 'তোমার নিজস্ব লোকজন বিশ্বস্ত?'

নড করল মেক্সিকান গোলাপ, এখনও বিস্ময় লেগে আছে চোখে।

'একজনকে ডাকো। ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেব আমরা। বিপদের জন্য তৈরি থাকতে হবে। কেউ যদি লড়তে আসে, ওদের খায়েশ মিটিয়ে দেব!'

জুয়ানিতা যাকে ডেকেছে, সে জনের পরিচিত–হাসিয়েন্দার গেটের বাইরে দেখা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে। সংক্ষেপে তাকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল জুয়ানিতা। 'এক ঘণ্টার মধ্যে বিশজনকে জড়ো করে ফেলব,' শেষে প্রতিশ্রুতি দিল মেক্সিকান। 'ফিয়েরোর মেয়ের জন্য মরতেও দ্বিধা করবে না ওরা!'

ঘণ্টা খানেক পর জানালার কাছাকাছি চলে এল জন, দেখল আধ-ডজন রাইডার জমায়েত হয়েছে মূল গেটের কাছে। ছয়-সাতটা শূন্য স্যাডল বিশিষ্ট ঘোড়া চোখে পড়ল। আরও লোক আসছে। হঠাৎ গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী এক মেক্সিকান, একটা

সিগারেট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। চামড়ার ট্রাউজার তার পরনে, আঁটসাঁট এবং তলা বেশ ঢোলা। উরুতে নিচু করে ঝোলানো জোড়া পিস্তল। লাল-সোনালি রঙে এম্ব্রয়ডারি করা ভেলভেটের জ্যাকেট গায়ে, আর সমব্রেরোতে রুপার কারুকাজ করা।

লোকটার শুধু দৃঢ় চোয়াল আর ঝুলন্ত গোঁফের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। জনের বাহু চেপে ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করল জুয়ানিতা, নিচু স্বরে বলল: 'ও হচ্ছে পাঞ্চো!'

লোকটার দিকে তাকাল জন। পেটে অস্বস্তি বোধ হলো ওর···এখন তা হলে পাঞ্চো ভাইলার মুখোমুখি হতে হবে!

মেক্সিকোর সবচেয়ে বিপজ্জনক গানফাইটার। দুঃসাহসী আউটল, ঠাণ্ডা মাথার খুনী। অন্তত তিনবার সীমান্ত পেরিয়ে রেইড করেছে অ্যারিজোনায়। আধা ইয়াকি, আধা মেক্সিকান। বিষাক্ত র‍্যাটলের চেয়েও বিপজ্জনক এবং নীচ।

'জেনে-শুনেই পাঞ্চোকে পাঠিয়েছে ওরা,' মৃদু স্বরে স্বগতোক্তি করল জন। 'ওরা জানে আমার পরিচয়।'

'কে তুমি, জন?' বিস্ফারিত হয়ে গেছে জুয়ানিতার চোখজোড়া, ঘুরে দাঁড়িয়েছে জনের দিকে।

'আসলে আমি সাধারণ একজন মানুষ। টেক্সাসে জন্ম। কিন্তু ওই লোকটাকে ভাড়া করা হয়েছে ঝামেলা করবার জন্য।'

'বিনয়ী···অতিরিক্ত বিনয়ী তুমি, জন! শুনেছি মালিকের হয়ে এখানে গরু বিক্রি করেছ তুমি। নিশ্চই বিশ্বাস করে বলেই তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে সে। আমি···আমার ধারণা, তুমি আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মানুষ, বিনয়ী, বিশ্বস্ত···এবং সুদর্শনও!'

গম্ভীর হয়ে গেল জনের মুখ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুলক অনুভব করছে। বাহুতে জুয়ানিতার কোমল স্পর্শ, কিংবা সরাসরি চোখে চোখ রাখবার আনন্দ উদ্বেলিত করছে ওকে। 'আমি কী সেটা পরে হবে। হয়তো আজকের পর সবকিছুই হয়ে যাব আমি। কিন্তু এখন, ওই ব্যাটাকে খানিকটা শিক্ষা না দিলে চলছে না।'

'না, জন!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল জুয়ানিতার মুখ, জনের বাহুতে চেপে বসল পাঁচটা আঙুল। 'যাবে না তুমি! তোমাকে খুন করবে সে! পাঞ্চো না পারলেও অন্যরা ঠিক খুন করবে তোমাকে!'

দৃষ্টি নামিয়ে জুয়ানিতার চোখে তাকাল জন, ওর মনে হলো ভিতর থেকে কিছু একটা হারিয়ে গেছে, গলায় জোর পাচ্ছে না। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ও, ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারছে মুখে; তারপর নিজেদের অজান্তে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল ওরা।

মিনিট খানেক পর জুয়ানিতার উষ্ণ বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জন। 'তু···তুমি এত সুন্দর···আর···' মাথা নাড়ল ও। 'তুমি সামনে থাকলে সব দায়িত্ব ভুলে যাবে পুরুষরা!' জুয়ানিতার চোখে প্রতিবাদ দেখে ক্ষীণ হাসল ও। 'নিতা, এটাই শেষ! এখান থেকে জীবিত বেরোতে হলে, এরকম প্রশ্রয় নিজেদের আর দেওয়া ঠিক হবে না আমাদের।'

হালকা পদশব্দ হলো ওদের পিছনে। 'ঠিকই বলেছ,' মৃদু স্বরে বলল কেউ। 'উচিত হবে না সেটা।'

জায়গায় জমে গেল জন ক্যালকিন। ডন রেমনের কণ্ঠ এটা।

জন অনুভব করল হোলস্টার থেকে ওর পিস্তল দুটো তুলে নিয়েছে বুড়ো ডন, মৃদু স্বরে সে বলল: 'এবার নাক বরাবর এগোও···গেটের কাছে চলে যাও তো, চান্দু! নিতা, তুমিও!'

অসন্তোষ আর রাগে দিশেহারা বোধ করছে জন। এমন বোকামি করল কেন? ডন রেমনকে খাটো করে দেখেছিল। বুড়ো যে মহা হারামী, সেটা তো জিম ডুরির কাছে আগেই জেনেছে। জীবনের প্রথম ভালবাসা আবিষ্কার করবার দুর্বলতায় বিস্মৃত হয়েছিল বিপজ্জনক লোকটাকে?

এগোল ও, পাশাপাশি হাঁটছে জুয়ানিতা। এক হাতে ওর বাহু চেপে ধরেছে।

ঘুরে দাঁড়াল পাঞ্চো ভাইলা, সরু চোখে দেখল তিনজনের প্যারেডটাকে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল বন্দুকবাজ, সবক'টা দাঁত

বের করে হাসছে। বিশ হাত দূরে থাকতে থামল সে। 'আচ্ছা, তুমি তা হলে জন ক্যালকিন! বহুদিন ধরে ভাবছি কোন একদিন হয়তো তোমার মুখোমুখি হব, কিন্তু···ব্যাপারটা কী? হয়তো আমার দরকার পড়বে না।'

'আমার কাছে পিস্তল থাকলে ঠিকই দরকার হত তোমাকে,' স্প্যানিশে বলল জন। 'এখুনি তোমাকে একহাত দেখে নিতাম!'

হেসে উঠল পাঞ্চো।

মেক্সিকান বন্দুকবাজকে ছাড়িয়ে গেল জনের দৃষ্টি, লুই গার্সিয়াকে দেখতে পেল গেটে, বিহ্বল দেখাচ্ছে তার মুখ। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল তরুণ মেক্সিকান। 'ডন রেমন! কী করেছে এই লোক? এ তো আমাদের বন্ধু!'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'না, লুই, মোটেই আমাদের বন্ধু নয় সে।'

কঠিন হয়ে গেল গার্সিয়ার মুখ, শ্রাগ করল সে। 'পার্ডনার, যে-কারও চেয়ে বেশি জানো তুমি।' ঘুরে ফিরতি পথ ধরল সে।

চোখ সরু করে গার্সিয়াকে দেখছে জন। সন্দিহান হয়ে উঠেছে মন: কাউকে বিশ্বাস কোরো না, নইলে ঠকবে শেষে! জিম ড্রুরির পরামর্শ ছিল এটা। ঠিকই বলেছে অভিজ্ঞ যোদ্ধা।

'ঝটপট কাজ সেরে ফেলতে হবে,' গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করল ডন রেমন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মেক্সের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল: 'পেড্রো, চার সদস্যের ফায়ারিং স্কোয়াড চাই আমার। এই লোকের শাস্তি দেওয়ার পর,' হাসল সে। 'কর্তৃপক্ষকে জানাব সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল সে, আনুষ্ঠানিকভাবে তার বিচার করা হয়েছে।'

'তুমি আসলে সস্তা দরের নিকৃষ্ট চোর,' নির্লিপ্ত স্বরে, কোনরকম উস্কানি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করা ছাড়াই বলল জন। 'তবে কয়োটের মত সাহস আর সাপের মত একটা হৃদয় আছে তোমার!'

জ্বলে উঠল ডন রেমনের চোখজোড়া, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'যা ইচ্ছে বলে যাও,' নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সে। 'বড়জোর

মিনিট কয়েক পাবে আর।'

রাইফেল হাতে আঙিনায় চলে এল চারজন লোক, দেয়ালের কাছে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হলো জন ক্যালকিনকে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল জুয়ানিতা ফিয়েরো, তারপর সংবিৎ ফিরতে চাচার দিকে ফিরল ও। 'এমন একটা কাজ করতে পারো না তুমি! এটা স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন!'

হেসে উঠল ডন। 'খুন? ঠিকই ধরেছ। তুমিও খুন হয়ে যাবে, যদি আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন না করো। কী মনে হয় তোমার?' আচমকা ভাতিজীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'সবকিছু তোমার হাতে তুলে দেব? বোকা একটা মেয়ের হাতে? তোমার বাবার মৃত্যুর কারণটা জানো? ওই লোকটাই বা···' বলে গেল সে, ক্রমশ চড়া হচ্ছে কণ্ঠ। ইংরেজিতে বলছে সে, শুধু পাঞ্চো আর জনই বুঝতে পারছে কথাগুলো।

হঠাৎ, দেয়ালের ওপাশে নিচু স্বরের ফিসফিসানি শুনতে পেল জন: 'অ্যামিগো, আমি যদি ভজকট লাগিয়ে দেই, দেয়ালে উঠে যেতে পারবে?'

লুই গার্সিয়া!

'হ্যাঁ!'

'তোমার পিস্তলগুলো এখানে আছে। দেয়ালের এপাশে।'

ভাতিজীর দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল ডন রেমন। 'যথেষ্ট হয়েছে!' চড়া স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করল সে। 'পাঞ্চো, মেয়েটাকে ধরে রাখো। এবার··· ' রাইফেলধারীদের নিয়ে আসা লোকটির দিকে ফিরল সে। 'হারামজাদার হাত বেঁধে ফেলো। গুলি করবার সময় যাতে ছুটতে না পারে।'

'দাঁড়াও!' সবার চোখ চলে গেল গেটের দিকে। ভোজবাজির মত আবার উদয় হয়েছে লুই গার্সিয়া। 'এ কাজটা করা উচিত হবে না তোমার!'

"দাঁড়াও" শব্দটা শুনেই সক্রিয় হয়েছে জন। ঘুরেই লাফ দিল

ও। ঠিকই অনুমান করেছে। দেয়ালের ঠিক উপরে পড়ল দু'হাত। দেয়ালে ভর রেখে ক্ষিপ্র গতিতে তুলে ফেলল দেহ, কোমর দেয়ালের উচ্চতার কাছাকাছি হতেই পা তুলে দিল।

ওর প্রত্যাশার চেয়েও ভালভাবে নিজের ভূমিকা পালন করেছে গার্সিয়া, কারণ কারও চোখে ধরা পড়বার আগেই দেয়ালের ওপাশে চলে গেল জন। গর্জে উঠল একটা রাইফেল। এদিকে মাটিতে পা রেখেছে জন, তিন হাত দূরে পড়ে থাকা গানবেল্ট আর জোড়া পিস্তল তুলে নিল; দ্রুত হাতে কোমরে গানবেল্ট জড়াল।

হাসিয়েন্দার ভিতরে, দেয়ালের ওপাশে শোরগোল উঠেছে। আবারও গুলি করল কেউ। দেয়াল বরাবর গেটের দিকে ছুটল জন; কোণ পেরোতে গেট দিয়ে টলমল পায়ে পিছিয়ে আসতে দেখতে পেল লুই গার্সিয়াকে। কাঁধে গুলি বিঁধেছে মেক্সিকানের। পরমুহূর্তে চার রাইফেলধারী বেরিয়ে এল গেট দিয়ে।

নিরস্ত্র একজন মানুষকে আশা করছিল ওরা–কিন্তু আদপে সামনে দেখতে পেল মরিয়া এবং দারুণ বিপজ্জনক এক বন্দুকবাজকে। বড়জোর বিশ ফুট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে জন।

চারজন বেরিয়ে এসেছে, প্রথম পশলা গোলাগুলির পরিণতিতে ভূপতিত হলো তিনজন। শেষজন ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টো দৌড় দিল। জনও আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে যে-পথে এসেছে, সেদিকে ছুটল। দেয়ালের দূরের কোণে কাঠের একটা ছোট দরজা রয়েছে। আগেই দেখেছে ওটা। ছুটে গিয়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজা। দেখল, প্রতিপক্ষ আর ওর মাঝখানে দুই চাকার ভারী একটা কার্ট দাঁড়িয়ে আছে। জুয়ানিতাকে ছেড়ে দিয়েছে পাঞ্চো, কিংবা মেয়েটাই কোনভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, বাড়ির দরজার কাছাকাছি এখন দাঁড়িয়ে আছে ও।

জরুরি কণ্ঠে পাঞ্চো, অর্তেগা আর অন্যান্যদের নির্দেশ দিচ্ছে ডন রেমন ফিয়েরো, হাতে পিস্তল।

আচমকা হাসিয়েন্দার বাইরে ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ আর বহু

লোকের মিলিত চিৎকার শোনা গেল: 'ভিভা ফিয়েরো! ভিভা ফিয়েরো!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল ডন। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে কর্কশ স্বরে ডাকল পাঞ্চো ভাইলাকে।

নির্দেশ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল বন্দুকবাজ, পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করল।

কাঠের তৈরি কার্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন, ওদের মুখোমুখি। হোলস্টারে ঘুমিয়ে আছে ওর জোড়া পিস্তল। 'এবার ইস্তফা দাও সবাই,' বলল ও, পাঞ্চো ভাইলার উপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। 'যদি সুমতি হয় তোমাদের। বাইরের লোকগুলো জেনারেলের সমর্থক, তাই না?'

'কখনও কোন লড়াই থেকে পিছিয়ে আসিনি আমি!' চ্যালেঞ্জ ফুটে উঠল মেক্সিকান বন্দুকবাজের চোখে। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে, পিস্তলের বাঁট চেপে ধরল, ভোজবাজির মত উঠে এল পিস্তল দুটো, নগ্ন ভয়ঙ্কর মাজলের চোখজোড়া তাকাল জন ক্যালকিনের দিকে।

টাশ্‌শ্‌!

মাত্র একটাই গুলি হলো। ধড়াস করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল পাঞ্চো ভাইলা। কপালে তৃতীয় নয়ন সৃষ্টি হয়েছে।

প্যাসিও থেকে সঙ্গীতের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে জুয়ানিতা। 'তুমি তা হলে চলে যাবে?' রুদ্ধ স্বরে জানতে চাইল মেক্সিকান গোলাপ।

'না গিয়ে উপায় নেই, নিতা,' বলল জন। 'গরু বিক্রির টাকা মালিকের হাতে তুলে দিতে হবে। এখানে আর কোন কাজ নেই আমার, নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে। এখানকার জীবনটা লোভনীয়, কিন্তু আমার জন্য নয়।'

'আমার কথা মনে পড়বে না?'

সম্ভবত আজীবনই মনে পড়বে, তোমার অভাব বোধ করব আমি, ভাবল জন। কিন্তু এও ঠিক, একটা মেয়েকে বাঁধনে জড়ানো আর একটা গ্রিজলিকে দড়িতে আটকানো একই কথা। শিকার ধরবার মধ্যে নির্মল আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু এরপর কী করবে ওটাকে নিয়ে? সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন বৈকি।

পরে, সীমান্তের রাস্তায় উঠে এসে প্রশ্নটা মনে পড়তে আনমনে হেসে উঠল জন ক্যালকিন। ভাল্লুকের গলায় দড়ি পরানোর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ শেষ হয়ে যায়, এরপর যা করা উচিত–দড়িটা ঢিলে করে দিয়ে ছুটতে থাকা!

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারো।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবে। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবে না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবে।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবে স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবে না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

সুমন

ময়মনসিংহ।

শুভেচ্ছা নিবেন। আমি সেই ছোট বেলা থেকে সেবার ভক্ত এবং নবীন গ্রাহক। সেবার সব ধরনের বই আমার কাছে প্রিয়, তাই আমার এই বেকার জীবনে সেবা আমাকে হতাশা দুর করতে সাহায্য করে। এক একটা ইন্টারভিউতে আমি যখন অকৃতকার্য হই তখন সেবা আমাকে নতুন করে উজ্জীবিত হতে সাহায্য করে।

আচ্ছা, ওয়েস্টার্ন ও তিন গোয়েন্দার চরিত্রগুলো কি আপনাদের নিজস্ব সৃষ্টি? এরফান, ক্যালকিন, সাবাডিয়ার বেশি বেশি বই চাই। সবশেষে সেবার সব লেখকদের আমার শুভেচ্ছা দিবেন।

★ দিলাম। ...হ্যাঁ, রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে হলেও চরিত্রগুলো লেখকদের নিজেদেরই সৃষ্টি।

রাইয়ান মাহমুদ মুন

ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেকদিন পর মাসুদ আনোয়ারের বই প্রকাশ করল সেবা প্রকাশনী। 'লিপ্সা'। এক কথায় বলতে গেলে বইটি চমৎকার লেগেছে। অ্যাকশন, রোমান্স, থ্রিল সবই আছে বইটিতে। বইটির শেষ পর্যন্ত উত্তেজনা বিদ্যমান। আসল ভিলেনকে শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা লেখকের কৃতিত্ব। তাঁকে ধন্যবাদ। খারাপ প্রচ্ছদের জন্য রনবীর আহমেদ বিপ্লবকে ধন্যবাদ দেওয়া গেল না।

'লিপ্সা'র শেষে আলোচনা বিভাগ নেই কেন?

✯ স্থান সঙ্কুলান হয়নি। ...আপনার ধন্যবাদ ও নিন্দা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হলো।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)

বোয়ালমারী ফরিদপুর।

অত্যন্ত সুন্দর একটি বই 'অবরুদ্ধ শহর' উপহার দেওয়ার জন্য সোলায়মান ভাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এ রকম আরও বই লেখককে উপহার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

✯ পাবেন।

মোঃ আফজাল হোসেন

টিলাগড়, সিলেট।

অনেক দিন পর ওয়েস্টার্ন এর পুরোন লেখক মাসুদ আনোয়ারের বই 'লিপ্সা' পড়লাম। বইটির কাহিনী ভাল হলেও কৌশল প্রয়োগে অবিন্যস্ততা দেখা গেছে। তবে যেহেতু অনেকদিন পর বই লেখা, এরকম তো থাকবেই। যা-ই হোক্ এখন আমরা এই পাঠক সমাজ কি আশা করতে পারি যে মাসুদ আনোয়ারের মত অন্যান্য পুরোন ওয়েস্টার্ন লেখকরা পুনরায় ওয়েস্টার্ন জগতে বীরদর্পে পদার্পণ শুরু করবেন আর তারই বদৌলতে আমরাও পাব বৈচিত্র্যে ভরপুর ওয়েস্টার্ন বই?

✯ সবার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়। একেক লেখক ছিটকে গেছেন দুনিয়ার একেক প্রান্তে। যাঁরা পারছেন, নিজের মনের তাগিদেই লিখছেন; সময় ও সুযোগমত।

মোঃ মেহেদী হাছান (ইভান)

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

এই তো কিছুক্ষণ আগে সায়েম সোলায়মান এর 'সঙ্কট' বইটি চোখের পলকে পড়ে ফেললাম। নতুন লেখক হিসাবে তিনি অতুলনীয় একটি বই লিখেছেন, এই জন্য আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সাদা গোলাপের শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে ধন্যবাদ। তাঁর লেখনী খুব প্রখর এবং নিখুঁত। বইটির কাহিনী আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে কোনও নতুন লেখক এত সুন্দর বই লিখতে পারেন। 'সঙ্কট' বইটি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

গোলাম মাওলা নঈম এর 'ত্রাস' বইটিও খুব ভাল লেগেছে। গোলাম মাওলা নঈম ভাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রইল। তাঁকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য। 'দম্ভ' বইটিও আমার অনেক অনেক ভাল লেগেছে।

✯ সঙ্কট, ত্রাস ও দম্ভ ভালো লেগেছে জেনে আমরা খুশি। আপনার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা যথাস্থানে পৌঁছে দিলাম। আপনাকেও ধন্যবাদ।